Peace

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

পরকালের পাথেয়

আমলে নাজাত

عَمَلُ النَّجَات

لِطَرِيْقَةِ الْاُخْرَة

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

Peace Publication

পরকালের পাথেয়
আমলে নাজাত

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

পরকালের পাথেয়

আমলে নাজাত

সংকলনে

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলী হাসান তৈয়ব

আবদুল হামীদ ফাইযী

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
পরকালের পাথেয়
আমলে নাজাত

প্রকাশক
মোয়াল্লেমা মোরশেদা বেগম
নারী প্রকাশনী
অফিস : ১১/১ ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯
ফোন : ৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : মে – ২০১২ ইং

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

ISBN : 978-984-8885-15-4

প্রকাশকের কথা

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

'সহীহ আমলে নাজাত' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - রাসূলে করীম ﷺ-এর একটি হাদীস যদি এ প্রসঙ্গে না লিখি তাহলে এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণই অপূর্ণতা থেকে যাবে। তা হলো اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ - তোমার দ্বীনকে বিশুদ্ধ কর তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে (বুখারী)। রাসূলে করীম ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে ইরশাদ করেছেন- আমি তোমাদের নিকট কুরআন ও হাদীস রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো অনেকের মুখে শুনতে পাই যে, দুর্বল হাদীস আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। তার মানে শরীয়াতে সহীহ্ ও দুর্বল হাদীস সবই সমান? না, তা কখনো হতে পারে না। এ কথা দ্বারা তারা কি বুঝাতে চান তা বোধগম্য নয়। হয়ত তারা আমল কি তা জানতে সক্ষম হননি। নয়ত সহীহ্ ও দুর্বল হাদীসের পরিচয় ও তার শ্রেণীবিন্যাস বুঝতে চাননি।

আমল কি? আমল হলো কাজ বা কর্মকাণ্ড। একজন মুসলিমের ২৪ ঘণ্টার পুরো জিন্দিগীর সব কাজই আমল। সুতরাং আমরা যে কোন কাজই করি না কেন তা যদি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হয় তাহলেই তা আমলে নাজাত বা নাজাতের মুক্তির আমল হবে। আর যদি নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এ মৌলিক ইবাদতগুলোই কুরআন ও হাদীসের নিয়ম-নীতি ছাড়া হয়, তাহলে তাও ইবাদত হবে না। তাই একজন মুসলিম হিসেবে জীবনের সব কাজ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে খুলনায় সফরে একবার পাকিস্তানের জনৈক বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদ আগমন করলে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল জনাব আমাদেরকে কিছু আমলের কথা বলে দিন, যা আমল করলে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে। ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বললেন হায়! যে জাতি আমলের অর্থ জানে না সে জাতি ভাগ্য কিভাবে পরিবর্তন হবে?

যেমন একটি উদাহরণ দিলে আরো সহজে বুঝা যাবে বিষয়টি, বছরে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ, সে ৫ দিন হলো দুই ঈদের দুই দিন এবং কোরবানী ঈদের পরের ৩ দিন। কেউ যদি তাকওয়ার আরো বেশি পরিচয় দিতে এ হারাম ৫ দিন রোযা রাখে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে অসন্তুষ্টই হবেন এবং পাপী বলে গণ্য হবেন। কেননা এ ৫ দিন রোযা না রাখতে আল্লাহ তায়ালাই নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ ৫ দিন রোযা না রাখাই তাকওয়ার সর্বোচ্চ পরিচয়।

সুতরাং যে কোন আমল গ্রহণযোগ্য হতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। কোন পীর, বাবা, গাউছ কুতুব বা কোন বড় আলেমের কথা দ্বারা কোন কাজ ইবাদত বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না।

আমাদের সমাজে অনেকের মাধ্যমে অনেক আমলই করা হয় এবং মনে করা হয় যে এগুলো আমলে নাজাত বা মুক্তি পাবার আমল। কিন্তু কুরআন-হাদীসের মানদণ্ডে এগুলোকে আমলে নাজাত বা মুক্তির আমল বলা যায় না। সমাজকে সচেতন, সতর্ক ও সজাগ করার লক্ষ্যে সহীহ হাদীসের আলোকে উল্লেখিত এ গ্রন্থটি সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশ করা হলো। আশা করি, পাঠক মহল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে পারবেন। ইনশাল্লাহ।

এ গ্রন্থটিতে যে চৌদ্দটি আমল করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়– এর থেকে শুরু করে জিহাদ পর্যন্ত মোট ২১টি মূল শিরোনামে গ্রন্থটি সুবিন্যাস্তভাবে সাজানো হয়েছে। গ্রন্থটিতে কুরআন ও বিশেষ করে হাদীসের সূত্র উল্লেখ করে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। কুরআন-হাদীসের কথা ছাড়া কোন ফযীলতের কিতাবের আলোকে রচিত নয়।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট বিনীত ও কায়মনো বাক্যে দোয়া করি সূরা বাকারার ২০১ নং আয়াত দ্বারা এভাবে যে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

সূচিপত্র

৫. জুমু'আহ

৬. কুরআন

১০. সাওম (রোযা)

১১. হজ্জ ও কুরবানী

১২. বিবাহ্ ও দাম্পত্য জীবন

১৩. ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেন

১৪. পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য

১৫. পানাহার

১৬. শাসন ও বিচার

১৭. দণ্ডবিধি বা হদ্দ

১৮. আত্মীয়তার-বন্ধন ও পরোপকারিতা

১৯. সদাচার ও সদ্ব্যবহার

২০. দুনিয়া ও ঐশ্বর্যের প্রতি লোভনীয়তা

২১. জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ

১. যে চৌদ্দটি আমলে রিযিক বৃদ্ধি পায়

মুসলিম মাত্রই বিশ্বাস করেন যে তার আয় ও উপার্জন, জীবন ও মৃত্যু এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদি নির্ধারণ হয়ে যায় যখন তিনি মায়ের উদরে অবস্থান করেন। আর এসব তিনি লাভ করেন তার জন্য বরাদ্দ-উপায় উপকরণগুলো মাধ্যমে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো হাত গুটিয়ে বসে না থেকে এর জন্য নির্ধারিত উপায়-উপকরণ সংগ্রহে চেষ্টা করা। যেমন চাষাবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-চারু, চাকরি-বাকরি বা অন্য কিছু।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

١. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

১. তিনি তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে–প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তার নিকটই পুনরুত্থান। (সূরা আল-মুলক, আয়াত-১৫)

٢. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

২. সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা জুমু'আ : আয়াত-১০)

٣. وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

৩. এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।' (সূরা কাসাস : আয়াত-৭৭)

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– ফরজ ইবাদাতের পর হালাল রিযিক অন্বেষণ করা আরেকটি ফরজ। (বায়হাকী)

রিযিক বৃদ্ধির উপায়সমূহের মধ্যে কুরআন ও হাদীস থেকে ১৪টি আমলের কথা এখানে আলোচনা করা হলো।

প্রথম আমল : তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন

আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া অবলম্বন করা; তাঁর নির্দেশাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। পাশাপাশি আল্লাহর উপর অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রিযিক তালাশে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ, যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সূরা আত-তালাক : আয়াত-২-৩)

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং আনুগত্য দেখাবে, আল্লাহর তার সকল সংকট দূর করে দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিকের সংস্থান করে

দেবেন। আর যে কেউ তার উদ্দেশ্য হাসিলে একমাত্র আল্লাহর শরণাপন্ন হয় তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বলাবাহুল্য, এই তাকওয়ার পরিচয় মেলে হালাল উপার্জন চেষ্টা এবং সন্দেহযুক্ত রোজগার বর্জনের মধ্য দিয়ে।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ..

যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। (সূরা আরাফ : আয়াত-৯৬)

দ্বিতীয় আমল : তাওবা ও ইস্তেগফার

অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার এবং বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও রিযিক বাড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যতম নবী ও রাসূল নূহ (আ)-এর ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ করেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ـ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ـ وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ـ

আর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।

(সূরা নূহ, আয়াত-১০-১২)

হাদীসের বিষয়টি আরেকটু সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ্ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিযিকের সংস্থান করে দেবেন। (আবু দাউদ : ১৫২০; ইবনে মাজা : ৩৮১৯; তাবরানী : ৬২৯১) (শায়খ উসাইমীন বলেন, সনদগত দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল কিন্তু এর মর্ম ও বক্তব্য সহীহ্ বা সঠিক। কুরআনের আয়াত ও হাদীসে এ বক্তব্যের সমর্থন বিদ্যমান।

এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর শায়খ ইবনে বায বলেন, সর্বোপরি হাদীসটি তারগীব ও তারহীব তথা মানুষকে আখিরাতের আগ্রহ্ বা ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। কারণ, এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্র একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। ফতওয়া নূর আলাদ-দারবি (হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার হুকুম)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ اَكْثَرَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে আল্লাহ্ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।

(বায়হাকী : ৬৩৬; হাকেম, মুস্তাদরাক : ৭৬৭৭ সহীহ সূত্রে বর্ণিত)

তৃতীয় আমল : আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক

আত্মীয়দের সাথে সুম্পর্কে বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায়ের মাধ্যমেও রিযিক বাড়ে। যেমন– আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন–

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ اَوْيُنْسَاَ لَهُ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘায়ীত করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুম্পর্ক বজায় রাখে।

(বুখারী : ৫৯৮৫; মুসলিম: ৪৬৩৯)

চতুর্থ আমল : অধিক পরিমানে দরূদ পাঠ

রাসূলুল্লাহﷺপ্রতি দরূদ পাঠেও রিজিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি অনুমিত হয় নিম্নোক্ত হাদীস থেকে। তোফায়েল ইবনে উবাই ইবন কা'ব (রা) কর্তৃক বর্ণিত : তিনি বলেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ فَقَالَ : مَا شِئْتَ. قَالَ قُلْتُ اَلرُّبُعَ، قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ. قُلْتُ اَلنِّصْفَ . قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ . قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ : مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ . قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا . قَالَ اِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ـ ذَنْبُكَ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করতে চাই, অতএব আমার দু'আর মধ্যে আপনার দরূদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। কা'ব (রা) বলেন, আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে তুমি যদি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। কা'ব (রা) বলেন, আমি বললাম, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে তুমি যদি বেশি পড় তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমার দুআর পুরোটা জুড়েই শুধু আপনার দরূদ রাখব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার ঝামেলা ও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (তিরমিযী-২৬৪৫; হাকেম, মুস্তাদরাক-৭৬৭৭ (আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

পঞ্চম আমল : আল্লাহর পথে ব্যয়

আল্লাহর রাস্তায় কেউ ব্যয় বা দান করলে তা বিফলে যায় না। সে সম্পদ ফুরায়ও না। বরং তা বাড়ে বৈ কি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ، وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

বল নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা। (সূরা আস-সাবা : আয়াত-৩৯)

ষষ্ঠ আমল : বারবার হজ্জ-উমরা আদায়

হজ্জ ও উমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজ্জকারী ও উমরাকারীর অভাব-অনটন দূর করে এবং তার সম্পদ বাড়িয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ

তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর করতে থাক, কেননা তা অভাব ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লাকে।
(তিরমিযী : ৮১৫; নাসাঈ : ২৬৩১)

সপ্তম আমল : দুর্বলের প্রতি সদয়

মুস'আব ইবনে সা'দ (রা) যুদ্ধজয়ের পর মনে মনে কল্পনা করলেন, তিনি বোধ হয় তাঁর বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য হেতু অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশি মর্যাদাবান। সে প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ .

তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিজিক প্রদান করা হয়। (বুখারী : ২৮৯৬)

অষ্টম আমল : ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত

আল্লাহর ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হলে ও এর মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ ـ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও, আমি তোমাদের অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র্যতা ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।

(তিরমিযী : ২৬৫৪; মুসনাদ আহমদ : ৮৬৮১; ইবনে মাজা : ৪১০৭)

নবম আমল : আল্লাহর পথে হিজরত

আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হিজরত তথা স্বদেশ ত্যাগ করলে এর মাধ্যমেও রিযিকে প্রশস্ততা ঘটে। যেমনটি প্রমাণিত হয় নিচের আয়াত থেকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

আর যে আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও স্বচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আন নিসা : আয়াত-১০০)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবী (রা) বলেন, স্বচ্ছলতা অর্থ রিযিকের প্রশস্ততা।

দশম আমল : আল্লাহর পথে জিহাদ করা

একমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে জিহাদেও সম্পদের ব্যপ্তি ঘটে। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাধ্যমে সংসারে প্রাচুর্য আসে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

وَجُعِلَ رِزْقِىْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِىْ ـ

আর আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।'

(মুসনাদ আহমদ : ৫৬৬৭; বায়হাকী; ১১৫৪; শু'আবুল ঈমান : ১৯৭৮৩)

একাদশ আমল : আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়

সাধারণভাবে আল্লাহ্ যে রিযিক ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর স্তুতি গাওয়া। কারণ, শুকরিয়ার ফলে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ـ

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।' (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-০৭)

আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা শুকরিয়ার বদৌলতে নেয়ামত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আর বলাবাহুল্য আল্লাহর বাড়ানোর কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

দ্বাদশ আমল : বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

আজকাল মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও বিলাসের প্রতি আসক্তি এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রচুর অর্থ নেই এ যুক্তিতে প্রয়োজন সত্ত্বেও বিয়ে বিলম্বিত করার পক্ষে রায় দেন। তাদের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে এ কথা যে, বিয়ের মাধ্যমেও মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে। কারণ, সংসারে নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তার জন্য বরাদ্দ রিযিক নিয়ে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সমকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আন-নূর, আয়াত-৩২)

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলতেন, এই ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়কর যে বিয়ের মধ্যে প্রাচুর্য খোঁজে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।

ত্রয়োদশ আমল : অভাবের সময় আল্লাহমুখী এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা

রিযিক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে প্রয়োজন আল্লাহর কাছে দুআ করা। কারণ তিনি প্রার্থনা কবুল করেন। আর আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা এবং তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ .

আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সূরা আল-মু'মিন : আয়াত-৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি তা কবুলের জিম্মাদারি নিয়েছেন। যাবৎ না তা কবুলের পথে কোনো অন্তরায় না হয়। যেমন ওয়াজিব তরক করা, হারাম কাজে জড়ানো, হারাম আহার গ্রহণ বা খারাপ পরিচ্ছদ পরা ইত্যাদি এবং কবুলকে খানিক বিলম্বিতকরণ। আল্লাহর কাছে দুআয় বলা যেতে পারে, হে রিযিকদাতা আমাকে রিযিক দান করুন, আপনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পবিত্র সুপ্রশস্ত রিযিক চাই। হে ওই সত্তা! দানের ঢল সত্ত্বেও যার ভাণ্ডার কমতি হয় না। হে আল্লাহ! আমাকে আপনি আপনার হালাল দিয়ে আপনার হারাম থেকে যথেষ্ট করে দিন আর আপনার দয়া দিয়ে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে যথেষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন তা দিয়েই সন্তুষ্ট বানিয়ে দিন। আর যা আমাকে দিয়েছেন তাতে বরকত দেন।

অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তাঁর কাছেই প্রাচুর্য চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং রিজিক বাড়ানো হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ نَزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ اٰجِلٍ.

যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতপর তা সে মানুষের কাছে সোর্পদ করে (অভাব দূরীকরণে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাকে তরিত বা ধীর রিযিক দেবেন।

(তিরমিযী : ২৮৯৬ : মুসনাদ আহমদ; ৪২১৮)

চতুর্দশ আমল : গুনাহ ত্যাগ, দ্বীনের ওপর অটল এবং নেকীর কাজ করা

গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করা- এসবের মাধ্যমেও রিযিকের রাস্তা প্রশস্ত হয় যেমন পূর্বোক্ত আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা যায়।

তবে সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসিনি। তাই দুনিয়াকে প্রধান্য না দিয়ে উচিত হবে আখিরাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া। আমাদের এহেন অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।

(সূরা আল-আলা : আয়াত-১৬-১৭)

আর পরকালই মুক্তি ও চিরস্থায়ী যার প্রধান লক্ষ্য তার উচিত হবে রিযিকের জন্য হাহাকার না করে অল্পে তুষ্ট হতে চেষ্টা করা। যেমন : হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ -

ওই ব্যক্তি প্রকৃত সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তাকে জীবন ধারণে (অভাবও নয়; বিলাসও নয়) পর্যাপ্ত পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্টও করেছেন।

(মুসলিম : ২৪৭৩; তিরমিযী : ২৩৪৮; আহমদ: ৬৫৭২)

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এসব উপায়-উপকরণ যোগাড় করে রিযিক তথা হালাল উপার্জনে উদ্যোগী ও সফল হবার তাওফীক দান করেন। তিনি যেন আপনাদের রিযিক ও উপার্জনে প্রশস্ততা দান করেন। (আমীন)

২. তাওহীদ

১. তাওহীদের স্বরূপ ও কালেমার পুরস্কার

اَلتَّوْحِيْدُ শব্দের অর্থ : اَلتَّوْحِيْدُ শব্দটি وَحْدٌ বা وَاحِدٌ শব্দ থেকে উৎকলিত। তার অর্থ হলো এক, একক, এমন একক যার শুরুতেও কেউ নেই এবং যার শেষেও কেউ নেই। আর اَلتَّوْحِيْدُ শব্দের অর্থ : একত্ববাদ এক বলে স্বীকার করে নেয়া।

মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطّٰغُوْتَ ـ

অর্থ : অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ প্রদান করে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাগূত বর্জন করো।
(সূরা নাহ্ল : আয়াত-৩৬)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ـ

অর্থ : আমার ইবাদতের জন্যই আমি মানুষ এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি।
(সূরা যারিয়াত : আয়াত-৫৬)

১. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমি এক গাধার পিঠে নবী করীম ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন : হে মু'আয! তুমি কি জান, বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর ওপর বান্দার অধিকার কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক অবহিত। তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার হলো এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই

ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার অধিকার হলো এই যে, তাঁর সাথে যে অংশীদার সাব্যস্ত করে না তাকে শাস্তি দেবেন না। (বুখারী-২৮৫৬; মুসলিম-৩০)

২. উসমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', একথা জানা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ও আহমদ)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৪৭৯)

৪. আনাস ইবনে মালেক হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, "(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করো, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সে ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করো, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান আছে।"

(আহমদ-৩-২৭৬; তিরমিযী-২৫৯৩, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহাইনে)

৫. আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আমার উম্মতের একটি লোককে বেছে নিয়ে তার সামনে নিরানব্বইটি (আমলনামা) রেজিস্টার বিছিয়ে দেবেন, প্রত্যেকটি রেজিস্টার দৃষ্টি বরাবর লম্বা! অত:পর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি লিখিত পাপের কোনো কিছু অস্বীকার করো? আমার আমল সংরক্ষক ফেরেশতা কি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছে? লোকটি বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোনো পেশ করার মতো ওজর আছে অথবা তোমার কি কোনো সওয়াব আছে? লোকটি হতবাক হয়ে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই আমাদের কাছে তোমার একটি সওয়াব আছে।

আর আজ তোমার প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না। অত:পর একটি কর্ম বের করা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহ মীযান (দাঁড়িপাল্লা) আনতে নির্দেশ দেবেন। লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এতগুলো বড় বড়

রেজিস্টারের কাছে এ একটি কালিমার ওজন আর কি হবে? আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতপর রেজিস্টারগুলোকে এক পাল্লায় এবং ঐ কালিমাকে অন্য পাল্লায় দেয়া হবে। দেখা যাবে, রেজিস্টারগুলোর ওজন হাল্কা এবং কালিমার ওজন অত্যধিক ভারী হয়ে গেছে! যেহেতু আল্লাহর নামের চেয়ে অন্য কিছু ভারী নয়। (আহমদ-২-২১৩; তিরমিযী-২৬৩৯; ইবনে মাজাহ-৪৩০০ ও হাকেম-১-৪৬)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, একদা নূহ (আ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদান করে বললেন, "আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু, যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা বেশি ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

(আহমদ-২/১৭০; ত্বাবরানী, বায্যার, মাজমাউয যাওয়াইদ-৪-২১৯)

২. শিরক-এর পরিণাম

শিরক তাওহীদের বিপরীত। তাওহীদ হলো এক আল্লাহকে মেনে নেয়া। আর শিরক হলো আল্লাহর সাথে সম বা আংশিক অংশীদার স্থাপন করা। দুনিয়ার সকলের ধর্মের বিশ্বাসীই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের অনেকেই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সহায়ক বা সাহায্যকারী হিসেবে মনে করে। আর এভাবেই সে মুসলিম থেকে মুশরিক হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেন-

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ : নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম (অন্যায়)। (সূরা লুকমান : আয়াত-১৩)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ج

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا .

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে এক মহাপাপ করে। (সূরা নিসা : আয়াত-৪৮)

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক করার গোনাহ্ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সূরা নিসা : আয়াত-১১৬)

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

অর্থ : তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা যুমার : আয়াত-৬৫)

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

অর্থ : যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করবে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং জাহান্নাম হবে তার বাসস্থান। আর অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা : আয়াত-৭২)

১. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক (শিরক) না করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক (শিরক) করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম–৯৩)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ বলেছেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক। সকলে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের ধনসম্পত্তি ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধনী মু'মিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারী–২৭৬৬; মুসলিম–৮৯; আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, তাঁর নামে, গুণে, আনুগত্যে ভালোবাসায় বা ইবাদতে গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু) শরীক করাকে শিরক বলা হয়। এ শিরক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। তওবা করে না মারা গেলে শিরককারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হতে হবে।

বর্তমান মুসলিম সমাজে মাযার বা কবর পূজা, গায়রুল্লাহকে সিজদাহ করা, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা, কুরবানী করা ইত্যাদি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার নিকটবর্তী না যাওয়া এবং গেলেও তা থেকে তওবা করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

৩. ইবাদতে ইখলাস (একনিষ্ঠতা)

আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ ـ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ : যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, তাহলে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন (জাহান্নাম) ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিস্ফল প্রতিপন্ন হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (সূরা হুদ : আয়াত-১৫-১৬)

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব কোনো বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে হয়, সে ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়। যার হিজরত কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার প্রাপ্যও তাই। যে যে নিয়তে হিজরত করবে সে তাই অর্জন করবে।" (বুখারী–১; মুসলিম–১৯০৭)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কোনো এক জাতির তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হয়। কোনো এক সময়ে তারা কোনো গিরি-গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো রাত্রি কাটানোর জন্য। তখন তারা সেথায় প্রবেশ করল।

আকস্মাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলল। তারা (নিজেরাই একে অপরকে) বলল, এ পাথর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় এই যে, তোমরা নিজের সৎকর্মের উসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাও।

তাঁদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাঁদের পূর্বে নিজের পরিবারের কাউকে অথবা অন্য কাউকেও রাতের দুধপান করতে দিতাম না। একদিন (ছাগলের জন্য) গাছ (পাতার) সন্ধানে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরে এসে দেখি তাঁরা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁদের জন্য রাত্রে দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের পূর্বে আমায় কোনো পরিজন বা অন্য কাউকে তা পান করতে দিতে অপছন্দ করলাম। অত:পর তাঁদের শিয়রে হাতে দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের জাগরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এভাবে ফজর হয়ে গেল। (কোনো কোনো বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন,) আর আমার পদতলে আমার শিশু ছেলেমেয়েরা (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। অতপর তাঁরা জেগে উঠলেন এবং তাঁদের সেই নৈশ দুধ পান করালাম।

হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে এ পাথরের ফলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো।

(এ দোয়া করার পর) পাথরটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গেল এবং তাতে আকাশ নজরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন, সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। একদা আমি তাকে আমার নিকট তার দেহ সমর্পণের আবেদন জানালাম। কিন্তু সে তাতে সম্মত হলো না। অতপর কোনো বছরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার নিকট (সাহায্য নিতে) এল। আমি তাকে এ শর্তে একশত দীনার দিলাম, যাতে সে আমার নিকট তার দেহ সমর্পণে অস্বীকার না করে। সে তাই করল। অতপর আমি যখন তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর বিনা অধিকারে (বিবাহ ব্যতীত) সীল (কৌমার্য) নষ্ট করা আমি তোমার জন্য বৈধ মনে করি না। তা শুনে আমি তার সাথে যৌনমিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। অতপর তাকে ছেড়ে আমি চলে এলাম; অথচ সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা। আর যে স্বর্ণমুদ্রা ওকে দিয়েছিলাম তাও বর্জন করলাম।

হে আল্লাহ! যদি এ কাজ আমি তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা দূর করে দাও।

এতে পাথরটি আরো কিছুটা সরে গেল। তবে এতেও তারা বের হতে পারল না।

তৃতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমি কতকগুলো শ্রমিক কাজে নিয়োজিত করেছিলাম, তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আমি যথাযথভাবে প্রদান করেছি। কেবলমাত্র একজন তার পারিশ্রমিক ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আমি তার প্রাপ্য অর্থ বিনিয়োগ (ব্যবসায়) করলাম। সেই অর্থ থেকে বহু অর্থ ও মাল সঞ্চিত হলো। কিছুকাল পরে যখন সে এসে আমাকে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক পরিশোধ করুন। তখন আমি বললাম, এ উট, গরু, ছাগল, ভেঁড়া, দাস যা কিছু দেখছ সবই তোমার সেই পারিশ্রমিক। সে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমাকে ব্যঙ্গ করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ব্যঙ্গ করিনি। এ কথা শুনামাত্র সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল এবং সে কোন কিছুই সে ছেড়ে গেল না।

আমি বললাম হে আল্লাহ! একাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে আমরা যে বিপদে বিপদাপন্ন হয়েছি তা থেকে রক্ষা করুন।

এতে পাথরখানা সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারা সেখান হতে বের হয়ে চলতে লাগল। (বুখারী–২২৭২; মুসলিম–২৭৪৩)

৩. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কী, যে পারিশ্রমিক ও খ্যাতি লাভের আশায় যুদ্ধ করে? তার প্রাপ্য কী?

উত্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তার কিছুই প্রাপ্য নেই। লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। রাসূলে করীম ﷺ প্রত্যেকবারেই উত্তর দিলেন, তার কিছুই প্রাপ্য নেই। অতপর তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সেই আমলই গ্রহণ করবেন যা তাঁর জন্য বিশুদ্ধ এবং যার দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়ে থাকে। (এবং যাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে না)।

(আবু দাউদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব-৬)

৪. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আসে সে সকল (পার্থিব বিষয়ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়।

(ত্বাবরানী, সহীহ তারগীব–৭)

৫. আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন- আল্লাহ্ আয্যা অজাল্লা (ফিরিশতার উদ্দেশ্যে) বলেন, আমার বান্দা যখন কোনো অসৎকর্ম করার ইচ্ছাপোষণ করে তখন তা কর্মে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমলনামায় (পাপরূপে) লিপিবদ্ধ কর না। যদি সে কাজে পরিণত করে তাহলে তার আমলনামায় অনুরূপ লিপিবদ্ধ কর। আর আমার ভয়ে যদি সে তা ত্যাগ করে থাকে তাহলে তার জন্য একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ কর। যদি সে কোনো সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করে তবুও তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তবে তার জন্য দশ থেকে সাতশত পুণ্য লিপিবদ্ধ কর!"

(বুখারী–৭৫০১; মুসলিম–১২৮; হাদীসের শব্দবিন্যাস বুখারীর)

৬. মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ একদা (গৃহ হতে) বের হয়ে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা গোপন শিরক হতে সাবধান হও। সকলে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গোপন শিরক কী? তিনি বললেন, মানুষ সালাত পড়তে দাঁড়িয়ে তার সালাতকে সুশোভিত করে (সুন্দর করে পড়ে) এ কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে তাই। এটাই (লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সালাত পড়া) হলো গোপন শিরক।" (ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব–২৮)

৪. ইবাদতে লোকপ্রদর্শন শিরক

১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ তাকে তাঁর দেয়া নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তাঁর (পৃথিবীতে) দেয়া সকল নি'আমত স্মরণ করবে। অতপর আল্লাহ্ বলবেন, ঐ সকল নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ? সে বলবে আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে। অতপর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে। তাঁরা তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে নিজে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে।

আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতপর আল্লাহ্ বলবেন, এ সকল নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ? সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং আমল করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছ যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এ উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে। তাঁরা তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ্ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেয়া সমস্ত নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতপর আল্লাহ্ প্রশ্ন করবেন, তুমি ঐ সকল নি'আমতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ? সে বলবে, যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনোটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলাও হয়েছে। অতপর ফেরেশতাদের হুকুম করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম-১৯০৫, নাসাঈ)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ্ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

(ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব-২৩)

৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক? আমরা বললাম, অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, গোপন শিরক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি সালাত পড়তে দাঁড়ায়। অতপর অন্য কেউ তার সালাত পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার সালাতকে আরো অধিক সুন্দর করে আদায় করে। (ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, সহীহ তারগীব-২৭)

একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যেক আমল ও ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত হলো দুটি; ইখলাস ও রাসূলে করীম ﷺ প্রদর্শিত পদ্ধতি। এ দুই শর্ত পূরণ ছাড়া আমল হয় শিরক, না হয় বিদআত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, লোকের কাছে সুনাম নেয়ার জন্য কোনো ইবাদত করা অথবা লোকের ভয়ে কোনো ইবাদত ত্যাগ করা রিয়া বা ছোট শিরক। সুতরাং এসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন একান্ত জরুরি।

৫. সৎ কাজের নিয়ত করার গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, **আল্লাহ তা'আলা গুনাহ ও সওয়াব লিখে দিয়েছেন। অতপর তার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সওয়াবের কাজ করার সংকল্প করে তা করতে না পারে, আল্লাহ্ তার জন্য পুরো একটি সওয়াবই লিপিবদ্ধ করে দেন। সংকল্প করার পর তা কর্মে পরিণত করলে ১০ থেকে ৭০০ বরং অনেক অনেক গুণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো গুনাহর কাজ করার সংকল্প করে তা না করে, আল্লাহ্ তার জন্য পুরো একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেন। আর গোনাহর সংকল্প করার পর কেউ তা কর্মে পরিণত করলে একটি গুনাহ-ই লিখে থাকেন।** (বুখারী–৬৪৯১, মুসলিম–১৩১)

৬. কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার মর্যাদা

কুরআনের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার অর্থ হচ্ছে– রাসূলের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

অর্থ : বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত: আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

অর্থ : আপোসে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য যখন মু'মিনদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে যে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই হবে সফলকাম।

(সূরা নূর : আয়াত-৫১)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রাসূল ﷺ লোকদের মাঝে খুতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এ মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এছাড়া তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা করো তাতে তার আনুগত্য করা হবে- এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাক, তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হলো- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)। (হাকেম, সহীহ তারগীব–৩৬)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী, এর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে তাকে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে তাকে বর্জন করবে অথবা তার থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে তাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (বায্যার হাদীসটিকে মওকুফ; সাহাবীর নিজস্ব উক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব-৩৯। অবশ্য তিনি জাবের (রা) কর্তৃক উক্ত হাদীসটিকেই মারফু (রাসূল ﷺ-এর উক্তি) রূপে বর্ণনা করেছেন।

(সহীহ তারগীব–৩০-৪০)

৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনি বিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী–২৬৯৭; মুসলিম–১৭১৮)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করে; যাতে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম-১৭১৮)

৪. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত : রাসূলে করীম ﷺ বলেন, আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে সে নয় যে (জান্নাতে প্রবেশ) অস্বীকার করবে। বলা হলো, 'অস্বীকার আবার কে করবে হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই আসলে (জান্নাতে প্রবেশ) অস্বীকার করবে। (বুখারী-৭২৮০)

৭. কুরআন-সুন্নাহ্ পরিত্যাগ এবং বিদআত ও প্রবৃত্তিপূজা

একজন প্রকৃত মু'মিন কখনও কুরআন-সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারে না। আর কুরআন সুন্নাহ'র অনুসারী কখনও বিদআত ও প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহ বর্জনকারী এবং বিদআত ও প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত ব্যক্তির পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ ج وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ج اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থ : অতপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

(সূরা কাসাস : আয়াত-৫০)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন–

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

অর্থ : কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পণ না করে, অতপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা : আয়াত-৬৫)

অন্যস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا .

অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

অর্থ : সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা নূর : আয়াত-৬৩)

১. মুআবিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, শোনো! তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিল তারা ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরকায় (দলে), এদের মধ্যে ৭২টি ফিরকা (দল) হবে জাহান্নামী আর একটি মাত্র জান্নাতী। আর ঐ ফিরকাটি হলো (আহলে) জামাআত।

(আহমদ, আবু দাউদ)

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, ঐ দলটি হলো সেই লোকদের, যারা আমার এবং আমার সাহাবায়ে কিরামের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (তিরমিযী, সহীহ তারগীব-৪৮)

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আর ধ্বংসকারী কর্মসমূহ হলো; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং নিজের মনে গর্ব অনুভব করা।

(বাযযার, বাইহাকী, সহীহ তারগীব– ৫০)

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতকারীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে। (ত্বাবরানী, সহীহ তারগীব- ৫১)

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নাত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (ইবনে হিব্বান, আহমদ, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব–৫৩)

৫. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (তরীকা) থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।" (বুখারী–৫০৬৩; মুসলিম–১৪০১)

৬. ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) ওপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতোই। ধ্বংসোম্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না। (ইবনে আবী আসেম, আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব–৫৬)

৭. ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রা) বলেন, (একদা) আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষুতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন। তিনি বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্ ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (নেতা)-এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি। যদিও বা তোমাদের আমীর একজন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর। তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনোও মতের দিকে আকৃষ্ট হইও না এবং (দ্বীনে) উদ্ভাবিত কর্মসমূহ হতে সাবধান। কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হলো ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ–৪৪৪৩, তিরমিযী–২৮১৫, ইবনে মাজাহ–৪২) আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।"

৮. সৎকর্ম প্রবর্তন বা প্রচলন করার সাওয়াব

১. জারীর (রা) হতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো ভালো রীতি (কর্ম) প্রবর্তন করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতি (কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।" (মুসলিম–১০১৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

২. ওয়াসিলাহ ইবনে আসকা' হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো ভালো রীতি প্রবর্তন করে তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব রয়েছে, যতদিন সে রীতির ওপর আমল হতে থাকবে, তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরেও যতক্ষণ না তা বর্জিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ রীতির প্রচলন করে তার জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাপ, যতক্ষণ না সে রীতি (কর্ম) বর্জন করা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষাবাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে। (ত্বাবারানী কাবীর, তারগীব ৬২)

৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ কল্যাণসমূহের রয়েছে বহু ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারগুলোর জন্য রয়েছে একাধিক চাবি। সুতরাং শুভসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ্ তায়ালা কল্যাণের (দরজা খোলার) চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন। আর ধ্বংস সে বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ্ অকল্যাণের চাবিকাঠি ও মঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব–৬৩)

৯. নিকৃষ্ট কাজের সূচনা করার ভয়াবহ পরিণাম

১. জারীর (রা) থেকে মুযার গোত্রের দারিদ্র্যের কাহিনীতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো রীতি (কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতি (কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদেরও সমপরিমাণ পাপ যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না। (মুসলিম–১০১৭, নাসাঈ, তিরমিযী)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যখনই একটি জীবন অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে তখনই সে পাপের একটি অংশ আদমের প্রথম পুত্র (কাবিলের) ঘাড়ে বর্তাবে। কারণ, সে-ই (পৃথিবীতে) প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটিয়েছে।

(বুখারী–৩৩৩৫, মুসলিম–১৬৭৭, তিরমিযী)

১০. দ্বীন ও কল্যাণের দিকে আহ্বানের গুরুত্ব

মুসলমানের কাজ হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে, কল্যাণের দিকে আহ্বান করা। যারা মানুষকে সৎকাজের দিকে, কল্যাণের দিকে আহ্বান করে মহান সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের সে সব আহ্বানকে উৎকৃষ্ট কথা বলে অভিহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ : তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে আমি একজন (আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম? (সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৩৩)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থ : বল, এটিই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহবান করি। আল্লাহ মহিমান্বিত। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০৮)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجٰدِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ج اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থ : তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে তর্ক-আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যে সৎ পথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবগত। (সূরা নাহল : আয়াত-১২৫)

অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন–

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অর্থ : তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(সূরা ক্বাসাস : আয়াত-৮৭)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তিনি বললেন, আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি তোমাকে দান করব। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও। সে ঐ লোকটির নিকট গেল। লোকটি তাকে দান করল। এ দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (ইবনে হিব্বান)

বায্যার উক্ত হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলো এরূপ : "কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশক কল্যাণ সম্পাদনকারীরই অনুরূপ।"

(সহীহ্ তারগীব–১১১)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহ্বান করে সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গুনাহ্ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।" (মুসলিম–২৬৭৪)

৩. সাহল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন আলী ইবনে আবু তালেবকে বলেছিলেন, তুমি ধীর–স্থিরভাবে রওয়ানা দিয়ে তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হও। অতপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো এবং ইসলামে তাদের উপর মহান আল্লাহর কি কি অধিকার এসে বর্তাবে তা তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটনী (তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু) অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী–৩৭০১, মুসলিম–২৪০৬)

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ্র রাসূল ﷺ যখন মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামেন প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, যারা আহলে কিতাব। সুতরাং তোমার প্রথম দাওয়াত (আহ্বান) হবে তাওহীদের দিকে। (আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল–এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি।) অতপর এ কথা যদি (যখন) তারা জেনে ও মেনে নেয়, তাহলে (তখন) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ দিবারাত্রে তাদের ওপর ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতপর তারা একথা মেনে নিলে (৫ ওয়াক্ত সালাত পড়তে শুরু করলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তাদের মালের ওপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে। অত:পর তারা তা মেনে নিলে (যাকাতে) তাদের সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে দূরে থেক। আর মযলুম মানুষের দোয়া থেকে সাবধান থেক। কারণ, সেই দু'আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোনো অন্তরাল থাকে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বীনের দাওয়াত দেয়াতেও আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে শরীয়তের। আর দায়ীকে অবলম্বন করতে হবে নানা গুণাবলি। তবেই দাওয়াতের কাজ সফলকাম ও ফলপ্রসূ হবে।

দাওয়াতের কাজে আমাদের পথিকৃৎ ও আদর্শ হলেন মহানবী ﷺ। পরবর্তী কোনো বুযুর্গ বা নেতা নয়। অতএব আমাদের দাওয়াত ফাযায়েল বা ফযীলত দিয়ে শুরু হওয়া উচিত নয়; বরং শুরু হওয়া উচিত তাওহীদ দিয়ে। আমাদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, তাওহীদ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা। পদ্ধতি হওয়া উচিত, অতিরঞ্জন ও ঢিলেমির মধ্যবর্তীপন্থা।

দায়ীকে যে সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া দরকার, তার মধ্যে প্রধান প্রধান গুণাবলি হলো–

১. ইখলাস (আন্তরিকতা), ২. কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান-বিদ্যা,

৩. প্রতিদান ও সাওয়াবের আশা, ৪. আমল-তাকওয়া ও সততা সম্বলিত,

৫. সত্যবাদিতা ৬. আমানতদারী, ৭. লজ্জাশীলতা,

৮. ভদ্রতা, ৯. গাম্ভীর্য, ১০. প্রগল্ভতাহীনতা,

১১. দানশীলতা, ১২. নির্লোভ, ১৩. উদর পরায়ণতাহীনতা,

১৪. ধৈর্যশীলতা, ১৫. ক্ষমাশীলতা, ১৬. সহনশীলতা,

১৭. নম্রতা, ১৮. দয়ার্দ্রতা, ১৯. বিনয়, (আত্মপ্রশংসা ও গর্বহীনতা),

২০. স্মিতমুখ, ২১. ইনসাফ, ২২. সুভাষিতা, (কর্কশহীনতা)

২৩. হিকমত, ২৪. আশাবাদিতা, ২৫. সাধনা,

২৬. হিম্মত, ২৭. দৃঢ় সংকল্প, ২৮. আবেগময় বক্তৃতা,

২৯. সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্যক্ পরিচিতি, ৩০. সাধনা,

৩১. আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে গায়রত, ৩২. বিশ্বজনমতের প্রবণতা

৩৩. ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার সম্যক জ্ঞান,

৩৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই বিদ্বেষ পোষণ,

৩৫. পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক জরুরি বিষয় দিয়ে দাওয়াত শুরু করা, আগে সংশোধন, তারপর বীজবপন ও সংগঠন, দাওয়াতের বিভিন্ন অসীলা ও উপায় প্রয়োজনমতো ব্যবহার ইত্যাদি।

১১. জ্ঞানী ও জ্ঞান (শরয়ী) অন্বেষণকারীর মর্যাদা

জ্ঞানী আর অজ্ঞ লোক কখনও সমান হতে পারে না। যারা জ্ঞানী স্বভাবতই তারা আল্লাহকে বেশি ভয় করে। আর আল্লাহকে ভয় করাই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। মহান আল্লাহর নিকট ঈমানদার আলেম এবং জাহেল (অজ্ঞ) ঈমানদারের মর্যাদা সমান নয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নিত করবেন।" (সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-১১)

১. মুআবিআহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করে থাকেন।

(বুখারী- ৭১, মুসলিম- ১০৩৭, ইবনে মাজাহ)

২. হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বলেছেন, ইলমের (শরয়ী জ্ঞানের) মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হলো সংযমশীলতা। (পরহেযগারী; অর্থাৎ সর্বপ্রকার অবৈধ, সন্দিগ্ধ ও ঘৃণিত আচরণ, কর্ম ও বস্তু থেকে নিজেকে সংযত রাখা।)

(তাবারানী আওসাত বাযযার, সহীহ তারগীব- ৬৫)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব কোনো একটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেবে, আল্লাহ্ তার বিনিময়ে কিয়ামতে সেই ব্যক্তির একটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ্ ইহ-পরকালে তার ত্রুটি গোপন করে নিবেন। যে ব্যক্তি কোনো দুঃস্থ (ঋণগ্রস্ত)-কে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেবে, আল্লাহ্ ই-পরকালে তার কষ্ট লাঘব করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে চলে যাতে সে ইলম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। যখনই কোনো একদল মানুষ আল্লাহর গৃহসমূহের কোনো এক গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং আপোসে তা অধ্যয়ন করে তখনই ফেরেশতাবর্গ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নেন, তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের কথা আল্লাহ্ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাবর্গের মধ্যে আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।"

(মুসলিম-২৬৯৯, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

৪. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইলম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। নি:সন্দেহে ফেরেশতাবর্গ ইল্‌ম অনুসন্ধানীর ঐ কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেমের জন্য আকাশবাসী সকলে এবং পৃথিবীর অধিবাসী এমন কি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা

আলেমের উচ্চ মর্যাদা ঠিক তেমনি যেমন সমগ্র তারকারাজি অপেক্ষা চন্দ্রের (মর্যাদা)। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোনো দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন না কোনো দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পরিপূর্ণ অংশই গ্রহণ করল। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব-৬৭)

৫. সফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম। তিনি মসজিদে তাঁর এক লাল রঙের চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইল্‌ম অন্বেষণ করতে এসেছি। আমার একথা শুনে তিনি বললেন, ইল্‌ম অন্বেষী (দ্বীন শিক্ষার্থী)-কে আমি স্বাগত জানাই। অবশ্যই ইল্‌ম অন্বেষণকারীকে ফেরেশতাগণ তাঁদের বক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নেন। অতপর একে অন্যের উপর আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছে যান। এতদ্বারা তাঁরা তার ঐ ইল্‌ম অন্বেষণের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন। (হাকেম, ইবনে মাজাহ (ভিন্ন শব্দে), সহীহ তারগীব- ৬৮)

৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর জিক্‌র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়। (তিরমিযী, সহীহ তারগীব-৭০)

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জারিয়াহ (চলমান সৎকর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে থাকে।' (মুসলিম- ১৬৩১)

৮. সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ইল্‌ম শিক্ষা দেয় তার জন্য রয়েছে সে ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব, যে সে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। এতে আমলকারীরও সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস হবে না।" (সহীহ তারগীব-৭৬)

৯. আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়; একজন আবেদ, অপরজন আলেম।

তিনি বললেন, আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোনো নিম্নমানের ব্যক্তির ওপর আমার মর্যাদা রয়েছে। অতপর তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপিলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎ শিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দু'আ করে থাকে।' (তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ৭৭)

* এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইল্ম শিক্ষা করা একটি মহান ইবাদত। ইল্মহীন ইবাদত বিদআত হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় ইল্ম হলো আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে ইল্ম, তাওহীদের ইল্ম, হালাল ও হারামের ইল্ম। যেহেতু যে ইল্ম ছাড়া ফরয আদায় হওয়া এবং হারাম থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়, সে ইল্ম শিক্ষা করাই ফরয। আর তারই আছে অনেক অনেক মাহাত্ম্য ও মর্যাদা।

১২. হাদীস বর্ণনা ও ইল্ম প্রচার করার মর্যাদা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু শ্রবণ করে তা অন্যের নিকট ঠিক সে ভাবেই পৌছে দেয়, যেভাবে সে শ্রবণ করেছিল। কেননা যাদের কাছে (হাদীস) পৌছানো হয় তাদের কেউ কেউ এমনও আছে, যে ঐ শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান ও সমঝদার।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-৮৩)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, মু'মিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হলো, সে ইল্ম যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সাদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে। এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।

(ইবনে মাজাহ্ বায়হাকী, ইবনে খুজাইমাহ (ভিন্ন শব্দে), সহীহ তারগীব-১০৭)

১৩. আল্লাহ-রাসূল ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপের পরিণাম যে ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য। এরকম ব্যক্তির একমাত্র আবাসস্থল হলো জাহান্নাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَّقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى -

অর্থ : মূসা বলল, দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে ব্যর্থ হয়। (সূরা ত্বাহা : আয়াত-৬১)

অন্যত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ -

অর্থ : যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? (সূরা যুমার : আয়াত-৬০)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল। (বুখারী–১১০, মুসলিম–৩)

২. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে কোনো হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে বিশ্বাস করে যে, তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)

১৪. ধর্মীয় নেতার আদেশ অমান্য করার পরিণাম

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী চলতে গিয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর শেখানো পথে চলতে হবে। এজন্য জামায়াতবদ্ধ জীবন-যাপনে নেতার ভালো কাজের আদেশকেও মেনে চলতে হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগত হও আল্লাহর, অনুগত হও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (উলামা ও শাসকদের) অনুগত হও। (সূরা নিসা : আয়াত-৫৯)

১. উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।

(আহমদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব– ৯৫)

১৫. দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা

ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। অন্য কোনো লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে পরকালীন স্বার্থ হাসিলের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। ইলম শিক্ষা হতে হবে ইলম অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করা এবং আল্লাহকে রাজী-খুশি করার উদ্দেশ্যে। অন্য কোনো চিন্তা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে সেটা ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হতে ব্যাহত হতে পারে।

এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বাণী নিম্নরূপ–

১. আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো ইল্‌ম অনুসন্ধান করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, ঐ ইল্‌ম যদি কোনো পার্থিব বিষয় লাভের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা করে থাকে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব–৯৯)

২. কা'ব ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উলামাদের সাথে তর্ক করার জন্য, অথবা মূর্খ লোকদের সাথে বির্তক করার জন্য এবং জনসাধারণের সমর্থন (অর্থ) কুড়াবার জন্য ইল্‌ম অন্বেষণ করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়া, হাকেম, বাইহাকী, সহীহ তারগীব–১০০)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা উলামাগণের সাথে তর্ক-বাহাস করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করো না, ইল্‌ম দ্বারা মূর্খ লোকদের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডা করো না এবং তদ্বারা আসন, পদ বা নেতৃত্ব লাভের আশা করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা করে থাকে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব-১০১)

১৬. ইল্‌ম গোপন করার পরিণতি

ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর ইলম অর্জন করার পর সেটা কুক্ষিগত করে না রেখে তা বিলিয়ে দেয়াও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। যারা ইলম গোপন করে কারো ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয় অথবা যার ইলম গোপন করার কারণে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

ইলম গোপন করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ ـ

অর্থ : আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, তা মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫৯)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ـ

অর্থ : আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে, (জাহান্নামের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১৭৪-১৭৫)

১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ইল্‌ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের একটি লাগাম পরানো হবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ, ইবন হিব্বান, বায়হাকী, হাকেম)

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আবু হুরায়রা (রা)) বলেন, যে ব্যক্তি তার সংরক্ষিত (জানা) ইল্‌ম গোপন করবে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মুখে আগুনের লাগাম দেয়া অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। (সহীহ তারগীব-১১৫)

* এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তের (সর্বসাধারণের জানা যাবে না) গোপনীয় বা বাতেনী ইল্‌ম বলে কোনো ইল্‌ম নেই।

ইলমে যাহেরী শরীয়ত ও ইবাদতের ইল্‌ম এবং ইল্‌মে বাতেনী শরীয়ত ও ইবাদতের হিকমত বা যুক্তি জানাকে বলা যায়। এ ছাড়া মুসলিমের জন্য এমন কোনো বাতেনী (গোপনীয়) ইল্‌ম নেই, যাতে তার মঙ্গল থাকতে পারে। (বরং প্রচলিত অধিকাংশ বাতেনী ইল্‌ম গোমরাহীর কারণ।) যারা শরীয়তের অনুসারীদেরকে ভাসমান কচুরি পাতার সাথে তুলনা করে, তারাই আসলে পানিতে ডুবে সর্বনাশাগ্রস্ত। সালফে সালেহীনের কলবে কলবে কোনো গোপনীয় ইলম ছিল না, যা ছিল তা প্রচার করে গেছেন। যেহেতু ইল্‌ম বাতেন বা গোপন করা অবৈধ ও হারাম।

১৭. ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করার পরিণতি

ইলমের দাবি হচ্ছে- আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে। এর মধ্যেই ইলম শিক্ষার স্বার্থকতা লুকায়িত। অন্যদিকে ইলম বিতরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকায় বক্তাকে বা দায়ীকে অবশ্যই আমলদার হতে হবে। কেননা একজন বে আমল দায়ী'র চেয়ে আমলদার দায়ী'র দাওয়াত বেশি কার্যকর। এছাড়া পবিত্র কুরআন এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীসে ইলম অনুযায়ী আমল না করার ব্যাপারে ধমকী রয়েছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা যা নিজে কর না তা তোমরা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা নিজে কর না তা তোমাদের বলা আল্লাহ্র নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ : আয়াত ২-৩)

১. উসামাহ্ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভূঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারপাশে সেরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে জাহান্নামবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না? সে বলবে, (হ্যাঁ) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম। (বুখারী- ৩২৬৭, মুসলিম- ২৯৮৯)

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল! ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না, তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।' (আহমদ- ৩/১২০, ইবনে হিব্বান, সহীহ্ তারগীব- ১২০)

৩. আবু বারযাহ্ আসলামী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তার আয়ু প্রসঙ্গে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে আয়ু কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্ম প্রসঙ্গে কৈফিয়ত তলব করা হবে যে, সে তাতে কতটুকু আমল করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কোন্ উপায়ে উপার্জন করেছে? এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে? আর তার দেহ বিষয়ে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে?" (তিরমিযী, সহীহ্ তারগীব- ১২১)

১৮. ইল্‌ম ও কুরআন শিক্ষা করে গর্ব করার পরিণাম

ইলম অর্জনকারী তথা আলেমদেরকে সবচেয়ে মুত্তাকী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে গর্ব অহংকারকে বলা হয়েছে মুত্তাকীদের পতনের সিঁড়ি। তাই একজন ইলম অর্জনকারী আলেমের মধ্যে গর্ব-অহংকার থাকা তার ইলমের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর।

ইলম নিয়ে গর্ব অহংকারের পরিণাম সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, ইসলাম বিজয় লাভ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বণিকদল সমুদ্রে বাণিজ্য-সফর করবে। এমন কি অশ্বদল আল্লাহর পথে (জিহাদে) অবতরণ করবে। অতপর এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে; যারা কুরআন পাঠ করবে (দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করে ক্বারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, আমাদের চেয়ে ভালো ক্বারী আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ্ (দ্বীনবিষয়ক পণ্ডিত) আর কে আছে? অতপর নবী করীম ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে? সকলে বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই মধ্য থেকে এ উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন। (ত্বাবারানীর আউসাত, বায্‌যার, সহীহ তারগীব-১৩০)

১৯. অনর্থক তর্ক ও মিথ্যা ত্যাগের ফযীলত

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে এক গৃহ্ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে এক গৃহ্ নির্মাণ করা হয়।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব- ১৩৩)

২. মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি জান্নাতের পার্শ্বদেশে, একটি জান্নাতের মধ্যভাগে এবং অপর আর একটি জান্নাতের উপরিভাগে গৃহের জামিন হচ্ছি; যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসচ্ছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে। (বায্‌যার, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব-১৩৪)

২০. তর্ক-বাহাস ও কলহ-বিবাদ করার পরিণাম

কলহপ্রিয় যারা তারা কখনই আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রিয় পাত্র হতে পারে না। কুরআন-হাদীস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা একেবারেই অনুচিত। কেননা কোনো দ্বীনী বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে কুফরী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের বাণী–

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ-এর (হুজরার) দরজার নিকট বসে (কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করছিলাম, পরস্পর এক একজন একটি আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ এমতাবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, যেন তাঁর চেহারায় বেদানার ছায়া নেমে উঠেছে। (রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।) অতপর তিনি বললেন, আরে! তোমরা কি এ করার জন্য প্রেরিত হয়েছ? তোমরা কি এ করতে আদিষ্ট হয়েছ? তোমরা আমার পরে পুনরায় এমন কুফরী অবস্থায় ফিরে যেও না, যাতে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু কর। (তাবরানী, সহীহ তারগীব-১৩৫)

২. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, হেদায়াত প্রাপ্তির পর যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে সে জাতির মধ্যেই কলহ-প্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন–

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ -

অর্থ : তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ পেশ করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত: তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (সূরা যুখরূফ : আয়াত ৫৮)

৩. আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হলো কঠিন ঝগড়াটে ও হুজ্জতকারী ব্যক্তি। (বুখারী- ২৪৫৭, মুসলিম- ২৬৬৮)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী। (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-১৩৮)

২১. সময়ের প্রতি গুরুত্বারোপ

সময় অমূল্য সম্পদ। এটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি আখেরাতের জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য। প্রবাদে বলা হয়– সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

১. বুকাইর ইবনে ফিরোয হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গভীর রাতকে ভয় করে সে ব্যক্তি যেন সন্ধ্যা রাতেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাতে চলতে শুরু করে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত। (তিরমিযী-১৯৯৩)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, দু'টি নিয়ামত এমন আছে; যার ব্যাপারে বহু মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। আর সে দু'টি নিয়ামত হলো সুস্থতা ও অবসর।(বুখারী- ৬৪১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ব্যয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে? (তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ- ৯৪৬)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গণীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে তোমার ধনাঢ্যতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে। (হাকেম-৪/৩০৬, আহমদ, সহীহু জামে-১০৭)

৩. পবিত্রতা

১.পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

পবিত্রতা হলো ঈমানের অঙ্গ। কিছু কিছু কাজকে রাসূলে করীম ﷺ প্রকৃতিগত সুন্নাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন– দাঁতন করা, নাকে পানি নেয়া (নাক পরিষ্কার করা), নখ কাটা, বগলের লোম তুলে পরিষ্কার করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা ইত্যাদি। পবিত্র থাকলে দেহ-মন ভালো ও সুস্থ থাকে।

পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের বাণী–

১. আবু মালেক আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা হলো অর্ধ ঈমান। (আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহু জামে- ৩৯৫৭)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রকৃতিগত সুন্নাত হলো ১০টি। যথা– মোছ ছাঁটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁত মাজা, নাকে পানি নেয়া (নাক পরিষ্কার করা), নখ কাটা, আঙ্গুল ধোয়া, বগলের লোম তুলে পরিষ্কার করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা এবং কুলি করা। (মুসলিম-২৬১)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "পাঁচটি কাজ হলো প্রকৃতিগত সুন্নত; খতনা করা, গুপ্তাঙ্গের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং মোছ ছেঁটে ফেলা।" (বুখারী-৫৮৮৯, মুসলিম-২৫৭)

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে. যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে না রাখি।

(মুসলিম-২৫৮)

৫. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার মোছ ছাঁটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

(তিরমিযী- ২৭৬২, সহীহুল জামে- ৬৫৩৩)

২. কেবলার দিকে মুখ বা পশ্চাৎ করে ইস্তিঞ্জা না করা

১. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পায়খানা করার সময়ে তোমরা কিবলাকে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ করে বসো না। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসো। (বুখারী, ১৪৪ মুসলিম- ২৬৪)

বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশে কিবলার দিক পশ্চিমে। অতএব আমাদেরকে উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসতে হবে।

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কেবলামুখী অথবা কেবলাকে পিছন করে না বসে, তার জন্য এর দরুণ একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গুনাহ মোচন করে দেয়া হয়। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ১৪৫)

৩. রাস্তা-ঘাটে ও ছায়ায় প্রস্রাব-পায়খানা না করা

যার কোনো কাজে বা ব্যবহারে কোনো মানুষ কষ্ট পায় তার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। রাস্তা-ঘাটে, গাছের ছায়ায় যেখানে মানুষ সাধারণভাবে বিচরণ করে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে অবশ্যই অন্যের কষ্ট হবে। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে আমরা একটু সচেতন হলেই এ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।

রাস্তা-ঘাটে ও ছায়ায় প্রস্রাব-পায়খানা করার পরিণাম সম্পর্কে হাদীস নিম্নরূপ :

১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, তোমরা দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বেঁচে থাক। লোকেরা বলল, দুই অভিশাপ আনয়নকারী কাজ কী, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, লোকদের চলাচলের রাস্তায় ও ছায়াতে প্রস্রাব-পায়খানা করা। (মুসলিম- ২৬৯, আবু দাউদ- ২৫)

২. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বেঁচে থাক, আর তা হলো ঘাটে, মাঝ–রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা। (আবু দাউদ, সহীহ তারগীব- ১৪১)

৩. হুযায়ফাহ ইবনে আসীদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তির ওপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়। (ত্বাবারানী কারীর, সহীহ তারগীব- ১৪৩)

* উল্লেখ্য যে, প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার সময় ডান হাত ব্যবহার বৈধ নয়। ঢিলা ব্যবহার করলে তিন বা তিনের বেশি বেজোড় ব্যবহার বিধেয় এবং হাড় বা শুকনো গোবর ব্যবহার বৈধ নয়।

৪. প্রস্রাব থেকে অসতর্ক থাকার পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোনো কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গুনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হতো না....। (বুখারী, ২১৮, মুসলিম–২৯২)

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এ প্রস্রাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে। (দারাকুত্বনী, সহীহ্ তারগীব-১৫১)

৩. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের (ছিটা গায়ে লাগার) কারণে হবে।

(আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ্ তারগীব- ১৫৩)

৫. গোসলখানায় যাওয়ার নিয়ম

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে লোক সকল! অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই এমন (ভোজনের) দস্তরখানে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন সাধারণ গোসলখানায় বিবস্ত্র হয়ে প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।" (আহমদ, সহীহ্ তারগীব-১৬০)

২. উম্মে দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী করীম (স)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে? হে উম্মে দারদা!" আমি বললাম, গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে কোনও মহিলা তার কোনো মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।"

(আহমদ, তাবারানীর কাবীর, সহীহ্ তারগীব-১৬২)

* বলা বাহুল্য ফাঁকা পুকুর বা নদী ও সমুদ্র ঘাটে মহিলাদের খোলামেলাভাবে গোসল করা হারাম, তথা বাড়িতে খাস গোসলখানা তৈরি করা ওয়াজেব।

৬. বিনা ওজরে ফরয গোসল করতে বিলম্ব না করা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল ﷺ বলেছেন, (রহমতের) ফেরেশতাগণ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি"।

(বায্যার, সহীহ তারগীব- ১৬৭)

* খালূক জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য এক প্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

নাপাক ব্যক্তি বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী-সহবাসের পর সাধারণত: ফরয গোসল ত্যাগ করে। এমন ব্যক্তির দ্বীনদারী যে কম এবং অন্তরে যে নোংরা তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সালাত নষ্ট না করে কিছু সময়ের জন্য গোসল না করে অবস্থান করা দূষণীয় নয়। যেমন রাসূলে করীম ﷺ সহবাসজনিত নাপাকীর পর ঘুমাতেন। অতপর শেষরাত্রে গোসল করতেন। (আবু দাউদ- ২২৩)

৭. দাঁত পরিষ্কার করার উপকারীতা

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দাঁত পরিষ্কার করাতে রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।

(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব- ২০২)

২. আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি দাঁতন আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'বান্দা যখন সালাত পড়তে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফেরেশতা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফেরেশতার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" (বাযযার, সহীহ তারগীব–২১০)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) উযুর সাথে দাঁত মাজা ফরয করতাম এবং ইশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।'

(হাকেম, বাইহাকী, জামে'– ৫৩১৯)

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, জিবরীল (আ) আমাকে (এত বেশি) দাঁত মাজতে আদেশ করেছেন যে, তাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। (সিলসিলাহ সহীহাহ- ১৫৫৬)

ওয়াসেলার বর্ণনায় তিনি বলেন, এতে আমার ভয় হয় যে, হয়তো দাঁত মাজা আমার ওপর ফরয করে দেয়া হবে। (সহীহুল জামে'-১৩৭৬)

৮. উযূ করার ফযীলত

সালাত হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অন্যতম মাধ্যম। আর ওযূ সালাতের জন্য অপরিহার্য বিষয়। সালাতের জন্য ওযূ করা ফরজ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে। আর পা দু'টিকে গিট পর্যন্ত ধৌত করবে। (সূরা মায়িদাহ : আয়াত-৬)

ওযূ সম্পর্কিত হাদীস-

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে, তার পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত সালাত কবুল হবে না। (বুখারী-১৩৫)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে আহবান করা হবে আর সে সময় ওযূর ফলে তাদের মুখমণ্ডল ও হস্তপদ দীপ্তিময় থাকবে। (বুখারী- ১৩৬, মুসলিম ২৪৬)

৩. মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আবু হাযেম বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যখন সালাতের জন্য উযু করছিলেন, তখন আমি তাঁর পশ্চাতে ছিলাম। দেখলাম, হাতকে লম্বা করে ধৌত করছিলেন, এমন কি বগল পর্যন্ত হাত ফিরাচ্ছিল। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু হুরায়রা! এ আবার কোন্ উযু? তিনি বললেন, হে ফররুখের বংশধর! তোমরা এখানে রয়েছ? যদি আমি জানতাম তাহলে এ উযু

করতাম না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, উযুর পারি যতদূরে পৌঁছবে ততদূরে মু'মিনের অঙ্গে অলংকার (জ্যোতি) শোভমান হবে।

(মুসলিম– ২৫০)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, মুসলিম বা মু'মিন বান্দা যখন ওযূর উদ্দেশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন ওযূর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সে গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সে গুনাহ্ বের হয়ে যায়, যা সে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সে গুনাহ্ বের হয়ে যায়, যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গুনাহ্ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।" (মালেক, মুসলিম– ১৪৪, তিরমিযী)

৫. উসমান ইবনে আফফান (রা) বর্ণিত, তিনি উযু সম্পন্ন করে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি আমার এ ওযূর মতো ওযূ করলেন, অতপর বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ উযু করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর তার সালাত এবং মসজিদের প্রতি চলা নফল (অতিরিক্ত) হবে।

(মুসলিম– ২২৯)

নাসাঈ হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলো নিম্নরূপ–

ওসমান (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো মু'মিন যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে তখনই তার ঐ ওযূর সময় থেকে দ্বিতীয় সালাত পড়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন সময়ের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তারগীব–১৭৫)

৯. পূর্ণরূপে উযু না করার পরিণাম

১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার উভয় পায়ের গোড়ালী (ভালোরূপে) ধৌত করেনি। এর ফলে তিনি বললেন, (ঐ) গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ।

(বুখারী, ১৬৫, মুসলিম ২৪২)

১০. উযূর হিফাযত করার মাহাত্ম্য

১. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ থেক। আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সালাত। আর মু'মিন ব্যতীত কেউই ওযূর হিফাযত করবে না।" (ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব- ১৯০)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলালকে ডেকে বললেন, হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম! বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত সালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি তখনই আমি সাথে সাথে উযূ করে নিয়েছি। এ শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এ কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।) (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ১৯৪)

১১. উযুর পর বিশেষ কালামের ফযীলত

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযূ করার পর (নিম্নের কালিমা) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। (মুসলিম- ২৩৪, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি ওযূর পর (নিম্নের দু'আ) বলে তার জন্য তা এক শুভ পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতপর তা সীল করে দেয়া হয় যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

অর্থ : তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব– ২১৮)

১২. উযুর পর দুই রাক'আত সালাতের ফযীলত

১. উক্ববাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে উযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে তখনই তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায়। (মুসলিম, ২৩৪, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাব ওযূ করে, কোনো ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তির পূর্বেকার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। (আবু দাউদ, সহীহ তারগীব-২২১)

৪. সালাত (নামায)

১. আযান ও সালাতের প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকে যদি আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য জানত, এরপর তা লাভের জন্য লটারি করা ছাড়া বিকল্প পথ না পেলে লটারিই করত। আর তারা যদি (সালাতের জন্য মসজিদের প্রতি) সকাল-সকাল আসার মাহাত্ম্য জানত, তাহলে অবশ্যই তারা তার জন্যও প্রতিযোগিতা করত। আর যদি এশা ও ফজরের সালাতের মাহাত্ম্য তারা জানত তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তারা উভয় সালাতে উপস্থিত হতো।

(বুখারী-৬১৫, মুসলিম-৪৩৭)

২. বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ প্রথম কাতারের (সালাতীদের) ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। মুয়ায্যিনকে তার আযানের আওয়াজের উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষমা করা হয়। তার আযান শ্রবণকারী প্রত্যেক সরস বা নীরস বস্তু তার কথার সত্যায়ন করে থাকে। তার সাথে যারা সালাত আদায় করে তাদের সকলের নেকীর সমপরিমাণ তার নেকী লাভ হয়।

(আহমদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব- ২২৮)

৩. মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুআয্যিনগণের গর্দান অন্যান্য লোকদের চেয়ে লম্বা হবে। (মুসলিম- ৩৮৭)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি বারো বছর আযান দেবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক দিন আযানের দরুণ তার আমলনামায় ষাটটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার ইকামতের দরুণ লিপিবদ্ধ হবে ত্রিশটি নেকী।

(ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, হাকেম, সহীহ তারগীব- ২৪০)

২. আযানের জবাব দেয়া দরূদ ও দু'আ পড়ার ফযীলত

আযানের সাথে ৪ (চার) কাজ জড়িত– ১. আযানের জবাব দেয়া, ২. আযান শেষে দরূদ শরীফ পড়া, ৩. দোয়া পড়া, ৪. নামাযের জামায়াতে হাজির হওয়া। বি: দ্র: আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এর জবাব ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এবং আযান শেষে দরূদ পড়বে। (সহীহ মুসলিম)

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী সালাতের তুমিই প্রভু! তুমি মুহাম্মদ ﷺ কে দান কর জান্নাতের সুউচ্চ স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। আর তাঁকে সেই মাক্বামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দান করেছ নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করো না।

(বুখারী- ৬১৪, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আযানের সময় নিম্নের দু'আ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার সকল পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন–

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا.

অর্থ : আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য উপাস্য, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, ইসলাম আমাদের দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ আমাদের রাসূলুল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে আমরা সন্তুষ্ট ও সম্মত।

(মুসলিম- ৩৮৬, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

৩. বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ

১. ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে, সে ব্যক্তি মুনাফিক (তার সে কাজ মুনাফিকের কাজ)। (ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ১৫৭)

৪. পানির ব্যবস্থা ও মসজিদ নির্মাণ করার ফযীলত

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পানির কোনো কূপ খনন করে এবং তা হতে (মানব, দানব পশু-পক্ষী প্রভৃতি) পিপাসার্ত জীব পানি পান করে, তবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি তিতি পাখির (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদও নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ২৬৫)

৫. মসজিদে থুথু ফেলা ও দুনিয়াবি কাজ-কর্ম করার পরিণাম

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ খেজুর কাঁদির ডাঁটা হাতে নিতে পছন্দ করতেন। একদা ঐ ডাঁটা হাতে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং মসজিদের কিবলায় (দেওয়ালে) কিছু শ্লেষ্ম লেগে আছে তা লক্ষ্য করলেন। তিনি ঐ (ডাঁটা দ্বারা) তা রগড়ে পরিষ্কার করে দিলেন। অতপর রাগের সাথে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা পছন্দ করে যে, কোনো ব্যক্তি তাকে সামনে করে তার চেহারায় থুথু মারে? তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, তখন তার প্রতিপালক (আল্লাহ) তার সামনে থাকেন এবং তার ডানে থাকেন ফেরেশতা। সুতরাং সে যেন তার সামনের (কেবলার) দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে.....) (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ২৭৮)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিবলার দিকে যে কফ্ ফেলে, তার চেহারায় ঐ কফ্ থাকা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে। (বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ২৮১)

* বলাবাহুল্য সালাত ছাড়া অন্যান্য অবস্থাতেও কেবলার দিকে থুথু বা কফ্ ফেলা বৈধ নয়।

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ এবং তার কাফ্ফারা হলো, তা দাফন (পরিষ্কার) করে দেয়া।
(বুখারী- ৪১৫, মুসলিম- ৫৫২)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা মসজিদে কাউকে কেনা-বেচা করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ্ তোমার ব্যবসায় যেন বরকত না দিন। আর যখন কাউকে কোনো হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন।
(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব- ২৮৭)

৬. পিঁয়াজ-রসূন খেয়ে মসজিদে আসার পরিণাম

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এ সবজি (পিঁয়াজ-রসূল প্রভৃতি) ভক্ষণ করেছে, সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী না হয় এবং আমাদের সাথে সালাত না পড়ে। (বুখারী- ৮৫৬, মুসলিম-৫৬২)

২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পিঁয়াজ ও কুর্রাস খাবে, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, আদম সন্তান যে বস্তুর মাধ্যমে কষ্ট পেয়ে থাকে ফেরেশতাবর্গও তাতে কষ্ট পেয়ে থাকেন। (মুসলিম- ৫৬৪)

* কুর্রাস হলো রসূন পাতার মতো দেখতে এক প্রকার কাঁচা দুর্গন্ধময় সবজি, যাকে ইংরেজিতে 'লীক' (Leek) বলা হয়। **বলা বাহুল্য, এর চেয়ে অধিক দুর্গন্ধময় দ্রব্য বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে আসা অধিকতর নাজায়েয বরং বিড়ি-সিগারেট তো-মাদকদ্রব্য, যা সেবন করা শরীয়ত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী বৈধ নয়।**

৩. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধময় করে রাখতে আদেশ করেছেন।
(আহমদ, আবু দাউদ- ৪৫৫, তিরমিযী ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

৭. মসজিদে জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার ফযীলত

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের নিজগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে সালাত পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামা'আতে শামিল হয়ে সালাত পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেননা, যে সুন্দরভাবে ওযূ করে কেবলমাত্র সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয়, তখন চলতে শুরু করা মাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি

মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গুনাহ্ মার্জনা করা হয়। অতপর সালাত সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে সালাতের স্থানে বসে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকে; হে আল্লাহ! তার প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ যেন সালাতের অবস্থাতেই থাকে।

(বুখারী- ৬৪৭, মুসলিম- ৬৪৯, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

২. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "অন্ধকারে একাধিকবার মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ্ তারগীব-৩১০)

৩. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজগৃহ থেকে ওযূ করে (মসজিদের দিকে) বের হয়, সে ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশতের সালাত পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক সালাতের পর অপর সালাত; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল, যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়। (আবু দাউদ, সহীহ্ তারগীব-৩১৫)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) শরীক হও। ইমামের সঙ্গে সালাতের যতটুকু অংশ পাও, ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা একাকী পূর্ণ করে নাও।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬৮৬)

৮. মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফযীলত

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সাত ব্যক্তিকে সে দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হলো) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সে যুবক, যার যৌবন আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সে দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এ ভালোবাসারও পর মিলিত হয় এবং এ ভালোবাসার ওপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সে ব্যক্তির যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে,

আমি আল্লাহকে ভয় করি। সে ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে, এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তির যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।

(বুখারী- ৬৬০, মুসলিম- ১০৩১)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যখন যিক্‌র ও সালাতের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেরূপ খুশী হন, যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।

(ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৩২২)

৩. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ আরাম, করুণা ও তার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।" (আওসাত্ব, বায্যার, সহীহ তারগীব-৩২৫)

৯. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযীলত

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কী অভিমত তোমাদের, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনেই একটি নদী প্রবাহিত থাকে এবং সে নদীতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সকলে বলল, না, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন, অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত। ঐ সালাতসমূহের ফলেই (নামাযীর) সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

(বুখারী- ৫২৮, মুসলিম- ৬৬৭, তিরমিযী)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কবীরা গুনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। (মুসলিম- ২৩৩, তিরমিযী)

৩. আবু উসমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান (রা)—এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডালা ধরে হেলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলো ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম? আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি বললেন, একদা আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ

করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হেলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম? আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এ পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন–

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ ـ

অর্থ : আর তুমি দিনের দু'প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে সালাত কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হলো এক স্মরণ। [(সূরা হুদ-১১৪) (আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব-৩৫৬)]

১০. বেশি বেশি সিজদার ফযীলত

১. মা'দান ইবনে আবু তালহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত (মুক্ত) দাস যওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব, (অথবা বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমলের কথা বলে দিন।) কিন্তু উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ থাকলেন। পুনরায় আমি একই আবেদন রাখলাম। তবুও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার আবেদন পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সিজদা করাকে অভ্যাসে পরিণত করে নাও। কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে এক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুণ একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন।

(মুসলিম- ৪৮৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. উবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক বান্দাই, যখন সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গুনাহ মার্জনা করে দেন এবং তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। অতএব তোমরা বেশি বেশি করে সিজদা কর। (ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ৩৭৯)

৩. সাওবান (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করলাম; যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তুমি বেশি বেশি করে সিজদা কর। কারণ, যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, তখনই তার বিনিময়ে তিনি তোমাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তোমার একটি গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম- ৪৮৮)

৪. রবীআহ্ ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত্রিবাস করতাম এবং তাঁর ওযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাজির করে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও? আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন, এ ছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, ওটাই (আমার বাসনা)। তিনি বললেন, তাহলে অধিক অধিক সিজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) এ ব্যাপারে সহায়তা কর। (মুসলিম- ৪৮৯, আবু দাউদ)

১১. ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায় করার ফযীলত

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে (প্রথম ওয়াক্তে) সালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কী? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কী? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

(বুখারী- ৫২৭, মুসলিম- ৮৫, তিরমিযী, নাসাঈ)

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তায়ালা কী বলেন? সকলে বলল, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই অধিক ভালো জানেন। (এরূপ প্রশ্নোত্তর তিনবার হওয়ার পর) তিনি বললেন, (আল্লাহ্ বলেন) আমার ইজ্জত ও মহিমার শপথ! যে ব্যক্তি যথাসময়ে সালাত আদায় করবে, তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি অসময়ে সালাত আদায় করবে, তাকে ইচ্ছা করলে আমি দয়া করব, ইচ্ছা করলে শাস্তিও দেব।

(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব- ৩৯৫)

১২. ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করার পরিণাম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আর তা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করাও ফরয করেছেন। সালাত আদায় করতে হবে আগ্রহের সাথে এবং তাতে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ.

অর্থ : কিন্তু যদি ওরা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে অব্যাহতি দাও। (সূরা তাওবা : আয়াত-৫)

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ.

অর্থ : অতঃপর ওরা যদি তওবা করে, যথাযথ সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। (সূরা তাওবা-১১)

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হও, তাকে ভয় কর। সালাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা রূম-৩১)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

অর্থ : তাদের পর এল এমন (অপদার্থ) পরবর্তীদল; যারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তি-পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

(সূরা মারইয়াম- ৫৯)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অর্থ : সুতরাং দুর্ভোগ সে সব নামাযীদের; যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা (তাতে) লোকপ্রদর্শন করে। (সূরা মাউন : ৪-৬)

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (মুসলিম) ব্যক্তি ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ।

(আহনাফ)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, (মুসলিম) ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত। (মুসলিম-৮২)

২. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হলো সালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে, সে কুফরী করবে। (অথবা কাফের হয়ে যাবে।)

(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৫৬১)

৩. মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন; যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করো না; কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করে, তার ওপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।

(ত্বাবারানী আউসাত্ব, সহীহ তারগীব- ৫৬৬)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক উকাইলী (রা) বলেন, মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবাগণ সালাত ত্যাগ ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।

(তিরমিযী, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৫৬২)

১৩. ফজর-আসর সালাতে যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

অর্থ : তোমরা সালাতসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াও।

(সূরা বাকারা : ২৩৮)

১. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শীতল (ফজর ও আসরের) দুই সালাত পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বুখারী- ৫৭৪, মুসলিম- ৬৩৫)

২. আবু যুহাইর উমারাহ ইবনে রুয়াইবাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন কোনো ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত পড়বে। (মুসলিম- ৬৩৪)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফজর ও আসরের সালাতে রাত ও দিনের (বিশিষ্ট) ফেরেশতারা একত্রিত হন, ফজরের সালাতে সমবেত হয়ে রাতের ফেরেশতারা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং দিনের ফেরেশতারা (পৃথিবীতে) অবস্থান করেন। আবার আসরের সালাতে সমবেত হন। এক্ষণে দিনের ফেরেশতারা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং রাতের ফেরেশতারা অবস্থান শুরু করেন। (যাঁরা ঊর্ধ্বে যান) তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক (আল্লাহ) জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী অবস্থায় ছেড়ে এলে? তখন তাঁরা বলেন, যখন আমরা তাদের নিকট গেলাম তখন তারা সালাতরত ছিল এবং যখন তাদেরকে ছেড়ে এলাম, তখনও তারা সালাতে মশগুল ছিল। সুতরাং তাদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেন।

(বুখারী- ৫৫৫, মুসলিম- ৬৩২, নাসাঈ, আহমদ, ইবনে খুযাইমা)

১৪. বিনা ওজরে আসরের সালাত ত্যাগ করার পরিণাম

১. বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির আমল পণ্ড হয়ে যায়। (বুখারী- ৫৫৩, নাসাঈ)

২. ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।

(মালেক, বুখারী- ৫৫২, মুসলিম- ৬২৬)

১৫. জামাআতে সালাত আদায়ের বিশেষত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একাকীর সালাত অপেক্ষা জামাআতের সালাত সাতাশ গুণ উত্তম।

(বুখারী- ৬৪৫, মুসলিম-৬৫০)

২. উসমান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যায়, অতঃপর তা ইমামের সাথে আদায় করে, সে ব্যক্তির পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়।

(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ৪০১)

৩. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ (আসরের) সালাতের জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি জানত যে, তাতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য কত সওয়াব নিহিত রয়েছে, তাহলে অবশ্যই সে হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়েও হাজির হতো। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৪০৩)

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে সালাত আদায় করে এবং তাতে তাহরীমের তাকবীরও পায়, সে ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়; জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।

(তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ৪০৪)

১৬. জামাআতে অধিক লোক হওয়ার গুরুত্ব

১. উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত পড়ার পর বললেন, অমুক উপস্থিত আছে? সকলে বলল, না। (দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজে) তিনি বললেন, অমুক উপস্থিত আছে? সকলে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, অবশ্যই এ দুই সালাত (এশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী সালাত। উক্ত দুই সালাতে কী সওয়াব নিহিত আছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়েও তা জামাআত আদায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্যই হাজির হতে।

আর প্রথম কাতার ফেরেশতাগণের কাতারের সমতুল্য। যদি তোমরা তাতে নিহিত মাহাত্ম্য বিষয়ে অবগত হতে, তবে নিশ্চয় প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতা করতে। এক ব্যক্তির কোন অন্য ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া সালাত একাকী আদায় করা সালাত অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অনুরূপ অন্য দুই ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া সালাত এক ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া সালাত অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। এভাবে জামাআতের লোক সংখ্যা যত অধিক হবে, ততই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়।

(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৪০৬)

১৭. নির্জন প্রান্তরে সালাত আদায়ের বিশেষত্ব

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআতে পড়া সালাত পঁচিশটি সালাতের সমতুল্য। যদি কেউ সে সালাত কোন জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে এবং তার রুকু ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে ঐ সালাত পঞ্চাশটি সালাতের সমমানে পৌঁছায়। (আবু দাউদ, সহীহ তারগীব- ৪০৭)

২. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে, যে সালাতের জন্য আযান দিয়ে (সেখানে) সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার এ বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে সালাত কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করলাম। (আবু দাউদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব- ২৩৯)

১৮. এশা ও ফজরের সালাত জামায়াতে পড়ার বিশেষত্ব

১. উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার সালাত জামায়াতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন অর্ধ রাত্রি নফল সালাত পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে পড়ল, সে যেন সম্পূর্ণ রাত্রিই সালাত পড়ল। (মালেক, মুসলিম- ৬৫৬, আবু দাউদ)

২. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) উযু করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) সালাতের পূর্বে দুই রাকাআত সালাত আদায় করে। অতঃপর বসে (অপেক্ষা করে) ফজরের সালাত (জামাআতে) পড়ে, সে ব্যক্তির সেদিনকার সালাত নেক লোকদের সালাতরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৪১৩)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের জামাআতের সালাত একাকী সালাতের তুলনায় পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। আর রাত্রি ও দিনের ফেরেশতা ফজরের সালাতে একত্রিত হন।

উক্ত হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমার ইচ্ছা হলে তোমরা পড়ে নাও–

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

অর্থ : নিশ্চয় ফজরের সালাতে ফেরেশতা হাজির হয়।

(সূরা বনী ইসরাইল : ৭৮) বুখারী- ৬৪৮, নাসাঈ; সহীহুল জামে- ২৯৭৪)

৪. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) ওযূ করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) সালাতের পূর্বে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে। অত:পর বসে (অপেক্ষা করে) ফজরের সালাত (জামা'আতে) পড়ে, সেই ব্যক্তির সেদিনকার সালাত নেক লোকদের সালাতরূপে লিপিবদ্ধ করা হয। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৪১৩)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত (জামা'আতে) পড়ে, সে ব্যক্তি (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। (মুসলিম- ৬৫৭, তিরমিযী, ত্বাবারানী, সহীহু জামে- ৬৩৪৩)

১৯. এশা ও ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী সালাত হলো এশা ও ফজরের সালাত। ঐ দুই সালাতের কী মাহাত্ম্যতা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হতো। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে সালাতের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে সালাত পড়তেও হুকুম করি। অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা সালাতে হাজির হয় না। অত:পর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই। (বুখারী-৬৫৭, মুসলিম-৬৫১)

২০. বিনা ওজরে জামা'আতে অনুপস্থিত থাকার পরিণাম

১. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামা'আতে) সালাত কায়েম না করা হলে, শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগপালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায় যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৪২২)

২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, লোকেরা জামা'আত ত্যাগ করা হতে অবশ্য অবশ্যই বিরত হোক নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। (ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ৪৩০)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী সালাত হলো এশা ও ফজরের সালাত। ঐ দুই সালাতের কী মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হতো। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে সালাতের ইক্বামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে সালাত পড়তেও হুকুম করি। অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা সালাতে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়ি আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিই।

(বুখারী- ৬৫৭, মুসলিম- ৬৫১)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামা'আতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে সালাত পড়লেও তার) সালাত হয় না।

(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৪২২)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত, আহ্বান করার (আযানের) সাথে সাথে ঐ সালাতগুলোর হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাসূলের জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ গুলো (সালাত) হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের নিজগৃহে সালাত আদায় করে নাও, যেমন এ পশ্চাদ্গামী তার নিজগৃহে সালাত আদায় করে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের রাসূলের আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের রাসূলের আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন (ওযু) করে এ মসজিদসমূহের কোন মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন, এর দ্বারা তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারা তার একটি পাপ ক্ষয় করেন। আমরা দেখেছি যে, কপট (মুনাফিক) ছাড়া সালাত থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না এবং মানুষকে দুটি লোকের কাঁধে ভর করে হাঁটিয়ে এনে কাতারে দাঁড় করা হতো। (মুসলিম- ৬৫৪)

৬. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মসজিদে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মতো আমার উপযুক্ত মানুষ নেই। তাছাড়া মদীনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী (সাপ-বিছা, নেকড়ে প্রভৃতি) রয়েছে (মসজিদের পথে অন্ধ মানুষের ভয় হয়)। সুতরাং আমার জন্য ঘরে সালাত পড়ার অনুমতি হবে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওজরের কারণে তাঁকে ঘরে সালাত পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চলে যেতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু তুমি কি আযান 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ', শুনতে পাও? তিনি উত্তরে বললেন, জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি (মসজিদে) উপস্থিত হও, তোমার জন্য কোন অনুমতি পাচ্ছি না। (মুসলিম- ৬৫৩ আবু দাউদ- ৫৫২, ৫৫৩)

২১. প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারে নিহিত মাহাত্ম্য জানত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য লটারি করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় না পেলে তারা লটারিই করত।
(বুখারী- ৬১৫, মুসলিম- ৪৩৭)

২. নুমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন। (আহমদ, সহীহ্ তারগীব- ৪৮৯)

৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পেছনে করে দেবেন। (অর্থাৎ জাহান্নামে আটকে রেখে সবার শেষে জান্নাতে যেতে দেবেন, আর সে প্রথম দিকে জান্নাতে যেতে পারবে না।)
(আইনুল মা'বূদ ২/২৬৪ আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, তারগীব- ৫০৭)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হলো সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো প্রথম কাতার।
(আহমদ, মুসলিম- ৪৪০ সুনান আরবাআহ, মিশকাত- ১০৯২)

২২. সালাতে কাতার সোজা না করার পরিণাম

১. নু'মান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করবে, নতুবা অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের চেহারার মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবেন।

(মালেক, বুখারী-৭১৭, মুসলিম-৪৩৬)

* এ পরিবর্তনের অর্থ হলো, তাদের চেহারার আকৃতি বদলে দেবেন অথবা তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন।

আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের প্রতি অভিমুখ করে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের হৃদয়-মাঝে (পরস্পরের প্রতি) বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি, (প্রত্যেক) লোক তার পার্শ্ববর্তী ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু ও গাঁটে গাঁট (টাখ্‌নাতে টাখ্‌না) লাগিয়ে দিত।

(সহীহ তারগীব- ৫০৯)

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কাতার সোজা কর। কারণ, কাতার সোজা করা সালাত প্রতিষ্ঠা বা পরিপূর্ণ করার অন্তর্গত কর্ম। (বুখারী-৭২৩, মুসলিম- ৪৩৩, আবু দাউদ- ৬৬৮)

২৩. কাতার সোজা ও পরস্পর মিলে দাঁড়ানোর বিশেষত্ব

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়। (ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

ইবনে মাজাহ এ উক্তি অধিক বর্ণনা করেছেন, আর যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে সে ব্যক্তিকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। (সহীহ তারগীব- ৪৯৮)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।

(ত্বাবারানী আওসাত্ব, সহীহ তারগীব- ৫০২)

৩. বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, অবশ্যই আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দুআ করতে থাকেন তাদের জন্য, যারা প্রথম কাতার মিলিয়ে (ব্যবধান না রেখে) দাঁড়ায়। আর যে পদক্ষেপ দ্বারা বান্দা কোন কাতারের ফাঁক বন্ধ করতে যায়, তা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কোন পদক্ষেপ অধিক পছন্দনীয় নয়।

(আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ৫০৪)

৪. জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। সে সময় আমরা গোলাকার দলে দলে বিভক্ত ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আমি বিক্ষিপ্তরূপে দেখছি কেন?" অতঃপর একদিন তিনি আমাদের কাছে এসে (আমাদেরকে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত দেখে) বললেন, তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফেরেশতাবর্গের কাতার বাঁধার মতো কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতাগণ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিরূপ কাতার বেঁধে দাঁড়ান। তিনি বললেন, প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে একত্রিত হয়ে কাতার বেধে দাঁড়ান।

(মুসলিম- ৪৩০, আবু দাউদ- ৬৬১ মিশকাত)

২৪. মুসল্লিদের অপছন্দ সত্ত্বেও ইমামতি করার পরিণাম

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির সালাত আল্লাহ্ কবুল করেন না, তাদের সালাত আকাশের দিকে ওঠে না, এমনকি তাদের মাথাও অতিক্রম করে না; (এদের মধ্যে প্রথম হলো) সে ব্যক্তি, যে কোন জামা'আতের ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে অপছন্দ করে। দ্বিতীয় হলো সে ব্যক্তি, যে কোন জানাযার সালাত পড়ায় অথচ তাকে পড়াতে আদেশ করা হয়নি এবং তৃতীয় হলো সে মহিলা, যাকে রাত্রে তার স্বামী (সহবাসের উদ্দেশ্যে) ডাকে অথচ সে যেতে অস্বীকার করে।

(ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ তারগীব- ৪৮১, ৪৮২)

২. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কান অতিক্রম করে না। প্রথম হলো, পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। দ্বিতীয় হলো, এমন মহিলা যার স্বামী তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে এবং তৃতীয় হলো, সেই জামা'আতের ইমাম যাকে ঐ লোকেরা অপছন্দ করে। (তিরমিযী তারগীব- ৪৮৩)

২৫. বিশেষ দুআর ফযীলত

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে কাতারে শামিল হয়ে বলল–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ .

অর্থ : আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যে প্রশংসা অজস্র, পবিত্র ও প্রাচুর্যময়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করার পর বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ঐ দুআ পাঠ করেছে? লোকেরা সকলে চুপ থাকল। পুনরায় তিনি বললেন, 'কে বলেছে ঐ দুআ? যে বলেছে, সে মন্দ বলেনি। উক্ত ব্যক্তি বলল, আমিই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে ফেলেছি। তিনি বললেন, আমি বারো জন ফেরেশতাকে দেখলাম, তাঁরা ঐ দুআ (আল্লাহর দরবারে) উপস্থিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে।

(মুসলিম- ৬০০)

বলাবাহুল্য যে, মহানবী ﷺ কখনো আল্লাহুম্মা বা-ইদ বাইনী' এবং কখনো বা সুবহানাকাল্লাহুম্মা ছাড়াও তাহাজ্জুদের সালাতে অন্যান্য দুআ পাঠ করতেন। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা হলো বান্দার 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলা।

(তাওহীদ, ইবনে মাজাহ, নং সিস: ২৯৩৯)

২৬. সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের গুরুত্ব

১. উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তির সালাত হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।

(বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল- ৩০২)

২. এক বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তির সালাত যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। (দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল- ৩০২)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনও সালাত আদায় করে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ সালাত (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً
لَّمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلٰثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ

لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اِقْرَأْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ ـ

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ না করে সালাত পড়বে, তার সালাত অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চাবে। যখন বান্দা বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। যখন বান্দা বলে, 'আররাহমানির রাহীম,' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন ব্যক্ত করল এবং যখন বান্দা বলে, 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল এবং যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন', তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি (ইবাদত আমার জন্য এবং সাহায্য তার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চেয়েছে এবং যখন বান্দা বলে, 'ইহদিনাস

সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন', তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য রয়েছে। (মুসলিম- ৩৯৫, আবু দাউদ, তিরমিযী, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত-৮২৩)

সূরা ফাতিহার ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন ইমাম বলবে, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ – তখন তোমরা বলবে اٰمِيْنَ। অর্থ আল্লাহ্ আপনি কবূল করুন। যার পড়া ফেরেশতাদের পড়ার সময়ে হবে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৪১২৩)

২৭. ইমামের পিছনে জোরে 'আমীন' বলার বিশেষত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওলাদ-দোয়া-ল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাগণের 'আমীন' বলার সাথে একীভূত হয়, তার পিছনের সকল পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়।

(মালেক, বুখারী- ৭৮০, মুসলিম- ৪১০, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইমাম 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ-দোয়া-ল্লীন', বললে তোমরা 'আমীন' বল। তাহলে (সূরা ফাতিহায় উল্লেখিত দুআ) আল্লাহ তোমাদের জন্য মঞ্জুর করে নেবেন। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৫১৩)

৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইহুদীরা কোন কিছুর ওপর তোমাদের অতটা হিংসা করে না, যতটা সালাম ও 'আমীন' বলার পর করে।

(ইবনে মাজাহ, খুযামাহ, সহীহ তারগীব- ৫১২)

২৮. সালাতে 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ' বলার বিশেষত্ব

১. রিফাআহ ইবনে রাফে' যারক্বী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পশ্চাতে সালাত আদায় করছিলাম। যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন তিনি বললেন, সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ। এ সময় তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, রাব্বানা অলাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ। (অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, অজস্র পবিত্র, বরকতপূর্ণ প্রশংসা।) সালাত শেষ করে নবী

করীম ﷺ বললেন, এ জিক্‌র কে বলল? লোকটি বলল, আমি। তিনি বললেন, ঐ জিক্‌র প্রথমে কে লিখবে এ নিয়ে ত্রিশাধিক ফেরেশতাকে আমি প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম। (মালেক, বুখারী-৭৯৯, আবু দাউদ, নাসাঈ)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌'দ বল। কেননা যার ঐ বলা ফেরেশতাগণের বলার সাথে একীভূত হয়, তবে পূর্বের সকল পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়।

(মালেক, বুখারী- ৭৯৬, মুসলিম- ৪০৯, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

২৯. রুকু-সিজদায় ইমামের আগে মাথা উত্তোলনের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কারো কি এ কথার ভয় হয় না যে, যখন সে ইমামের পূর্বে নিজের মাথা তোলে, তখন আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দেবেন অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেবেন?! (বুখারী-৬৯১, মুসলিম-৪২৭)

৩০. রুকু-সিজদা পূর্ণরূপে না করার পরিণাম

১. আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম চোর হলো সে ব্যক্তি, যে সালাত চুরি করে। সকলে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে সালাত কিভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, সে তার সালাতের রুকু-সিজদা পূর্ণরূপে করে না অথবা তিনি বললেন, সে রুকু ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা করে না। (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে চট্‌পট রুকু-সিজদা আদায় করে।) (আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৫২২)

২. আবু আব্দুল্লাহ আশ'আরী (রা) বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার সালাতের পূর্ণভাবে রুকু করছে না এবং ঠকঠক করে (তাড়াতাড়ি) সিজদা করছে। এ দেখে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার মরণ মুহাম্মদী মিল্লাতের ওপর হবে না।

অত:পর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার রুকু সম্পূর্ণরূপে করে না এবং ঠকঠক্ (তাড়াহুড়া করে) সিজদা করে তার উদাহরণ সে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো যে, একটি অথবা দু'টি খেজুর তো খায়, অথচ তা তাকে মোটেই পরিতৃপ্ত করে না।

(ত্বাবারানীর কাবীর, আবু ইয়া'লা ইবনে খুযাইমা, ৬৬৫, সহীহ তারগীব-৫২৬)

৩১. সালাতে আকাশের দিকে তাকানোর পরিণাম

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা সালাতের মধ্যে তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে তোলে? এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য খুব কঠোর হয়ে উঠল। পরিশেষে তিনি বললেন, অতি অবশ্যই তারা এ কাজ থেকে বিরত হোক, নচেৎ তাদের চক্ষু ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে। (বুখারী- ৭৫০, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের মধ্যে আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে লোকেরা অতি অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ তাদের দৃষ্টি আর ফিরে না-ও আসতে পারে। (তারা অন্ধ হয়ে যেতে পারে।) (মুসলিম-৪২৮)

৩২. সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর পরিণাম

১. আবু জুহাই আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, এ কাজে তার কত গুনাহ, তাহলে সে অবশ্যই তার সামনে হয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ যাবৎ অপেক্ষা করাকেই শ্রেয় মনে করত।

বর্ণনাকারী আবুন নায্‌র বলেন, আমি জানি না যে, তিনি '৪০ দিন' বললেন অথবা '৪০... মাস' নাকি '৪০ বছর।' (বুখারী- ৫১০, মুসলিম- ৫০৭, আসহাবে সুনান)

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন সুতরার পশ্চাতে সালাত আদায় করে যা লোকদের থেকে তাকে আড়াল করে, অতঃপর কেউ তার সামনে দিয়ে পার হতে চায় তখন তার উচিত, তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেয়া। তাতেও যদি সে অস্বীকার করে (এবং পার হতেই চায়) তবে তার (নামাযীর) উচিত, তার সাথে সংগ্রাম করা। (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেয়া) কেননা সে শয়তান। (অর্থাৎ এ কাজে তার সহায়ক হলো শয়তান)। (বুখারী- ৫০২, মুসলিম- ৫০৫)

৩৩. সালাতে তাসবীহ-তাহলীল বুঝে পড়ার মাহাত্ম্য

১. উক্ববা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু করে সালাত পড়তে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা বুঝে (অর্থাৎ অর্থ জেনে মনোযোগ-সহকারে তা পড়ে) তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মতো (নিষ্পাপ) হয়ে সালাত সম্পন্ন করে।

(মুসলিম- ২৩৪ আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ১৮৩ ও ৫৪৪)

৩৪. ফরয সালাতের পর তাসবীহের বিশেষত্ব

সহীহ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যে সকল দোয়া পড়তে হয়–

১. সালাত শেষান্তে সালাম ফিরানোর পর বলবে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(বুখারী–১১৬ পৃ., মুসলিম–২১৭ পৃ., আবু দাউদ ১৪৪ পৃ., নাসায়ী ১৫৯ পৃ.)

২. তারপর পড়বে ৩ বার– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম-২১৮ পৃ., আবু দাউদ ২১২+২১৩ পৃ. নাসায়ী-১৫০ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিযী ৬৬ পৃ.)

৩. অতঃপর পড়বে–

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْـكَ لَهٗ لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُـوَ عَلٰـى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْـرٌ اَللّٰـهُمَّ لاَ مَانِـعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! আপনি যা দিয়েছেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা মর্যাদাবানকে উপকার করতে পারে না। [বুখারী–১১৬, মুসলিম-২১৮, আবু দাউদ-২১১, তিরমিযী-৬, নাসায়ী-১৫০]

৪. তারপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিদাতা, আর আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, আপনি মহত্ত্বের অধিকারী এবং মহা সম্মানী।

(আবু দাউদ-১২১ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিযী-৬৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ.)

৫. অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ্! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ-২১৩ পৃ.)

৬. অতঃপর পড়বে–

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لاَ شَـرِيْـكَ لَـهٗ لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْحَـمْـدُ وَهُـوَ عَـلٰـى كُـلِّ شَـيْـيٍ قَـدِيْـرٌ - لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـا للّٰـهِ لاَ نَـعْـبُـدُ اِلاَّ اِيَّـاهُ لَـهُ الـنِّـعْـمَـةُ وَلَـهُ الْـفَـضْـلُ وَلَـهُ الـثَّـنَـاءُ الْـحَـسَـنُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ مُـخْـلِـصِـيْـنَ لَـهُ الـدِّيْـنُ وْ لَـوْكَـرِهَ الْـكَـافِـرُوْنَ ـ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং তার জন্যই সকল রাজত্ব। তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত একমাত্র তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দ্বীন একমাত্র তাঁরই জন্য। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

[নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ.]

৭. অতঃপর পড়বে–

سُبْـحَـانَـكَ اَللّٰـهُـمَّ وَبِـحَـمْـدِكَ وَاَسْـتَـغْـفِـرُكَ وَاَتُـوْبُ اِلَـيْـكَ ـ

হে আল্লাহ! আমি আপনার তাসবীহ বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আপনারই নিকট তাওবা করছি। [নাসায়ী ১৫১ পৃঃ]

৮. অতঃপর পড়বে–

اَللّٰـهُـمَّ اغْـفِـرْلِـىْ مَا قَـدَّمْـتُ وَمَـا اَخَّـرْتُ وَمَـا اَسْـرَرْتُ وَمَـا اَعْـلَـنْـتُ وَمَـا اَنْـتَ اَعْـلَـمُ بِـهٖ مِـنِّـىْ اَنْـتَ الْـمُـقَـدِّمُ وَاَنْـتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

হে আল্লাহ! আমার পূর্বের-পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার পাপ মাফ করুন, এ ছাড়া আমার পাপ সম্পর্কে আপনি অধিক অবহিত। আপনিই প্রথম ও আপনিই শেষ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। [আবু দাউদ-২১২ পৃ.]

৯. অতঃপর পড়বে– সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে।

[নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২০৬ পৃ.]

১০. অতঃপর পড়বে– আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত। [মেশকাত-১৮৫ পৃ., নাসায়ী]

১১. ডান হাতের আঙুলি দ্বারা তাসবীহ পড়া– সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, অতঃপর বলবে–

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْـكَ لَهٗ لَـهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ وَهُـوَ عَـلٰى كُـلِّ شَيْـئٍ قَـدِيْـرٌ.

[আবূ দাঊদ-২১১ পৃ, তিরমিযী-৯৪, নাসায়ী-১৫২ পৃ., মুসলিম-২১৯ পৃ.]

৩৫. ফজর ও মাগরিবের পর বিশেষ এক তাসবীহের গুরুত্ব

১. আব্দুর রহমান ইবনে গান্ম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের সালাত থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে–

لَا اِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْـكَ لَهٗ، لَـهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ يُـحْـيِـىْ وَيُـمِـيْـتُ وَ هُـوَ عَـلٰى كُـلِّ شَـئٍ قَـدِيْـرٌ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমগ্র রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর ওপর সর্বক্ষমতাবান।

এ দোয়াটি ১০ বার পাঠ করে, আল্লাহ তার আমলনামায় প্রত্যেক বারের বিনিময়ে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গুনাহ মার্জনা করে দেন, তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ জিকর) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শিরক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তবে সে ব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে যে তার থেকেও উত্তম জিক্‌র পাঠ করবে।

(আহমদ, সহীহ তারগীব- ৪৭২)

৩৬. ফজর-আসর সালাতের পর জায়নামাযে বসার গুরুত্ব

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে পড়ে, অতপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর জিক্‌র করে, তারপর দু রাকা'আত সালাত আদায় করে সে ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ। অর্থাৎ কোনো অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। (তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ৪৬১)

২. উক্ত আনাস (রা) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্‌রকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসমুক্ত করার চেয়ে আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিক্‌রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

(আবু দাউদ, সহীহ্ তারগীব- ৪৬২)

৩৭. পরবর্তী সালাতের ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সালাতের অবস্থাতেই থাকে, যতক্ষণ সালাত তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে সালাত ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না। (বুখারী- ৬৫৯, মুসলিম- ৬৪৯)

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সালাতেই থাকে যতক্ষণ সালাত তাকে আটকে রাখে। (আগামী সালাত পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সে সময় ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি সদয় হও। (এ দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সালাতের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার উযূ নষ্ট হয়েছে।

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি সে অশ্বারোহীর সমতুল্য, যে তার অশ্বসহ আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে। (আহমদ, ত্ববারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব- ৪৪৭)

৩. উক্ববা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের জন্য বসে প্রতীক্ষারত ব্যক্তি সালাতের দণ্ডায়মান ব্যক্তির মতো। তার নাম সালাতে মশগুল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত থাকে; তার নিজগৃহ থেকে বের হওয়া হতে পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত। (ইবনে হিব্বান, আহমদ, সহীহ তারগীব- ৪৫১)

৩৮. ঘরে নফল (সুন্নাত) সালাত পড়ার ফযীলত

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কিছু (সুন্নাত) সালাত নিজ নিজ ঘরে আদায় কর এবং ঘরকে কবর বানিয়ে নিও না।

(বুখারী- ১১৮৭)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) সালাত সম্পন্ন করে, তার উচিত সে যেন তার সালাতের কিছু অংশ (সুন্নাত সালাত) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে পড়া ঐ কিছু সালাতের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (মুসলিম–৭৭৮)

৩. যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মানব সকল! তোমরা স্বগৃহে সালাত আদায় কর। যেহেতু ফরয সালাত ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম সালাত হলো তার স্বগৃহে পড়া সালাত।

(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ৪৩৭)

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করে তিনি বলেন, লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) সালাত পড়া অপেক্ষা মানুষের নিজগৃহে সালাত পড়ার ফযীলত ঠিক সেরূপ যেরূপ নফল সালাত অপেক্ষা ফরয সালাতের ফযীলত বহুগুণে অধিক।

(বায়হাকী, সহীহ তারগীব- ৪৩৮)

৫. সুহাইব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যেখানে লোকে দেখতে পায় সেখানে মানুষের নফল সালাত অপেক্ষা, যেখানে লোকে দেখতে পায় না সেখানের সালাতের ২৫টি সালাতের বরাবর। (অবু ইয়া'লা, সহীহুল জামে ৩৮২)

* কিছু নফল ও সুন্নাত সালাত ঘরে পড়া উত্তম। যেহেতু তাতে লোক প্রদর্শন ও রিয়া থেকে বাঁচা যাবে এবং পরিবারের জন্যও তা শিক্ষা ও অভ্যাসের সহযোগী হবে।

৩৯. দিনরাতে বারো রাকাআত সুন্নাত সালাতের গুরুত্ব

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى اِثْنَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهٗ بِهِنَّ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

১. উম্মে হাবীবাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বারো রাকা'আত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নাত) সালাত পড়লেই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।

(মুসলিম- ৭২৮, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

তিরমিযীর বর্ণনায় কিছু শব্দ বেশি রয়েছে, (ঐ বারো রাকা'আত সালাত) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার পরে দুই রাক'আত, আর ফজরের (ফরয সালাতের) পূর্বে দুই রাক'আত।

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিনরাতে বারো রাকা'আত সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয সালাতের) পূর্বে (এক সালামে) চার রাকাআত ও পরে দু' রাক'আত, মাগরিবের পর দু' রাক'আত, এশার পর দু' রাকাআত এবং ফজরে (ফরযের) পূর্বে দু' রাক'আত। (ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ৫৭৭)

৪০. ফজরের পূর্ববর্তী দু' রাকা'আত সুন্নাতের ফযীলত

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম-৭২৫, তিরমিযী)

২. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাতের মতো অন্য কোন নফল সালাতে তত নিষ্ঠা প্রদর্শন করতেন না। (আহমদ, বুখারী-১১৬৯, মুসলিম)

* এ ছাড়া ফজরের সুন্নাত মহানবী ﷺ সফরেও পড়তেন এবং এ সুন্নাত কাযাও পড়েছেন। যেমন ফরযের পরে এ সুন্নাত কাযা করে নেয়ার অনুমতিও দিয়েছেন। অবশ্য সূর্য ওঠার পরে পড়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) না পড়ে থাকে, সে যেন তা সূর্য ওঠার পর পড়ে নেয়। **(আহমদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে খুযাইমা, সহীহুল জামে- ৬৫৪২)**

৪১. যোহরের পূর্বে ও পরে সুন্নাতের বিশেষ গুরুত্ব

১. উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে চার রাকাআত (সুন্নাত সালাতের) প্রতি সবিশেষ যত্নবান হবে আল্লাহ তাকে **জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।**

(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ৫৮১)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে চার রাকা'আত সালাত পড়তেন এবং বলতেন, এটা হলো এমন সময়, যে সময়ে আসমানের দরজাসমূহ উম্মুক্ত করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, এ সময়ে আমার নেক আমল উত্থিত হোক। (তিরমিযী, মিশকাত- ১১৬৯)

৩. আবু আইউব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত; যার মাঝে কোন সালাম নেই, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহে উম্মুক্ত করা হয়।

(আবু দাউদ- ১২৭০, ইবনে মাজাহ- ১১৫৭, ইবনে খুযাইমা- ১২১৪, সহীহুল জামে- ৮৮৫)

৪২. আসরের পূর্বে চার রাকা'আত নফলের গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকা'আত সালাত আদায় করে। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-৫৮৪)

৪৩. বিত্র সালাতের মাহাত্ম্য

১. আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্র ফরয সালাতের মতো অবশ্য পালনীয় নয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সুন্নাতের রূপদান করেছেন; তিনি বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ বিত্র (জোড়হীন), তিনি বিত্র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্র (বিজোড়) সালাত পড়, হে আহলে কুরআন! (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, সহীহ তারগীব- ৫৮৮)

৪৪. তাহাজ্জুদের নিয়তে ওযূ করে ঘুমানোর উত্তম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফেরেশতাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে। (ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৫৯৪)

২. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে– এ নিয়ত (সংকল্প) করে যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় তাকে নিদ্রাভিভূত করে ফেলে এবং যদি এ অবস্থাতেই তার ফজর হয়ে যায়, তবে তার আমলনামায় তাই লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, সে যার নিয়ত (সংকল্প) করেছিল। আর তার ঐ নিদ্রা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সদকা (দান) রূপে প্রদত্ত হয়। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব- ৫৯৮)

৪৫. ঘুমানোর পূর্ববর্তী সময়ে তাসবীহ ও দুআর আমল

১. বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় শয়ন করার ইচ্ছা করবে তখন তুমি সালাতের জন্য ওযু করার মতো ওযু করে নাও, অতঃপর তোমার ডান পার্শ্বে শয়ন করে পাঠ কর–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার আত্মা সমর্পণ করেছি, তোমার দিকে আমি আমার মুখমণ্ডল ফিরিয়েছি, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করেছি এবং আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার দিকেই লাগিয়েছি (তোমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখেছি)। এসব কিছু তোমার (সওয়াবের) আশায় ও তোমার (আযাবের) ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল ও অবলম্বন নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ, তাতে আমি

ঈমান এনেছি এবং যে রাসূল প্রেরণ করেছ, তাঁর প্রতিও বিশ্বাস রেখেছি।

এ দুআ বলার পর যদি তোমার ঐ রাত্রেই মৃত্যু হয় তাহলে তোমার মরণ ইসলামী প্রকৃতির ওপর হবে।

(বুখারী- ৬৩১, মুসলিম-২৭১০, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. ফারওয়াহ ইবনে নাওফাল তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নাওফালকে বললেন, তুমি (কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন) পাঠ কর, অতঃপর নিদ্রা যাও। কারণ উক্ত সূরা শিরক থেকে মুক্তি পেতে উপকারী।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৬০২)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুটি এমন অভ্যাস, যাতে কোন মুসলিম যত্নবান হলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অভ্যাস দুটি বড় সহজ, কিন্তু এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম; প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পরে দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (পাঁচ ওয়াক্তে) এগুলোর সমষ্টি মুখে হলো মাত্র দেড়শত; কিন্তু (সওয়াবের) মীযানে হবে দেড় হাজার। অনুরূপ শয্যা গ্রহণের সময়ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার। ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে। মুখে এগুলোর সমষ্টি হলো একশত, কিন্তু (সওয়াবের পাল্লায়) মীযানে হবে এক হাজার।

(আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত জিক্‌র গুনতে দেখেছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অভ্যাস দুটি বড় সহজ, অথচ এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম, তা কী করে হয়? তিনি বললেন, (কারণ) শয়নকালে শয়তান তোমাদের কারো নিকট উপস্থিত হয়; অতঃপর ঐগুলো বলার পূর্বেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অনুরূপ সালাতের সময়ও উপস্থিত হয়, ফলে ঐগুলোর বলার পূর্বে তার কোন জরুরি কাজ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৬০৩)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রমযানের যাকাত পাহারা দেয়ার হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাতে শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাতে সে তাঁকে বলে যায়, বিছানায় শয়ন করে আয়াতুল কুরসী "اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। এতে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরায়রা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, জেনে রেখো ও সত্যই বলেছে, অথচ সে ভীষণ মিথ্যুক। তিন তিন রাত্রি তুমি কার সাথে কথা বলেছ তা জান কি আবু হুরায়রা? (আবু হুরায়রা বলেন) আমি বললাম, না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, সে ছিল শয়তান!

(বুখারী- ৩২৭৫, ইবনে খুযাইমা)

৪৬. রাত্রি জাগরণকালে যিক্‌রের গুরুত্ব

১. উবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে (ঘুমাতে ঘুমাতে) জেগে উঠলে বলে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ মহাপবিত্র। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান। আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (নড়া-চড়া, করার এবং) পাপ হতে ফেরার ও সৎকর্ম করার কোন সাধ্য কারো নেই।

অতঃপর সে ব্যক্তি যদি আল্লাহুম্মাগফিরলী, (অর্থাৎ আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও) বলে অথবা কিছু প্রার্থনা করে, তবে তা তার নিকট থেকে মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর যদি সে ওযু করে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত কবুল করা হয়। (বুখারী- ১১৫৪, আসহাবে সুনান)

৪৭. ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে মাসায়েল

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে; যা সে দেখেনি, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।) (বুখারী- ৭০৪২)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যেন কেউ তার স্বপ্নের মধ্যে শয়তানের খেলার কথা কারো নিকট বর্ণনা না করে।

(মুসলিম- ২২৬৮)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা ও মনগড়া কথার অন্যতম এই যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে না, তা দেখেছে বলে দাবি করা (বা প্রচার করা)। (আহমদ, সহীহুল জামে- ২২১১)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়। (বুখারী)

* মানুষ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মচক্ষুতে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে থাকে, যা সাধারণত তিন প্রকারের হয়।

১. **সত্য স্বপ্ন :** যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেখানো হয়। এ ধরনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। কারণ, সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের অহীর মতো না হলেও আল্লাহরই পক্ষ হতে ইলহাম হয়। (মুসলিম- ২২৬৩)

২. **অলীক স্বপ্ন :** এমন বস্তুর স্বপ্ন দেখে, যার ছবি মানুষ নিজ কল্পনায় ও খেয়ালে মনের পর্দায় খুব বেশিরূপে অঙ্কিত ও চিত্রিত করে থাকে। তাই যা কামনা অথবা আশঙ্কা করে স্বপ্নের মধ্যে তাই দেখে থাকে। এ ধরনের স্বপ্ন অলীক, যার কোনো তাৎপর্য নেই।

৩. **ভয়ানক স্বপ্ন :**এমন এক ধরনের স্বপ্ন, যা দেখে মানুষ অত্যন্ত ভয় পায়। অথবা কষ্ট ও দুঃখ পায়। এ ধরনের স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কারণ, শয়তান মুসলিমকে কষ্ট ও দুঃখ দিয়ে খুব তৃপ্তি লাভ করে।

(সূরা : মুজদালাহ ১০ আয়াত)

যেহেতু শয়তান মুসলিমের প্রকৃত শত্রু। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, যে দুঃস্বপ্ন দেখে সে যেন এ কাজগুলো করে–

ক. শয়নাবস্থায় বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে।

খ. শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

গ. যে দুঃস্বপ্ন দেখে, সেই মন্দ ও ক্ষতি থেকেও রক্ষা প্রার্থনা করে।

ঘ. পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করে।

ঙ. শয্যাত্যাগ করে সালাত পড়তে শুরু করে।

চ. আর এ স্বপ্নের কথা যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে।

(বুখারী-৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১, ২২৬২)

অবশ্য ভালো স্বপ্ন হলে আত্মীয়-বন্ধুকে বলতে পারে। (মুসলিম ২২৬১)

অন্যান্য স্বপ্ন প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বলতে নেই। কারণ, স্বপ্নের যে তা'বীর (তাৎপর্য) করা হয়, তাই সাধারণত বাস্তব হয়ে থাকে।

৪৮. তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তাহাজ্জুদ সালাত। রাতের শেষ তৃতীয়াংশ নিচের আসমানে আল্লাহ অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।

তাহাজ্জুদ সালাত সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا.

অর্থ : রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূপৃষ্ঠে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা প্রশান্তভাবে জবাব দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে। (সূরা ফুরকান : ৬৩-৬৪)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো, যে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো এমন লোক, যার কানে শয়তান পেশাব করে দেয়। (বুখারী- ১১৪৪, মুসলিম- ৭৭৪ নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে (ঘাড়ে) তিনটি গিঁট মেরে দেয়। প্রত্যেক গিঁটের সময় এ মন্ত্র পড়ে অভিভূত করে দেয়, তোমার এখনো লম্বা রাত বাকি। সুতরাং এখনও ঘুমাও। অতঃপর সে যদি জেগে আল্লাহর

জিক্র করে, তবে একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর ওযু করলে আর একটি বাঁধন খুলে যায়, অত:পর সালাত পড়লে সকল বাঁধন খুলে যায়। ফলে ফজরের সময় সে উদ্যম ও স্ফূর্তিভরা মন নিয়ে ওঠে। নতুবা (তাহাজ্জুদ না পড়লে) আলস্যভরা ভারী মন নিয়ে সে ফজরে ওঠে।

(মালেক, বুখারী- ১১৪২, মুসলিম- ৭৭৬ আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত।

(মুসলিম- ১১৬৩ আবু দাউদ, তিরমিযী নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হতে সর্বপ্রথম যা শুনেছি তা হলো, হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্ন দান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা সালাত পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৬১০)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে। তা শুনে আবু মালেক আশ'আরী (রা) বললেন, সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্ন দান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাতে মনোনিবেশ হয়; তার জন্য। (ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৬১১)

৬. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যখনই তা লাভ করে মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে। (মুসলিম- ৭৫৭)

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নিচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত- ১২২৩)

৮. আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তাহাজ্জুদের সালাতে অভ্যাসী হও। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের অভ্যাস, তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপ মোচনকারী এবং গুনাহ হতে বিতারণকারী আমল।

(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়া, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৬১৮)

৯. আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে রাত্রে ঘুম থেকে জাগিয়ে উভয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে অথবা দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, তখন তাদের প্রত্যেকের নাম (আল্লাহর) জিক্‌রকারী ও জিক্‌রকারিণীদের তালিকাভুক্ত হয়।

(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৬২০)

১০. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রতি (সন্তুষ্ট হয়ে) হাসেন এবং তাদের কারণে খুশী হন, (প্রথম) সেই ব্যক্তি যার নিকট নিজ দলের পরাজয় প্রকাশ পেলে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে যুদ্ধ করে। এতে সে হয় শহীদ হয়ে যায় নতুবা আল্লাহ তাকে সাহায্য (বিজয়ী) করেন ও তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। তখন আল্লাহ বলেন, আমার এ বান্দাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে কেমন ধৈর্য ধরেছে?

(দ্বিতীয়) সেই ব্যক্তি যার আছে সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম ও সুন্দর বিছানা। কিন্তু সে (এসব ত্যাগ করে) রাত্রে উঠে সালাত আদায় করে। এর জন্য আল্লাহ বলেন, সে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে নিদ্রা উপভোগ করতে পারত।

আর (তৃতীয়) সেই ব্যক্তি যে সফরে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কাফেলা। কিছু রাত্রি জাগরণ করে সকলে ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে শেষরাত্রে উঠে কষ্ট ও আরামের সময় সালাত আদায় করে। (ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব-৬২৩)

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দশটি আয়াত সালাতে পড়ে, সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে একশ'টি আয়াত সালাতে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে এক হাজারটি আয়াত সালাতে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়। (আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব-৬৩৩)

১২. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার (পূর্ণ) অযীফা (তাহাজ্জুদের সালাত, কুরআন ইত্যাদি) অথবা তার কিছু অংশ রেখে ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু তা যদি ফজর ও যোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয়, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াবই লিপিবদ্ধ করা হয়; যেন সে ঐ অযীফা রাত্রেই সম্পন্ন করেছে।

(মুসলিম- ৭৪৭ আবু দাউদ, তিরমিযী নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা)

৪৯. চাশ্তের সালাতের গুরুত্ব

১. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (পক্ষ থেকে) প্রদেয় সদকা রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হলো সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ পাঠ) সদকা, সৎকাজের আদেশকরণ সদকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকা। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্তের দুই রাকা'আত সালাত। (মুসলিম-৭২০)

২. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় সাদকা রয়েছে। সকলে বলল, এত সদকা দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকা। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে দুই রাকা'আত চাশতের সালাত তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৬৬১)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধ সফরে তারা বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে খুব শীঘ্রই ফিরে আসেন। লোকেরা তাদের যুদ্ধস্থানের নিকটবর্তিতা লব্ধ সম্পদের আধিক্য এবং ফিরে আসার দ্রুততা নিয়ে সবিস্তারে বিভিন্ন আলোচনা করতে লাগল। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্র, ওদের চেয়ে অধিকতর লব্ধ সম্পদ এবং ওদের চেয়ে শীঘ্র ঘরে ফিরে আসার কথার সন্ধান বলে দেব না? যে ব্যক্তি সকালে ওযু করে চাশ্তের সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ব্যক্তি ওদের চেয়ে নিকটতম যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করে, ওদের চেয়ে অধিকতর সম্পদ লাভ করে এবং ওদের চেয়ে অধিকতর শীঘ্র ঘরে ফিরে আসে।

(আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৬৬৩)

৪. উক্ববা ইবনে আমের জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমাংশে তুমি আমার জন্য চার রাকা'আত সালাত পড়তে অক্ষম হয়ো না, আমি তার প্রতিদানে তোমার দিনের শেষাংশের জন্য যথেষ্ট হব। (আহমদ, আবু ইয়ালা, সহীহ তারগীব-৬৬৬)

৫. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবে, সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হবে না। যে ব্যক্তি চার রাকা'আত পড়বে, সে আবেদগণের তালিকাভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকা'আত পড়বে, তার জন্য ঐ দিনে আল্লাহ (তার অমঙ্গলদের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আট রাকা'আত পড়বে, আল্লাহ তাকে একান্ত অনুগতদের তালিকাভুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি বারো রাকা'আত সালাত পড়বে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একগৃহ নির্মাণ করবেন। এমন কোন দিন বা রাত্রি নেই, যাতে আল্লাহর কোন অনুগ্রহ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা দানস্বরূপ উক্ত অনুগ্রহ করে থাকেন। আর তাঁর জিক্‌রে প্রেরণা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দার প্রতিই করেননি।

(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব- ৬৭১)

৫. জুমু‘আহ

১. জুমু‘আর সালাতের জন্য মসজিদে গমনের গুরুত্ব

জুমু'আর দিন হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন। জুমু'আর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এ দিনের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একটি হাদীসে জুমু'আর দিনকে 'আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জুমু'আর দিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

(সূরা জুমু'আহ : আয়াত-৯)

১. আবু লুবাবাহ বাদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এ দিনে রয়েছে ৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এ দিনে আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তাঁকে পৃথিবীতে অবতারণ করেছেন, এ দিনে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন কিছু বৈধ জিনিস প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে তা দিয়ে থাকেন। এ দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত, সমুদ্র এ দিনকে ভয় করে।

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে জুমু'আর উদ্দেশ্যে (মসজিদে) উপস্থিত হয়। অতঃপর মনোযোগ সহকারে (খুতবা) শ্রবণ করে ও নীরব থাকে, সে ব্যক্তির ঐ জুমু'আ থেকে দ্বিতীয় জুমু'আর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত এবং অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবা চলাকালে) কাঁকর স্পর্শ করে, সে অসার (ভুল) কাজ করে। (মুসলিম- ৮৫৭, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুম'আ হতে অপর জুমু'আ পর্যন্তও এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তীকালের সংঘটিত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়; যদি কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা হয় তবে। (মুসলিম-২৩৩)

৪. আওস ইবনে আওস সাক্বাফী (রা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথানিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খুতবা) শ্রবণ করে এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) সাওম ও সালাতের সওয়াব লাভ হয়।

(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৬৮৭)

২. বিনা ওজরে জুমু'আর সালাত ত্যাগ করার পরিণতি

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণীর লোকদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই, যারা জুমু'আতে অনুপস্থিত থাকে।

(মুসলিম ৬৫২, হাকেম)

২. আবু হুরায়রা (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর বলেছেন যে, কতেক সম্প্রদায় তাদের জুমু'আ ত্যাগ করা হতে অবশ্যই বিরত হোক নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম-৮৬৫, ইবনে মাজাহ)

৩. আবুল জা'দ যামরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমু'আ ত্যাগ করবে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।

(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-৭২৬)

৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জুম'আর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দানকালে বললেন, সম্ভবত: এমনও লোক আছে, যার নিকট জুম'আ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকে এবং জুম'আয় হাজির হয় না। দ্বিতীয় বারে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যার নিকট জুমু'আ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে থাকে এবং জুম'আয় হাজির হয় না। অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বললেন, সম্ভবত: এমন লোকও আছে, যে মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে থাকে এবং জুমু'আয় হাজির হয় না, তার হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।

(আবু ইয়া'লা সহীহ তারগীব-৭৩১)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পরপর তিনটি জুমু'আ ত্যাগ করল, সে অবশ্যই ইসলামকে নিজের পিছনে ফেলে দিল।

(আবু ইয়া'লা সহীহ তারগীব-৭৩২)

৩. আগে আগে মসজিদে আসার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নাপাকীর গোসলের মতো গোসল করে প্রথম সময়ে (মসজিদে গিয়ে) উপস্থিত হল, সে যেন একটি উষ্ট্রী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় উপস্থিত হলো, সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে পৌছল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট মেষ কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি মুরগি দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে পৌছল, সে যেন একটি ডিম দান করল। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবা দানের জন্য) বের হয়ে যান (মিম্বরে চড়েন) তখন ফেরেশতাগণ (হাজরী খাতা গুটিয়ে) যিক্র (খুতবা) শুনতে উপস্থিত হন।

(মালেক, বুখারী- ৮৮১, মুসলিম- ৮৫০, আবু দাউদ, নাসাঈ)

৪. কাতার ভেদ করে সামনে যাওয়ার পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমু'আর দিনে এক ব্যক্তি লোকদের কাতার চিরে (মসজিদের ভিতর) এল। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ।

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-৭১৩)

৫. খুতবা চলাকালীন কথা বলা নিষেধ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বললে তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমু'আহ) বাতিল করলে। (ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব-৭১৬)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেয়ার সময় যদি তুমি তোমার (কথা বলছে এমন) সঙ্গীকে 'চুপ কর' বল, তাহলে তুমিও অসার কর্ম করবে।

(বুখারী- ৯৩৪, মুসলিম- ৮৫১, আসহাবে সুনান, ইবনে খুযাইমা)

* 'অসার বা অনর্থক কর্ম করবে' এর টীকায় একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে; যেমন, তুমি জুমু'আর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা তোমারও কথা বলা হবে অথবা তুমিও ভুল করবে অথবা তোমার জুমু'আ বাতিল হয়ে যাবে অথবা তোমার জুমু'আ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে-ইত্যাদি। তবে বিশেষজ্ঞ ওলামার নিকট শেষোক্ত ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করল, তার স্ত্রীর সুগন্ধি (আতর) থাকলে তা ব্যবহার করল, উত্তম লেবাস পরিধান করল, অতঃপর (মসজিদে এসে) লোকদের কাতার চিরে (আগে অতিক্রম) করল না এবং ইমামের উপদেশ দানকালে কোন বাজে কর্ম করল না, সে ব্যক্তির জন্য তা উভয় জুমু'আর মধ্যবর্তী কৃত পাপের কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করল এবং লোকদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করল, সে ব্যক্তির জুমু'আ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব- ৭২০)

৬. সূরা কাহাফ পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায়

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমু'আর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে। (নাসাঈ, বায়হাকী, হাকেম, সহীহ তারগীব -৭৩৫)

৬. কুরআন

১. কুরআন শিক্ষা ও শিখানোর গুরুত্ব

১. উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। (বুখারী- ৫০২৭)

২. উক্ববাহ্ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা সুফফা হতে (মসজিদে নববীর এক বিশেষ স্থান, যেখানে দরিদ্র মুহাজিরগণ অবস্থান করতেন) ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রত্যহ বাত্বহান (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) অথবা আক্বীক্ব (মদীনার এক উপত্যকা) গিয়ে দুটি করে বড় বড় কুজবিশিষ্ট উটনী নিয়ে আসবে, যাতে কোন পাপ ও নাহক করা অধিকার হরণও হবে না? আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করে।' তিনি বললেন, তাহলে সে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা অথবা (বুঝে) মুখস্থ করো না কেন? এটাই দুটি উটনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উটনী, ৪টি আয়াত ৪টি উটনী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উটনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (মুসলিম- ৮০৩)

২. সুদক্ষ ক্বারী-হাফেযের মাহাত্ম্য

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মতো হিফযকারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পুত:চরিত্র লিপিকার (ফেরেশতাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ও-ও' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। (একটি তিলাওয়াত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুণ।) (মুসলিম- ৭৯৮)

৩. কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখনই কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে ও আপোসে অধ্যয়ন করে তখনই তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, ফেরেশতামণ্ডলী তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়। আর আল্লাহ্ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করে থাকেন। (মুসলিম-২৬৯৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গাভীন উটনী পাবে?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভীন উটনী অপেক্ষা উত্তম।! (মুসলিম- ৫৫২)

৪. আহলে কুরআনের মাহাত্ম্য

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানবমণ্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহলে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদানুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হলো আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক। (আহমদ, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে-২১৬৫)

৫. কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি মাত্র অক্ষর পাঠ করে, সে ব্যক্তি একটি নেকী লাভ করে। আর একটি নেকী দশগুণ বর্ধিত করা হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর।" (তিরমিযী, সহীহুল জামে- ৬৪৬৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! ওকে (কুরআন পাঠকারীকে) অলংকৃত করুন। সুতরাং ওকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন। সুতরাং ওকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, 'হে প্রভু! আপনি ওর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।' সুতরাং

আল্লাহ্ তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি পাঠ করতে থাক, আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।' এবং প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়ার বৃদ্ধি করা হবে। (তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮০৩০)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, 'পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে ধীরে, শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর; যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে। যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহ্ জামে-৮১২২)

৪. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন তিলওয়াতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, '(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে। (আহমদ, সহীহুল জামে-৮১২১)

৫. তামীম দারী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (সালাতের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। (আহমদ, নাসাঈ, দারেমী, সিলসিলাহ, সহীহাহ-৬৪৪)

৬. সূরা ফাতেহার মর্যাদা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উম্মুল কুরআন' (কুরআনের জননী) সম্পর্কে বলেছেন, এটাই হলো (সে সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত আমাকে প্রদত্ত) সপ্তপদী (সূরা), যা সালাতে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং তা হলো মহা কুরআন। (বুখারী- ৪৭০৪)

২. আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে সালাত পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর সালাত শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমি সালাত পড়ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে (রাসূল) ডাকে ....?

(সূরা আনফাল- ২৪)

অতঃপর তিনি বললেন, মসজিদ থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের মধ্যে মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব না কি? অতঃপর তিনি

আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি বলেছিলেন, "আমি তোমাকে কুরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব।" তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এটাই হলো সে সপ্তপদী (সূরা), যা সালাতে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়, আর সেটাই হলো মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে। (বুখারী-৫০০৬)

৭. সূরা বাক্বারা ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুরই চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাক্বারাহ ....।"
(সিলসিলাহ সহীহাহ- ৫৮৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁকে বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার কাছে যে আল্লাহ তা'আলার কিতাব রয়েছে তার মধ্যে কোন আয়াতটি মহত্তম? আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই অধিক ভালো জানেন। তিনি পুনরায় বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার কাছে যে আল্লাহ তা'আলার কিতাব রয়েছে, তার মধ্যে কোন আয়াতটি মহত্তম?" আমি বললাম, اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

উবাই বলেন, একথা শুনে তিনি আমার বুকে (মৃদু) আঘাত করে (সাবাসী দিয়ে) বললেন, ইলম তোমার জন্য মোবারক হোক, হে আবুল মুনযির! (মুসলিম-৮১০)

৩. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হবে না।
(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে- ৬৪৬৪)

৮. সূরা বাক্বারার শেষ দু আয়াতের গুরুত্ব

১. আবু মাসউদ বদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট হবে।" (বুখারী- ৫০০৮, মুসলিম- ৮০৭)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় ওপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। ওপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, 'এ শব্দটি আসমানের

এক দরজার শব্দ যা আজ খোলা হলো; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কখনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফেরেশতা অবতরণ করেন।' অতঃপর তিনি বললেন, তিনি এমন এক ফেরেশতা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, (হে মুহাম্মদ!) আপনি দুটি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হলো) সূরা ফাতেহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে। (মুসলিম- ৮০৬)

৯. সূরা বাক্বারা ও আলে ইমরানের ফযীলত

১. আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারা ও আলে ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখির ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারা পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বরকত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না। মু'আবিয়াহ ইবনে সাল্লাম বলেন, আমি শুনেছি যে, বাতেলপন্থী অর্থাৎ যাদুকর দল। (মুসলিম- ৮০৪)

২. নাউওয়াস ইবনে সামআন কিলাবী (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কুরআনকে হাজির করা হবে এবং আহলে কুরআনকেও, যারা তার মুতাবেক আমল করত। যার সর্বাগ্রে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা দুটি যেরূপ হাজির হবে তার) তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি এখনও ভুলে যাইনি তিনি বলেছেন, যেন সে দুটি দু খণ্ড মেঘ অথবা কালো ছায়া, যার মাঝে থাকবে দীপ্তি, অথবা যেন উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, উভয়েই তাদের স্বপক্ষে (পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। (মুসলিম-৮০৫)

১০. সূরা কাহফের গুরুত্ব

১. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শুরুর দিকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে ব্যক্তি দাজ্জাল (এর অনিষ্ট) থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (মুসলিম- ৮০৯)

২. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য দুই জুমু'আর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। (হাকেম, বায়হাকী, সহীহুল জামে-৬৪৭০)

৩. বারা' (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করছিল। তার পাশে ছিল দুই লম্বা রশিতে বাঁধা এক (নর) ঘোড়া। ইত্যবসরে এক খণ্ড মেঘ এসে ঘোড়াটিকে আচ্ছাদন করে ফেলল। মেঘখণ্ডটি একটু একটু করে নিকটবর্তী হতে লাগল। আর ঐ লোকটির ঘোড়াটি লাগল চকতে। অতঃপর সকাল হলে লোকটি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ঐ বৃত্তান্ত খুলে বলল। তা শুনে তিনি বললেন, ওটা ছিল প্রশান্তি; যা কুরআনের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(বুখারী- ৫০১১, মুসলিম- ৭৯৫)

১১. তাসবীহ-বিশিষ্ট সূরার ফযীলত

১. ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শয়ন করার আগে শুরুতে তাসবীহ (সুবহানা সাব্বাহা, য়্যুসাব্বিহু, ও সাব্বিহ) বিশিষ্ট (বনী ইসরাঈল, হাদীদ, হাশর, ছাফ, জুমু'আহ, তাগাবুন ও আলা এ সাতটি) সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, "ঐ সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত নিহিত আছে, যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (তিরমিযী- ২৩৩৩)

১২. সূরা মুলকের ফযীলত

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কুরআনের মধ্যে ৩০টি আয়াত-বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। সূরাটি হলো, 'তাবা রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুলক। (আবু দাউদ, তিরমিযী- ২৩১৫)

১৩. সূরা 'ইখলাস' ও 'কা-ফিরূন'-এর ফযীলত

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' পাঠ করবে, তার এক-চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে। আর যে ব্যক্তি 'কূল হুআল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে তার এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে।

(তিরমিযী, সহীহুল জামে- ৬৪৬৬)

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাকে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক রাত্রে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে সমর্থ হবে? এতে সকলের নিকট বিষয়টি ভারী মনে হলো। বলল, 'এ কাজ আমাদের মধ্যে কে পারবে, হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বললেন, কূল হুআল্লাহু আহাদ' হলো এক-তৃতীয়াংশ কুরআন। (বুখারী- ৫০১৫)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম ﷺ (ঘর হতে) বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, আমি তোমাদের মাঝে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব। অতঃপর তিনি 'কূল হুআল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। (মুসলিম- ৮১২)

৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার গোত্রের লোকদের ইমাম ছিল। সে সালাতে প্রত্যেক সূরার সাথে 'কূল হুআল্লাহু আহাদ' মিলিয়ে নিয়মিত পাঠ করতো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিয়মিত এ সূরা কেন পাঠ কর? লোকটি বলল, আমি সূরাটিকে ভালোবাসি।' তিনি বললেন, ঐ সূরাটির প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (তিরমিযী-২৩২৩)

৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে এক (জিহাদের) সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে প্রেরণ করলেন। সে তাদের সালাতের ইমামতিকালে প্রত্যেক সূরার শেষে 'কূল হুঅল্লাহু আহাদ' যোগ করে ক্বিরাআত শেষ করত। যখন তারা ফিরে এল, তখন সে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করল। তিনি বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে? সুতরাং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, কারণ, সূরাটিতে পরম দয়ালু (আল্লাহর) গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি ওটাকে (বারবার) পড়তে ভালোবাসি। একথা শুনে তিনি বললেন, তাকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী- ৭৩৭৫, মুসলিম- ৮১৩)

৬. মু'আয ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি 'কুল হুআল্লা-হু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করবেন। (আহমদ, প্রমুখ, সিসিলাহ সহীহাহ- ৫৮৯)

৭. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (এক স্থানে) গমন করলাম। তিনি এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, সে 'কুল হুআল্লা আহাদ' পড়ছে। অত:পর তিনি বললেন, অনিবার্য। আমি বললাম, কী অনিবার্য? তিনি বললেন, জান্নাত। (সহীহ তিরমিযী-২৩২০)

১৪. সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস'-এর মর্যাদা

১. উক্ববাহ্ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদা বললেন, তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার ওপর কতকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হলো) কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। (মুসলিম-৮১৪, তিরমিযী)

নোট : সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলেও ছিল। প্রত্যেক ফজর ও মাগরিবের পর এ সূরা তিনটি পড়তে বলা হয়েছে হাদীসে।

৭. আল্লাহর স্মরণ ও দুআর গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফের-৬০)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

অর্থ : আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি। (সূরা বাকারা-১৮৬)

নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল, অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন। (আবু দাউদ- ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)

১. নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, দুআই তো ইবাদত। (আবু দাউদ -১৪৭৯, তিরমিযী- ২৯৬৯, ইবনে মাজাহ- ৩৮৭৩)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো দুআ। (হাকেম, সহীহুল জামে- ১১২২)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন।

(তিরমিযী- ৩৩৭৩, ইবনে মাজাহ- ৩৮৭২)

৪. সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দুআ ছাড়া অন্য কিছু তকদীর রদ (খণ্ডন) করতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না। (তিরমিযী-২১৩৯, সহীহুল জামে-৭৩৭)

১. অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুআ করার মাহাত্ম্য

১. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা)! বলেন, যে কোনও মুসলিম বান্দা তার অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্য দুআ করে, তখনই ফেরেশতা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত এক ফেরেশতা থাকেন। যখনই সে তার ভাইয়ের কোন মঙ্গলের দুআ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা বলেন, 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ। (মুসলিম- ২৭৩২)

২. দুআ করার গুরুত্বপূর্ণ সময়

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সিজদা অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশি বেশি করে দুআ কর। (মুসলিম-৪৮২ আবু দাউদ-৮৭৫, নাসাঈ-১১৩৭)

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আযান ও ইক্বামতের মাঝে দুআ রদ করা হয় না। অর্থাৎ, কবুল করা হয়।

(আবু দাউদ- ৫২১, তিরমিযী ২১২, সহীহুল জামে- ৩৪০৮)

৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দুই সময়ে দুআ রদ করা হয় না অথবা খুব কম রদ করা হয়; আযানের সময় দুআ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সাথে যুদ্ধ চলার সময় দুআ। (আবু দাউদ-২৫৪০, সহীহুল জামে-৩০৭৯)

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী, মুসলিম-৭৫৭)

৫. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যখনই তা লাভ করে

মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে। (মুসলিম- ৭৫৭)

৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি (সামান্য) মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা সালাত পড়া অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন। (বুখারী- ৯৩৫, মুসলিম, মিশকাত- ১৩৫৭)

৭. আবু উমামাহ (রা) বলেন, 'রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুআ বেশি কবুলের যোগ্য? উত্তরে তিনি বললেন, রাতের শেষাংশে এবং ফরয সালাতসমূহের পশ্চাতে। অর্থাৎ, সালাম ফিরানোর আগে।

(তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ১৬৪৮)

৩. দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে পাপের দুআ, জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার দুআ এবং দুআতে তাড়াতাড়ি করে। বলে, দুআ করলাম কিন্তু কবুল হলো না।

(বুখারী- ৬৩৪০, মুসলিম- ২৭৩৫)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে। যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া কেমন? বললেন, এই বলা যে, দুআ করলাম, আরো দুআ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না। ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ করাই ত্যাগ করে বসে। (মুসলিম- ৪/২০৯৬)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এ দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।

(তিরমিযী- ৫/৫১৭, হাকেম, সহীহুল জামে- ২৪৫)

৪. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দান করবে, নচেৎ সম্ভবত আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে কোন শাস্তি প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে, কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না। (তিরমিযী- ২১৬৯, সহীহুল জামে-৭০৭০)

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ পবিত্র; তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন, যে আদেশ রাসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। (সূরা মু'মিনুন- ৫১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর...। (সূরা বাকারা -১৭২)

অতঃপর রাসূল ﷺ সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধুসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! বলে (দুআ করে) কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেন তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে? (মুসলিম- ১০১৫, তিরমিযী- ২৯৮৯)

৪. সন্তানের ওপর বদদুআ করার পরিণাম

১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ওপর, তোমাদের সন্তান-সন্ততির ওপর, তোমাদের ভৃত্যদের ওপর এবং তোমাদের সম্পদের ওপরও বদ্ দুআ করো না। যাতে আল্লাহর পক্ষ হতে এমন মুহূর্ত তোমাদের অনুকূল না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে কিছু প্রার্থনা করলে তোমাদের জন্য তা মঞ্জুর করা হয়। (মুসলিম-৩০০৯, সহীহুল জামে-৭১৪৪)

৫. সকাল-সন্ধ্যায় পঠনীয় দু'আ ও তাসবীহ

১. মু'আয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, তার পিতা বলেছেন, একদা আমরা বৃষ্টিময় ঘোর অন্ধকার রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাদের সালাতের ইমামতি করবেন। আমরা তাকে পেয়ে গেলে তিনি বললেন, 'বল।' আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, 'বল।' আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, 'বল' এবারে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কী বলব? তিনি বললেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু

বিরাব্বিন্নাস' সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে বল, প্রত্যেক জিনিস থেকে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব- ৬৪৩)

২. শাদ্দান ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সাইয়েদুল ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠতম দুআ) বান্দার এ বলা–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

(আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী ওয়াআনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়াঅ'দিকা মাসতাত্বা'তু আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়াআবুউ বিযামবী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লাহ আন্তা)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার ওপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তা পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রভাতকালে এর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী- ৬৩০৬, তিরমিযী, নাসাঈ)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গতরাতে এক

বিচ্ছুতে আমাকে দংশন করলে বড় কষ্ট হয়! তিনি বললেন, শোন! তুমি যদি সন্ধ্যার সময় (নিম্নের দুআ) বলতে, তাহলে বিচ্ছু তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্ব'

অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর উসীলায় তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মালেক, মুসলিম- ২৭০৯, আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধা বেলায় ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ" (অর্থাৎ আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যে সওয়াবপুঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার চেয়ে অধিক আর অন্য কেউ উপস্থিত করতে পারবে না। অবশ্য সে পারবে যে তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ জিকর পাঠ করে থাকবে। (মুসলিম-২৬৯২, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৫. উক্ত হাদীসটিকে ইবনে আবিদ্দুনয়া এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন। হাকেমের শব্দাবলী নিম্নরূপ–

যে ব্যক্তি প্রভাতকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যাকালে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ' পাঠ করে সে ব্যক্তির পাপরাশি সমুদ্রের ফেনার চেয়ে অধিক হলেও ক্ষমা হয়ে যায়। (সহীহ তারগীব- ৬৪৭)

৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। প্রত্যহ একশতবার পাঠ করবে সে ব্যক্তির দশটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হবে। তার আমলনামায় ১০০টি নেকী লিপিবদ্ধ হবে, তার ১০০টি পাপ মোচন করা হবে, আর ঐ জিকর তার

পড়ার দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে। এর চেয়ে অধিক যে পাঠ করবে সে ছাড়া (কিয়ামতে) আর অন্য কেউ তার অনুরূপ সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না। (বুখারী- ৩২৯৩ নং, মুসলিম ২৬৯১)

৭. উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কোনও বান্দা প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় (নিম্নের দুআ) তিনবার পাঠ করবে, তাকে কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মাআসমিহী শাইয়্যুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ী ওয়াহুয়াস্ সামীউল আলীম।'

অর্থ : সেই আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছি। যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোনও বস্তু অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা। (আবু দাউদ, নাসাঈ, মাজাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব-৬৪৯)

৮. আমর ইবনে শুআইব তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর (আমরের) পিতামহ হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও সূর্য অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তার জন্য তা ১০০টি (মক্কার কুরবানীযোগ্য) উষ্ট্রী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে তার জন্য তা আল্লাহর পথের (জিহাদের) জন্য সওয়ারী ১০০টি ঘোড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তার জন্য তা ১০টি ক্রীতদাস স্বাধীন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' বলবে সে ব্যক্তির আমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কিয়ামতে আর অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। অবশ্য যদি কেউ তারই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ জিকর বলে থাকে, তবে সে পারবে। (নাসাঈ, সহীহ তারগীব- ৬৫১)

৯. উবাই ইবনে কা'ব (র) হতে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুরের খামার ছিল। সেখান হতে খেজুর কমে যাচ্ছিল। তাই এক রাত্রিতে তিনি পাহারা দিতে থাকলেন। হঠাৎ তিনি তরুণের ন্যায় এক জন্তু দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন, সে তাঁর সালামের উত্তরও দিল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, কে তুমি? জিন অথবা ইনসান? সে বলল, আমি জ্বীন।' তিনি বললেন, 'কোথায় তোমার হাতটা আমাকে দেখতে দাও।' সে তার হাত দেখতে দিল। তার হাত ছিল ঠিক কুকুরের পায়ের মতো। তার দেহের লোমও ছিল কুকুরের মতো। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'জ্বীনের সৃষ্টিগত আকৃতি কি এটাই?' সে বলল, 'জ্বীনরা জানে যে তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক বলবান পুরুষ আর কেউ নেই।' তিনি বললেন, এখানে কী জন্য এসেছ? সে বলল, 'আমরা খবর পেলাম, তুমি দান করতে ভালোবাসা। তাই তোমার খাদ্যসম্ভার হতে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কী? সে বলল, '(উপায়) সূরা বাক্বারার এ আয়াত পাঠ (আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম)। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল অবধি আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সকালে তা পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।

অতঃপর সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে রাতের বৃত্তান্ত উল্লেখ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, "খবীস সত্যই বলেছে।"

(নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৬৫৫)

৬. অধিক সাওয়াববিশিষ্ট তাসবীহ

১. জুয়াইরিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি ফযরের সালাত পড়ে তার জায়নামাযে বসে (তাসবীহ পাঠেরত) ছিলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐ সময় তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে (কোথাও) গেলেন। অতঃপর ঠিক চাশতের সময় ফিরে এসে দেখলেন, জুয়াইরিয়্যাহ তখনো জায়নামাযে বসে আছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি সেই অবস্থায় এখনো বসে আছ, যে অবস্থায় আমি তোমাকে (ফজরের সময়) ছেড়ে গেছি? জুয়াইরিয়্যাহ বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তোমার (নিকট থেকে যাওয়ার) পর চারটি কলেমা তিনবার পাঠ করেছি; সে কয়টিকে যদি তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তা দিয়ে ওজন কর, তবে অবশ্যই পরিমাণে সমান হয়ে যাবে। আর তা হলো–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

অর্থ : আল্লাহ সুপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা। (আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই।) (মুসলিম- ২৭২৬)

৭. বাজারে তাসবীহ-তাহলীল পড়ার গুরুত্ব

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) পাঠ করে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মার্জনা করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর ওপর সর্বশক্তিমান।

(তিরমিযী ২৭২৬, ইবনে মাজাহ ১৮১৭)

৮. মজলিস থেকে উঠার সময় তাসবীহ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে, যাতে শোর-গোল বেশি হয়ে থাকে, তবে ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে (নিম্নের দুআ) বলে, তবে উক্ত মজলিসে তার কৃত গুনাহসমূহকে মার্জনা করা হয়। (দুআটি নিম্নরূপ)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তওবা (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করছি। (তিরমিযী- ২৭৩০)

৯. জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি 'ভাণ্ডার'

১. আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাইস! তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে এক ভাণ্ডারের কথা বলে দেব না কি? আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, বল, লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ। (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সৎকর্ম করার ও পাপ থেকে ফিরানো কারো কোন ক্ষমতা নেই। (বুখারী- ৬৪০৯, মুসলিম- ২৭০৪)

১০. দরূদ পাঠের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন (রহমত বর্ষণ করেন) এবং তাঁর ফেরেশতাবর্গ তাঁর জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর জন্য দরূদ পড় এবং উত্তমরূপে সালাম পাঠ কর। (সূরা আহযাব-৫৬)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন। (মুসলিম- ৪০৮)

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, (তার বিনিময়ে) সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। (নাসাঈ- ১২৩০)

৩. আমের ইবনে রাবী'আহ হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। সুতরাং বান্দা চাহে তা কম করুক অথবা বেশি করুক।

(আহমদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ১৬৬৯)

৪. আওস ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি যত বেশি আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি মর্যাদায় তত বেশি আমার নিকটবর্তী হবে। (বায়হাকী, সহীহ তারগীব- ১৬৭৩)

৫. উমর (রা) ও আলী (রা) বলেন, প্রত্যেক দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মঝে লটকে থাকে, (আকাশে ওঠে না বা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না) যতক্ষণ না নবীর ওপর দরূদ পাঠ করা হয়।

(তিরমিযী, তাবারানী, সহীহ তারগীব- ১৬৭৫, ১৬৭৬)

৬. আলী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি (সবচেয়ে বড়) বখীল বা কৃপণ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না। (তিরমিযী, নাসাই, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব-১৬৮৩)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পড়তে ভুল করল, সে আসলে জান্নাতের পথ ভুল করল।

(ইবনে মাজাহ, তাবারানী, সহীহ তারগীব- ১৬৮২)

৮. হাসান ইবনে মালেক ইবনে হুয়াইরিস তার পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতামহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে উপনীত হলেন। প্রথম ধাপে উঠেই বললেন, 'আমীন'। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন, 'আমীন'। অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও উঠে বললেন, 'আমীন।' অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করুন। তখন আমি (প্রথম) 'আমীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে, আল্লাহ্ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়বার) 'আমীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়বার) 'আমীন' বললাম।

(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৯৮২)

৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহ বানিয়ে নিও না। তোমরা (যেখানে থাক, সেখান হতেই) আমার ওপর দরূদ পাঠ কর। যেহেতু (ফেরেশতার মাধ্যমে) তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছে থাকে। (আবু দাউদ-২০৪২, সহীহুল জামে-৭২২৬)

* বলাই বাহুল্য যে, কারো মাধ্যমে মদীনায় সালাম পাঠানো ভুল। যেহেতু সালামের দূত ফেরেশতার সালামই নিশ্চয়তার সাথে পৌছে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষ পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতে পারে, মারা যেতে পারে, ভুলে যেতে পারে। তার পৌছতে দেরী হবে; কিন্তু ফেরেশতা বিদ্যুতগতির চেয়ে আরো বেশি বেগে সে সালাম মহানবী ﷺ-এর খিদমতে পেশ করবেন।

১১. মজলিসে জিকর এবং দরূদ পাঠ করা

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে সম্প্রদায়ই এমন কোন মজলিসে বসে, যেখানে তারা আল্লাহর জিকর করে না এবং নবী ﷺ এর ওপর দরূদ পাঠ করে না, সে সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর পরিণাম হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী- ২৬৯১, বায়হাকী, আহমদ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহা ৭৪)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে কোনও সম্প্রদায় কোন মজলিস থেকে আল্লাহর জিকর না করেই উঠে গেল, তারা যেন মৃত গাধার মতো কোন কিছু হতে উঠে গেল। আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষতি ও পরিতাপ। (আবু দাউদ- ৪৮৫৫, নাসাঈ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ- ৭৭)

* এখানে লক্ষণীয় যে, উচ্চস্বরে, সমস্বরে বা জামাআতী দরূদ-জিকিরের কথা বলা হয়নি। আসলে জামাআতী দরূদ-জিকির হলো বিদ'আত।

আল্লাহর জিকর ছাড়া অন্য কথা বেশি বলা হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়ার একটি কারণ। আর এমন হৃদয় আল্লাহর নিকট থেকে অনেক দূরে। (তিরমিযী-৩৩৮০)

অতএব, যে মজলিস আল্লাহর কথা আলোচনার জন্য নয়, সে মজলিসে অংশগ্রহণ করে অযথা সময় নষ্ট করলে মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে। কোন নসীহতে সে হৃদয় নরম হবে না, কারো ব্যথায় সে হৃদয় আহা করবে না। আর কিয়ামতে হবে বড় পরিতাপ ও আফসোসের বিষয়।

১২. রাসূল ﷺ-এর নাম শুনে দরূদ পড়া

১. হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, বখীল তো সে ব্যক্তি যার নিকট আমার (নাম) উল্লেখ হয়, অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ে না।"

(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান- ৯০৯, হাকেম- ১/৫৪৯, সহীহ্ জামে- ২৮৭৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তি; যার নিকট আমার (নাম) উল্লেখ হলো অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না। লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তি, যার নিকট রমযান মাস এসে উপস্থিত হলো অথচ তার গুনাহ-খাতা মাফ হওয়ার আগেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। আর লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তিও, যার নিকট তার পিতা-মাতা উভয়ে অথবা তাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হলো অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। (অর্থাৎ, তাদের খিদমত করে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।)

(তিরমিযী, হাকেম- ১/৫৪৯ সহীহ্ জামে- ৩৫১০)

১৩. অত্যাচারিত, মুসাফির এবং পিতা-মাতার বদ দুআ

১. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তিনটি দুআ এমন আছে, যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং সন্তানের ওপর তার মা-বাবার বদদুআ।

(তিরমিযী-৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ-৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহা-৫৯৬)

৮. জানাযা ও তার পূর্বকালীন কর্ম সমূহ

১. মৃত্যু-কামনা করার পরিণাম

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন বিপদ-রোগ এলে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যু-কামনা না করে। আর যদি একান্ত করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মৃত্যু দাও। (বুখারী- ৫৬৭১, মুসলিম- ২৬৮০)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মৃত্যু আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তা কামনা না করে এবং তা চেয়ে দুআও না করে। যেহেতু তোমাদের কেউ মারা গেলে, তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মু'মিনের জীবন তো মঙ্গলই বৃদ্ধি করে থাকে। (মুসলিম ২৬৮২)

৩. উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা পীড়িত হলে তিনি তাঁর নিকট এলেন। আব্বাস মৃত্যু কামনা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে চাচাজান! মৃত্যু কামনা করবেন না। কারণ, আপনি নেক লোক হলে এবং হায়াত বেশি পেলে বেশি-বেশি নেকী করে নিতে পারবেন; যা আপনার জন্য মঙ্গলময়। আর গুনাহগার হলে এবং বেশি হায়াত পেলে আপনি গুনাহ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন, সুতরাং তাও আপনার জন্য মঙ্গলময়। অতএব মৃত্যু কামনা করবেন না। (হাকেম-১/৩৩৯, আহকামুল জানায়েয, আলবানী-৪ পৃ)

২. মৃতের জন্য মাতম করার পরিণাম

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করার ফলে কবরে তাকে আযাব দেয়া হয়।

(বুখারী- ১২৯২, মুসলিম- ৯২৭, ইবনে মাজাহ- ১৫৯৩, নাসাঈ)

* মৃতব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারবর্গকে নিজ মৃত্যুর দরুণ মাতম করার অসিয়ত করে অথবা মাতম না করার অসিয়ত না করে মারা গেলে এবং এর ফলে তার পরিবারবর্গ মাতম করে কান্নাকাটি করলে তার কবরে আযাব হবে।

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে, যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হলো) বংশের খোঁটা দেয়া এবং (দ্বিতীয়টি হলো,) মৃতের জন্য মাতম করা। (মুসলিম- ৬৭)

৩. আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হলো জাহেলিয়াতের প্রথা যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (সেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা জাহান্নামের আগুনের তৈরি) কামীজ পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। (মুসলিম- ৯৩৪, ইবনে মাজাহ- ১৫৮)

৪. উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ (মক্কা থেকে মদীনায় এসে) মারা যান, তখন আমি বললাম, বিদেশী বিদেশে থেকেই মারা গেল! আমি তার জন্য এত কান্না কাঁদব যে, লোকমাঝে তার চর্চা হবে। এরপর আমি স্বামীর জন্য কাঁদার প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। এমন সময় মদীনার পার্শ্ববর্তী পল্লী থেকে এক মহিলা আমার মাতমে যোগদান করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলো।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সামনে এসে বললেন, যে ঘর থেকে আল্লাহ শয়তানকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন, সে ঘরেই তুমি কি শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও? এরূপ তিনি দু'বার বললেন। ফলে কান্না করা হতে আমি বিরত হলাম, আর কাঁদলাম না। (মুসলিম- ৯২২)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে, গলা ও বুকের কাপড় ফাঁড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকদের) মতো ডাক ছেড়ে মাতম করে! (বুখারী- ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম- ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- ১৫৮৪, আহমদ, ইবনে হিব্বান)

* বর্তমান পরিবেশেও মাতম করে কান্না করা মহিলাদের একটি শিল্পকলা। তাই দেখা যায়, যে মাতম করে কাঁদে, লোক মাঝে তার নাম করা হয় এবং যে কাঁদে না তার বদনাম হয়। সুতরাং এসব হাদীস শুনে ঐ হতভাগীদের অভিভাবকরা সোচ্চার হবেন কি? আল্লাহ এ সমাজের নারী-পুরুষকে সুমতি দান করুন। আমীন।

৩. মুর্দাকে গোসল ও কাফনের গুরুত্ব

১. আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন (মৃত) মুসলিমকে গোসল দেয়, অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশবার ক্ষমা করে দেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে তার পাপরাশি হতে সেই দিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে বের হয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তার চল্লিশটি গুনাহ মাফ করা হয়।

আর যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে কাফন পড়াবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতের সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি তার জন্য কবর খুঁড়ে তাতে তাকে দাফন করবে, আল্লাহ তার জন্য এমন এক গৃহের সওয়াব জারী করে দেবেন, যা সে কিয়ামত পর্যন্ত বাস করার জন্য দান করে থাকে। (হাকেম, বায়হাকী, তাবারানীর কাবীর, কাবীর, আহকামুল জানায়েয- ৫১পৃ.)

২. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেয়, অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহকে গোপন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে (পরকালে) সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র পরিধান করাবেন। (ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ-২৩৫৩)

৪. জানাযায় গমনের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে সালাত পড়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার হবে এক 'ক্বীরাত্ব' নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার দুই 'ক্বীরাত্ব' নেকী। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'দুই ক্বীরাত্ব' কী? তিনি বললেন, "দু' সুবৃহৎ পর্বত সমতুল্য।" (বুখারী- ১৩২৫, মুসলিম- ৯৪৫)

২. আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস সাওবান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত পড়ে, তার এক ক্বীরাত' সওয়াব লাভ হয়। অতঃপর যদি সে লাশ দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তবে তার দু' ক্বীরাত' সওয়াব লাভ হয়। আর 'ক্বীরাত্ব' হলো উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। (মুসলিম- ৯৪৬)

৫. জানাযায় ভালো লোক বেশি হওয়ার গুরুত্ব

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মাইয়্যেতের জন্য ১০০ জনের মতো মুসলিমের জানাযা পড়ে, প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, তার জন্য (আল্লাহর দরবারে) তাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হয়।

(আহমদ, মুসলিম- ৯৪৭, তিরমিযী, নাসাঈ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (ইবনে মাজাহ -১২০৯)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযায় যদি ৪০ জন এমন লোক সালাত পড়ে, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (শিরক) করেনি, তাহলে আল্লাহ তাদের সুপারিশ তার জন্য কবুল করে নেন। (আহমদ, মুসলিম-৯৪৮, আবু দাউদ)

৩. মালেক ইবনে হুবাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার জন্যে মুসলিমদের, তিন কাতার লোক জানাযা পড়ে, তাহলে তার জন্য (জান্নাত) অনিবার্য হয়ে যায়। (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।")

মারছাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইয়াযানী বলেন, মালেক (র) জানাযায় অংশগ্রহণকারী লোক কম দেখলে সকলকে তিন কাতারে ভাগ করে দিতেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী- ২৭১৪)

৬. শিশুর মৃত্যুতে পিতামাতার ধৈর্যধারণের নির্দেশ

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসলিম ব্যক্তির নাবালক তিনটি শিশু মারা যায়, আল্লাহ তাকে তাদের, তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে জান্নাত দান করবেন। (বুখারী- ১৩৮১)

২. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, মহিলারা একদা নবী করীম ﷺ-কে বলল, আমাদের (শিক্ষার) জন্য আপনার একটা দিন নির্ধারণ করুন। কারণ, আপনার নিকট আমাদের ওপর পুরুষরাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং তিনি তাদের জন্য একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঐ দিনে তাদেরকে সাক্ষাৎ করে নসীহত করলেন এবং বহু কিছুর আদেশ দান করলেন। তাদেরকে তিনি ঐ দিনে যা বলেছিলেন, তন্মধ্যে একটি উক্তি ছিল, "যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সে মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দাস্বরূপ হবে।"

এক মহিলা বলল, আর দুটি মারা গেলে? তিনি বললেন, দুটি মারা গেলেও। (তারা তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।) (বুখারী-১০১, মুসলিম-২৬৩৩)

৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার মু'মিন বান্দার জগদ্বাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন (সন্তান)-কে তুলে নেন; কিন্তু এর ফলে সে তাতে ধৈর্য ধরে ও সওয়াবের আশা রাখে, তখন তিনি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব প্রদান করতে পছন্দ করেন না। (নাসাঈ, আহকামুল জানায়েয- ২৩ পৃ.)

৭. গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ক্ষমতা

১. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সাওয়াবের আশা রাখে তবে। (ইবনে মাজাহ-১৩০৫)

৮. 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন' পাঠের ফযীলত

১. নবী করীম ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোন বান্দার ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে যদি বলে–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا،

অর্থ : অবশ্যই আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ্! আমাকে আমার এ বিপদে সওয়াব দান কর এবং এর উত্তম বস্তু বিনিময়ে দান করা।

তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদে তাকে সওয়াব দান করেন এবং বিনিময়ে তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদান করেন।

উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ পরলোক গমন করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দুআ পড়েছিলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে (আমার স্বামীর) বিনিময়ে আর চেয়ে উত্তম (স্বামী) রাসূল ﷺ-কে দান করলেন। (মুসলিম- ৯১৮)

৯. বিপদে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(সূরা যুমার- ১০)

তিনি আরো বলেন, তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ তারা ধৈর্যশীল, ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে এবং আমি ওদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা হতে ব্যয় করে। (সূরা ক্বাসাস-৫৪)

তিনি অন্যত্র বলেন, যারা ঈমান এনে কাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সৎকর্মপরায়ণদের কত উত্তম পুরস্কার! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-৫৮-৫৯)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ."... আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে- চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করবেন। তার ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেয়া হয়নি।" (বুখারী- ১৪৬৯, মুসলিম ১০৫৩)

২. সুহাইব রূমী (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "মু'মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মু'মিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার ওপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়। (মুসলিম-২৯৯৯)

৩. সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, 'সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের

চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়েও নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সে পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। অপরন্তু বার বার বিপদ এসে বান্দার শেষে এ অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে- ৯৯২)

৪. মুহাম্মদ ইবনে খালেদের পিতামহ হতে বর্ণিত, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মুসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈযধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এভাবে সে ততক্ষণ বিপদগ্রস্ত থাকে) যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়! (আহমদ, আবু দাউদ- ২৬৪৯)

১০. রোগ ও অসুস্থতার মাহাত্ম্য

১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফরে যায়, তখন তার জন্য সে আমলের সওয়াবই লিখা হয়, যে আমল সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ থাকা অবস্থায় করত। (বুখারী- ২৯৯৬)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন মু'মিন যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট উপনীত হয়, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে। (বুখারী- ৫৬৪৮, মুসলিম- ২৫৭১)

৩. ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে দেয়, যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর করে থাকে। (মুসলিম- ৪৫৭৫)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে মহানবী ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মূর্ছা (মৃগী বা জিন পাওয়া) রোগ আছে। আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যাতে তিনি আমার এ রোগ ভালো করে দেন'। মহানবী ﷺ বললেন, 'তুমি চাইলে সবর কর, তার জন্য তুমি জান্নাত পাবে। আর যদি তা না চাও, তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ করি, যাতে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন।

মহিলাটি বলল, বরং আমি সবর করব। কিন্তু সে সময় আমি বেপর্দা হয়ে যাই। তার জন্য আপনি দুআ করুন, যাতে আমি তা না হই।' তিনি তার জন্য দুআ করলেন। (বুখারী- ৫৬৫২, মুসলিম- ২৫৭৬)

৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দাকে যখন তার দুই প্রিয় বস্তু (চক্ষু)-কে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্যধারণ করে, তখন ঐ দুয়ের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করি।" (বুখারী- ৫৬৫৩)

* প্রকাশ থাকে যে, বিপদে ও রোগের সময় ধৈর্য ধরলে এবং সওয়াবের আশা রাখলে তবেই উক্ত মর্যাদা লাভ হবে; নচেৎ না।

১১. বিপদগ্রস্তকে সমবেদনা জানানোর গুরুত্ব

১. আমর ইবনে হাযম (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেন, যে কোনও মু'মিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে (সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করার সাথে) তাকে সান্ত্বনা দান করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানের লেবাস পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ- ১৩০১)

১২. কবর যিয়ারতের গুরুত্ব

১. বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, (কবরের ধারে-পাশে এবং মৃতদেরকে নিয়েই শিরক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে বলে) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসলিম-৯৭৭, আবু দাউদ- ৩২৩৫), আহমদ- ৫৩৫০-৩৫৫)

এক বর্ণনায় আছে– "তোমাদের কবর যিয়ারত যেন তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।" (আহমদ ৫/৩৫০-৩৫৫)

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি যিয়ারত করার ইচ্ছা করে, সে করতে পারে; তবে যেন (যেখানে) তোমরা অশ্লীল ও বাজে কথা বলো না।

(নাসাঈ- ২০৩২)

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।

(হাকেম- ১/৩৭৬, আহমদ- ৩/২৩৭-২৫০)

১৩. মহিলাদের কবর যিয়ারত করার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিক কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- ১৫৭৬, ইবনে হিব্বান, আহমদ- ২/৩৩৭, ৩৫৬)

* সাধারণত: নারী হলো দুর্বলমনা, আবেগময়ী। নারীর ধৈর্য, সহ্য ও স্থৈর্য পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাছাড়া নারীকে নিয়ে সংঘটিত পাপের পরিমাণও অধিক। তাই নারীর জন্য মূলত কবর-যিয়ারত বৈধ হলেও অধিকরূপে যিয়ারতকারিণী অভিশপ্ত।

১৪. কবরের উপর বসা এবং মৃতের হাড় ভাঙ্গার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আঙ্গারে বসে তার কাপড় পুড়ে দেহের চামড়া পুড়ে যাওয়াটা কোন কবরের উপর বসার চাইতে অধিক উত্তম।

(মুসলিম- ৯৭১, আবু দাউদ- ৩২২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে হিব্বান)

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গা জীবিত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গার সমান। (অর্থাৎ উভয়ের পাপ সমান)।

(আবু দাউদ- ৩২০৭, ইবনে মাজাহ- ১৬১৬, আহমদ, সহীহুল জামে- ৪৪৭৯)

১৫. কবরের উপর গম্বুজ, মসজিদ ও মাযার নির্মাণের পরিণাম

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মৃত্যু শয্যায় বলে গেছেন যে, আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও সালাতের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম- ৫২৯, নাসাঈ)

"সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিও না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম- ৫৩২)

২. আবুল হাইয়াজ আসাদী (র) বলেন, একদা আলী ইবনে আবু তালেব (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সে নির্দেশ দিয়ে পাঠাব না, যে নির্দেশ দিয়ে আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন? (তিনি বলেছিলেন) কোন মূর্তি (বা ছবি) দেখলেই তা নষ্ট করে ফেলো এবং কোন উঁচু কবর দেখলেই তা মাটি বরাবর করে দিও। (মুসলিম-৯৬৯)

৩. জাবের (রা) থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, যাতে কবরকে চুনকাম না করা হয়, কবরের উপর না বসা হয় এবং তার উপর ঘর না বানানো হয়। (মুসলিম- ৯৭০)

৪. আবু মারছাদ গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবর সামনে নিয়ে সালাত পড় না। (মুসলিম- ৯৭২)

৯. যাকাত ও সদকাহ্

১. যাকাত প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য

● যাকাত পাবে যারা

১. ফকীর।
২. মিসকীন।
৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারি।
৪. মুআল্লিফাহ আল কুলুব (যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন)।
৫. দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য।
৬. ঋণ মুক্তির জন্য।
৭. আল্লাহ্র পথে।
৮. মুসাফিরদের জন্য।

● যাকাত পাবে না যারা

১. নিসাবের অধিকারী
২. স্বামী
৩. স্ত্রী
৪. উপার্জনক্ষম
৫. পিতা, মাতা এবং উর্ধ্বগামী,
৬. সন্তান এবং নিম্নগামী
৭. বনী হাশিম
৮. অমুসলিম
৯. যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আছে।

● যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি

১. মুসলিম হওয়া
২. স্বাধীন হওয়া
৩. বালিগ হওয়া
৪. আকিল হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা
৬. পূর্ণাঙ্গ মালিক হওয়া
৭. পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা।

● যাকাতযোগ্য মালের শর্তাবলি

১. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া,
২. আবর্তনশীল হওয়া,
৩. নিসাব পরিমাণ হওয়া,

৪. প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া,

৫. ঋণমুক্ত হওয়া,

৬. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

● যেসব মালের যাকাত দিতে হবে

১. নগদ অর্থ

২. পশু সম্পদ

৩. সোনা-রূপা

৪. ব্যবসায় পণ্য

৫. ফল ফসল

৬. খনিজ সম্পদ

৭. মধু

৮. গুপ্তধন।

নোট : আমাদের সমাজে অনেক মহিলার স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি বা রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি থাকা সত্ত্বেও যাকাত ফরজ হয়েছে মনে করে না। তাই তারা যাকাত দেয় না। সাবধান এ স্বর্ণ-গহনার যাকাত দেয়া ফরজ।

● যেসব সম্পদে বছরপূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই

১. ফল ফসল।

২. খনিজ সম্পদ (সোনা রূপা ছাড়া)।

৩. গুপ্তধন।

৪. বাণিজ্যিক খামারের মাছ।

৫. মধু।

● যেসব সম্পদে যাকাত নেই

১. নিসাবের কম।

২. শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, দোকান ঘর ইত্যাদি স্থিতিশীল সামগ্রী।

৩. বসবাসের ঘর।

৪. গৃহস্থালীর ব্যবহার্য আসবাবপত্র।

৫. ব্যবহারের যানবাহন।

৬. ব্যবহারের ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী।

৭. ব্যবহারের পোশাক পরিচ্ছদ।

৮. ডিম উৎপাদনের হাঁস মুরগি।

৯. বাণিজ্যিক দুধ উৎপাদন, কৃষি ও সেচ কাজ এবং বোঝা বহনের গরু মহিষ।

১০. ব্যবহারের শিক্ষা উপকরণ।

২. যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। নিসাব পরিমাণ সম্পদের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক সোনা ও চাঁদির অধিকারী ব্যক্তির যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না; যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরি করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা দেয়া হবে। সুতরাং যাকাত আদায় না করা কোনো মুসলিমের জন্য কাম্য হতে পারে না।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থ : যারা স্বর্ণ-রৌপ্য ভাণ্ডার জমা করে রাখে, আর তা হতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (আর তাদেরকে বলা হবে) এগুলো তোমরা নিজেদের জন্য, যা জমা করেছিলে তাই। সুতরাং যা তোমরা জমা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা তাওবাহ ৩৪-৩৫)

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তির যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না; যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরি করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই সে পাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সে দিন চলতেই থাকবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না

বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আর উটের ব্যাপারে কী হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক উটের মালিকও যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না; আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকদের দান করা) যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার উট সকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সে উটদল তাদের খুর দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা জাহান্নামের।

জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কী হবে? তিনি বললেন, আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে, তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এ শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্ রাসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া হল তিন প্রকারের। ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হলো তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হলো সে ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হলো তার মালিকের পক্ষে (জাহান্নাম থেকে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া মালিকের জন্য সওয়াবের, তা হলো সে ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তা'আলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আর গাধা সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, গাধার ব্যাপারে এ ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার ওপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

অর্থ : যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যেক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে।

(সূরা যিলযাল) (বুখারী- ২৩৭১, মুসলিম- ৯৮৭, নাসাঈ)

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে যে, যে ব্যক্তিই তার ধন-মালের যাকাত আদায় করবে না, সে ব্যক্তিরই ধন-মাল সেদিন আগুনের সাপরূপে উপস্থিত হবে এবং তদ্দারা তার কপাল, পাঁজর ও পিঠকে দাগা দেয়া হবে –যে দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। এমন আযাব তার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার-নিষ্পত্তি শেষ না হয়েছে।

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে, ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায়

টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সে সাপকে বেড়ির মতো তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।' এরপর নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদের বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে।

(সূরা আলে-ইমরান- ১৮০; বুখারী- ১৪০৯, নাসাঈ)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, সুদখোর, সুদদাতা, সুদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ এর মুখে অভিশপ্ত।

(ইবনে খুযাইমা, আহমদ, আবু ইয়া'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৭৫২)

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (রা) বলেন, যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।

(ত্বাবারানীর সাগীর, সহীহ তারগীব-৭৫৭)

৫. বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে, সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।

(ত্বাবারানী আউসাত, হাকেম, বায়হাকী ও সহীহ তারগীব-৭৫৮)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মুহাজির দল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সে জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকূল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হতো না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির ওপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানাভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব স্থায়ী রাখবেন।

(বায়হাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯, সহীহ তারগীব- ৭৫৯)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কী কী? তিনি বললেন, যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির ওপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সে জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।

(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব- ৭৬০)

* উপরিউক্ত দু'টি হাদীসই যে কত সত্য তা প্রত্যক্ষ করা যায়। নিঃসন্দেহে এমন ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহ ওহী এবং এ বাণীর নবী সত্য নবী।

৩. যাকাত প্রদানের গুরুত্ব

১. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' সকলে বলল, আরে! কী হলো, ওর কী হলো? নবী করীম ﷺ বললেন, ওর কোন প্রয়োজন আছে। (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে। আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" (বুখারী-১৩৯৬, মুসলিম-১৩)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী, যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়, সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।

(ত্বাবারানীর আওসাত, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৭৪০)

৪. বৈধ উপার্জিত সম্পদ থেকে দান করার প্রতিদান

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (তার বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে- আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না; সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। (বুখারী- ১৪১০, মুসলিম- ১০১৪)

৫. দান করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

অর্থ : তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তাতে কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব। (সূরা নিসা-১১৪)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

অর্থ : বল আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (সূরা সাবা-৩৯)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) শত শস্য এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুত; আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারা-২৬১)

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফেরেশতা (আসমান হতে) অবতরণ করে তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।' (বুখারী- ১৪৪২, মুসলিম- ১০১০)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, তুমি (অভাবীকে) দান কর, আমি তোমাকে দান করব।" (মুসলিম- ৯৯৩)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করে বলেন, (ওদের উপমা) দুটি লোকের মতো যাদের পরিধানে থাকে, একটি করে লোহার জুব্বা। তাদের হাত দুটি বুক ও

টুটির সাথে বাধা। এরপর দানশীল যখনই একটি কিছু দান করে, তখনই সে জুব্বা তার দেহে ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি (ঢিলার কারণে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখনই সে জুব্বা তার দেহে আরো এঁটে যায় এবং প্রতিটি কড়া তার নিজের জায়গায় বসে যায়।

বর্ণনাকারী (আবু হুরায়রা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর আঙ্গুল নিজের জামার বুকের খোলা অংশে রেখে ইঙ্গিত করলেন। তুমি তাঁকে দেখলে দেখতে, তিনি জুব্বাকে ঢিলা করতে চেষ্টা করলেন অথচ তা ঢিলা হলো না। (বুখারী- ৫৭৯৭, মুসলিম- ১০২১)

৪. আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়। যদি এক টুকরা খেজুরও না পাও, তবে উত্তম কথা বলে হলেও। (বুখারী- ১৪১৭, মুসলিম- ১০১৬)

৫. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা সদকা দ্বারা কর। (সহীহুল জামে-৩৩৫৮)

৬. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

এ হাদীস শুনে আবু মারছাদ কোন দিন ভুলেও কিছু না কিছু সদকা করতে ছাড়তেন না। হয় কেক, না হয় পিঁয়াজ (ছোট কিছুই) তিনি দান করতেন।

(আহমদ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৮৭২)

৭. উকবাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সদকা অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেবে এবং মু'মিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।

(ত্বাবারানীর কাবীর, বায়হাকী, সহীহ তারগীব- ৮৭৩)

৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, বান্দা বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার আসল মাল হলো তাই, যা খেয়ে শেষ করেছে অথবা পরে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে জমা রেখেছে। এ ছাড়া যা কিছু তার সবই চলে যাবে এবং লোকের জন্য ছেড়ে যাবে।

(আহমদ, মুসলিম, সহীহুল জামে- ৮১৩৩)

৯. মা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী-পরিবারে একটি ছাগল যবেহ করে তার গোশত দান করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি বাকি আছে?" আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন, 'তার কাঁধের গোশত ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই।' নবী করীম ﷺ বললেন, বরং কাঁধের গোশত ছাড়া সবটাই বাকি আছে। (তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ৮৫৯)

১০. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, দান করলে মাল কমে যায় না। ক্ষমাশীলতার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বর্ধিত করেন এবং কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হলে, আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন।

(মুসলিম- ২৫৮৮, তিরমিযী)

১১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর সে মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। সেখান থেকে নালা বেয়ে সে পানি বইতে শুরু করল। লোকটি সে পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কী ভাই? বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সে নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান ওয়ালা বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে? লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কী এমন কাজ কর? বাগান ওয়ালা বলল, এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিনভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজনসহ খেয়ে থাকি এবং বাকি এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি। (মুসলিম– ১৯৮)

৬. কৃপণতার পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এ ধারণা না করে যে, তা (কৃপণতা) তাদের জন্য মঙ্গলকর। বরং তা তাদের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর (প্রতিপন্ন হবে) যাতে তারা কার্পণ্য করে যে সমস্ত ধন-মালকে কিয়ামতের দিন বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলানো হবে।

(সূরা আলে ইমরান- ১৮০)

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা জুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, জুলুম হলো কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদের আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে। (মুসলিম- ২৫৭৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তায় ধুলো ও জাহান্নামের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।

(আহমদ- ২/৩৪২, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম- ২/৭২, সহীহ্ জামে- ৭৬১৬)

৩. উক্ত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের মাঝে দু'টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা। (আহমদ-২/৩২০, আবু দাউদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান- সহীহুল জামে-৩৭০৯)

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ বান্দাগণ যখন ভোরে ওঠে, তখন দুই ফেরেশতা আকাশ হতে অবতরণ করেন এবং ওদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।

(বুখারী- ১৪৪২, মুসলিম- ১০১০)

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ (পীড়িত) বিলাল (রা)-কে দেখতে গেলেন। বিলাল তাঁর জন্য স্তূপ খেজুর বের করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, হে বেলাল! একি? বেলাল বললেন, আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরি করা হবে? হে বেলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয় করো না।

(আবু ইয়া'লা, ত্বাবারানী কাবীর ও আউসাত্ব সহীহ তারগীব- ৯০৯)

৭. আত্মীয়-স্বজনকে উদ্বৃত্ত মাল না দেয়ার পরিণাম

১. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামী থকে একটি 'শুজা' নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হেলাতে থাকবে। এ সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে। (কাবীর, সহীহ তারগীব- ৮৮৩)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে কোন ব্যক্তির নিকট তার চাচাতো ভাই এসে তার উদ্বৃত্ত মাল চায় এবং সে যদি তাকে তা না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘাস না দেয়ার উদ্দেশ্যে তার (কুয়া বা ঝরনার) অতিরিক্ত পানিও (গবাদি পশুকে) দান করে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন না। (আউসাত্ব, সহীহ তারগীব- ৮৮৪)

৮. গোপনে দান করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন–

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَیِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ.

অর্থ : যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট। আর যদি তোমরা তা গোপনভাবে কর ও গরীবদেরকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য বেশি উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। বস্তুত; তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষরূপে অবহিত। (সূরা বাকারা আয়াত-২৭১)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সে দিন (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে একজন হলো সে ব্যক্তি, যে কিছু দান করে এমন গোপনে, যাতে তার ডান হাত যা দান করে, তার বাম হাতও তা জানতে পারে না। (বুখারী-৬৬০, মুসলিম-১০৩১)

২. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে। (সহীহুল জামে ৩৭৬০)

* গোপনে দান করলে দাতা লোকপ্রদর্শন তথা ছোট শিরক থেকে বাঁচতে পারে, গোপনে তার নিয়ত একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ হয়, যাকে দান করা হয় সেও লোকের সামনে দান গ্রহণের লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পায়, সে জন্যই গোপনে দান করাই বেশি উত্তম। অবশ্য যেখানে সেসব ভয় থাকে না এবং প্রকাশ্য দান করাতে অন্য কোন হিকমত, যেমন দাতাদের মাঝে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। আর মনের খবর আল্লাহই ভালো জানেন।

৯. স্বচ্ছলতা রেখে দান করার গুরুত্ব

১. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, 'উঁচু (দাতা) হাত নিচু (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা উত্তম। তাদের মাধ্যমে ব্যয় করা আরম্ভ কর যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। সবচেয়ে উত্তম হলো সে দান, যার পর স্বচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যে দানের পর অভাব না আসে) আর যে ব্যক্তি (যাঞ্চা হতে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাকে পবিত্র রাখবেন এবং যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী (অভাবমুক্ত) রাখবেন। (বুখারী- ১৪২৭)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সে দানই উত্তম যার পরে অভাব আসে না। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার নিকট-আত্মীয় থেকে দান করা শুরু কর।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (মাল না থাকলে) তোমার বিবি তোমাকে বলবে, আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে তালাক দাও। তোমার দাস বা দাসী বলবে, 'আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে বিক্রি করে দাও। তোমার ছেলে বলবে, আমাকে কার ভরসায় ছেড়ে যাবে? (বুখারী- ৫৩৫৫, ইবনে খুযাইমা)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকা সবচেয়ে বড়? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকা যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে, তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকা) অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই। (বুখারী- ১৪১৯, মুসলিম- ১০৩২)

১০. অনুমতিসহ স্বামীর সম্পদ থেকে দান করার নির্দেশ

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মহিলা যখন তার (স্বামী) গৃহের খাদ্য হতে (অনিষ্ট বা) অপব্যয় না করে (ক্ষুধার্তকে) দান করে, তখন তার জন্য তার দান করার সওয়াব হয়। তার স্বামীর জন্য তার উপার্জন করার সওয়াব লাভ হয়। আর অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় প্রার্থনাকারীরও। তাদের কেউই কারো সওয়াব কিছুমাত্র কমিয়ে দেয় না। (বুখারী-১৪৪১, মুসলিম-১০২৪)

* অবশ্য স্বামীর অনুমতি না থাকলে স্ত্রী তার কোন মালই দান করতে বা নিজ মা-বোন-বাপ-ভাইকে উপহার দিতে পারে না। দিলে তা খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

২. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু খরচ না করে। বলা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! খাবারও না? তিনি বললেন, তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল। (তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ৯৩১)

১১. দুধ পানের জন্য দুগ্ধবতী পশু ধার দেয়ার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শোনো! কোন ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন দুধাল পশু দুধ পান করার জন্য (কিছুকাল অবধি) ধার দেয়; যে সকালে এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় এবং সন্ধ্যায়ও এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয়, তবে তার সওয়াব অবশ্যই খুব বড়। (মুসলিম-১০১৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতেই বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে কোন দুগ্ধবতী পশু কাউকে দুধ খেতে ধার দেয়, তবে ঐ পশু (তার জন্য) সকালে সদকা সওয়াব অর্জন করে দেয় এবং সন্ধ্যাতে সদকা সওয়াব অর্জন করে দেয়। সকালে সকালের পানীয় দুগ্ধ দেয়ার মাধ্যমে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যার পানীয় দুগ্ধ দেয়ার মাধ্যমে (ঐ সদকার সওয়াব লাভ হয়)। (মুসলিম ১০২০)

১২. ফসল ও গাছ লাগানোর গুরুত্ব

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বুনে, অতঃপর তা হতে কোন পাখি, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদকাস্বরূপ হয়। (বুখারী- ২৩২০, মুসলিম- ১৫৫৩)

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপণ করে ফেলে।

(আহমদ, সহীহুল জামে'-১৪২৪)

১৩. সদকায়ে জারিয়া

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সদকায়ে জারিয়াহ (যার উপকার চলমান থাকে), উপকারী ইলম, অথবা নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে থাকে। (মুসলিম- ১৬৩১)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিনের মৃত্যুরপর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হলো; সে ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ, যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে অথবা সদকা যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে, এসব কাজের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।

(ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব- ১০৭)

আল্লাহর নেক বান্দারা জীবিত অবস্থায় তো আমল করেন। তবুও মৃত্যুর পরেও যাতে সওয়াব পেতে থাকেন তার জন্য একটা সুব্যবস্থা করে যান। কবর, কিয়ামত ও জাহান্নামের আযাব ক্ষমা করবার উদ্দেশ্যে এবং জান্নাত নিজ মান সুউন্নত করার উদ্দেশ্যে এমন জিনিস ছেড়ে যান, যার সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, হাসপাতাল, কল, কূপ প্রভৃতি নির্মাণ করে তাঁরা মানুষের কাছে মরেও অমর হয়ে থাকেন এবং পরকালেও লাভবান হন। মসজিদ-মাদ্রাসার নামে জমি-জায়গা ওয়াকফ করে যান একই উদ্দেশ্যে। আল্লাহর দেয়া তাঁদের নিজ মেহনতে উপার্জিত সে সম্পদ-সম্পত্তি তাঁদের ছেলে-মেয়েরা ঠিক পথে ব্যয় করবে কি না– এ আশঙ্কায় সময় থাকতে নিজের হাতে সম্বল বেঁধে নেন। আসলে তারাই হলেন আল্লাহর সাবধানী বান্দা। আল্লাহ তাঁদের ধনে-মানে জ্ঞানে বরকত দিন। আমীন।

১৪. পানীয় পান করানোর গুরুত্ব

১. সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বললেন, পানি পান করানো।" (আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ- ২৯৭১)

২. উক্ত সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, 'তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন দান সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি বললেন, 'পানি'। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ (রা) একটি কূয়া খনন করে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' (সহীহ আবু দাউদ- ১৪৭৪)

৩. সুরাক্বাহ ইবনে জুশুম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেই হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উটের জন্য তৈরি করে রেখেছি। (ঐ) উটকে পানি পান করালে আমি সওয়ারের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী (কে পানি পান করানো)– তে সওয়াব আছে।
(সহীহ ইবনে মাজাহ- ২৯৭২)

১৫. পানি পান না করানোর পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পাপমুক্ত করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠিন আযাব। তাদের মধ্যে একজন হলো সে ব্যক্তি, যার নিকট গাছ-পানিহীন প্রান্তরে উদ্বৃত্ত পানি থাকে, অথচ সে মুসাফিরকে তা দান করে না। (এক বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ তাকে বলবেন, 'আজ আমি নিজ অনুগ্রহ তোমাকে দান করব না, যেমন তুমি তোমার উদ্বৃত্ত জিনিস দান করনি; যা তোমার মেহনতের উপার্জনও ছিল না। (বুখারী-২৩৬৯, মুসলিম-১০৮, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

১৬. দান করে ফেরৎ না নেয়া

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয়, সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে অতঃপর সে বমি আবার চেটে খায়।
(বুখারী- ২৬২১, ২৬২২, মুসলিম- ১৬২২, আসহাবে সুনান)

১৭. যাকাত আদায়ে সীমালংঘন ও খেয়ানত না করা

১. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (রা) বলেন, যাকে আমরা যাকাত আদায়কারীরূপে নির্বাচন করেছি এবং তার ওপর তার রুজী (পারিশ্রমিক) নির্ধারিত করেছি, সে তা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে, তবে তা খেয়ানত।

(আবু দাউদ, সহীহুল জামে'- ৭৭৪)

২. উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে (যাকাত) সদকা আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন, তখন বললেন, হে আবু ওয়ালীদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যেন কিয়ামতের দিন (নিজ ঘাড়ে) কোন চিঁহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা রববিশিষ্ট গাই অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হয়ো না। (উবাদাহ) বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! ব্যাপার কি সত্যই তাই?' বললেন, হ্যাঁ, তাই। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। (উবাদাহ) বললেন, 'তাহলে সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন। আমি আপনার (বাইতুল মালের) কোন ব্যাপারে কখনো চাকরি করব না।' (ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব-৭৭৫)

৩. আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আযদের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের) আর এটা আমাকে উপহারস্বরূপ দেয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ্ আমাকে যে সকল দায়িত্বের অধিকারী করেছেন তার মধ্যে তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহারস্বরূপ আমাকে দেয়া হয়েছে।' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।

আবু হুমাইদ (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁর উভয় হাতকে ওপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?"

(বুখারী- ৬৯৭৯, মুসলিম- ১৮৩২, আবু দাউদ)

যাকাত আদায় করতে গিয়ে কোন উপহার নেয়ার যদি এ অবস্থা হয় তাহলে জাল রশিদ নিয়ে আদায় করলে অথবা ৫ কেজিকে ৫ টাকা করলে অথবা ৫০ কে ৫ করলে কী অবস্থা তবে তা বলাই বাহুল্য।

১৮. মানুষের নিকট প্রার্থনা বা হাত না পাতা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ভিক্ষা করতে থাকলে পরিশেষে যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তার মুখমণ্ডলে এক টুকরাও মাংস থাকবে না।

(বুখারী- ১৪৭৪, মুসলিম- ১০১৪, নাসাঈ, আহমদ- ২/১৫)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভিক্ষা হলো কিয়ামতের দিন ভিক্ষাকারীর মুখের ক্ষত-স্বরূপ। (আহমদ, সহীহ তারগীব- ৭৮৫)

৩. হুবশী ইবনে জুনাদাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে (খেল), সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খেল। (ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব- ৭৯৩)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নিজ মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লোকদের নিকট ভিক্ষা করে, প্রকৃতপক্ষে সে (জাহান্নামের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে। চাই সে কম করুক অথবা বেশি। (মুসলিম-১০৪১, ইবনে মাজাহ)

৫. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে- সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ– যদি আমি (সেগুলোর বাস্তবতার ওপরে) শপথ করি (তাহলে অযথা হবে না) দান করার ফলে মাল কমে যায় না। সুতরাং তোমরা দান কর। যে কোনও বান্দা কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। আর যে বান্দা ভিক্ষার দরজা খুলবে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেবেন। (আহমদ, আবূয়্যালা, বাযযার, সহীহ তারগীব- ৮০৫)

১৯. ভিক্ষাকারীকে বিমুখ না করা

১. আবু মূসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার নিকট হতে আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা করা হয়, অথচ সে ভিক্ষাকারীকে দান করে না; যদি ভিক্ষাকারী অবৈধ (বা অবৈধভাবে) কিছু না চেয়ে থাকে। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীর- ৮৪১)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে ঘৃণিত লোকের কথা বলে দেব কি? যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় অথচ সে তা প্রদান করে না।

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৮৪৪)

২০. উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

১. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয়, সে ব্যক্তির উচিত, দেয়ার মতো কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেয়া। দেয়ার মতো কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে, সে তার কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শোকর আদায় করে না) সে কৃতজ্ঞতা (বা শোকরী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেয়া হয়নি, সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মতো।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৯৫৪)

মিথ্যা জাঁকজমক ও ঠাটবাট ঘৃণ্য কাজ। আলেম না হয়েও আলেমের লেবাস পরলে, শিক্ষিত না হয়েও শিক্ষিতের বেশ ধারণ করলে, অথবা যে যা নয়, সে তা মিথ্যারূপে ভাবে-ভঙ্গিমায় প্রকাশ করলে মিথ্যার দুই লেবাস পরা হয়।

২. আশ'আস ইবনে কাইস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুকর করল না, সে আল্লাহর শোকর করল না।

(আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে আবু হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সহীহ তারগীব- ৮৫৯)

শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, দাতার-দানের কথা স্বীকার করে, সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করে এবং দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করে।

১০. সাওম (রোযা)

১. সাওমের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল একান্ত তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' রোযা ঢালস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে, পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়তে চায়, তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।' সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে। (বুখারী- ১৯০৪, মুসলিম- ১১৫১)

২. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম 'রাইয়ান।' কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না। (বুখারী- ১৮৯৬, মুসলিম- ১১৫২, নাসাঈ, তিরমিযী)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী করীম ﷺ বলেন, অতএব তাদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে। (আহমদ, ত্বাবারানীর কাবীর, কিতাবুল জুব সহীহ তারগীব-৯৬৯)

৪. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার বুকে হেলান দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন সাওম পালন করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কিছু সদকা করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(আহমদ, সহীহ তারগীব- ৯৭২)

৫. আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।' তিনি বললেন, রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই। পুনরায় আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।' তিনিও পুনঃ ঐ কথাই বললেন, তুমি সাওম পালন কর, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' (নাসাঈ, হাকেম সহীহ তারগীব- ৯৭৩)

৬. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন মাত্র রোযা রাখবে সে বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।
(বুখারী- ২৮৪০, মুসলিম- ১১৫৩, তিরমিযী, নাসাঈ)

৭. আমর ইবনে আবাসাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন মাত্র রোযা রাখবে, সে ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে।
(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব, সহীহ তারগীব- ৯৭৫)

২. রোযা, তারাবীহ ও শবে কদরের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে শবে কদরে সালাত পড়বে তার পূর্বেকার পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা করবে রমযানের রোযা রাখবে, তারও পূর্বেকার পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যাবে। (বুখারী- ১৯০১, মুসলিম- ৭৬০, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. উক্ত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাস রেখে সাওয়াবের আশায় রমযানের (রাত্রে তারাবীহর) সালাত পড়ে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মোচন হয়ে যায়।

(বুখারী- ২০০৯, মুসলিম- ৭৫৯, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

৩. হাসান ইবনে মালেক ইবনে হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতামহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বলেন, 'আমীন।' অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, 'আমীন'। অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, 'আমীন।' অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, আমার নিকট জিবরাঈল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল, অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আমীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে জাহান্নামের যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন। এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আমীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয়, অথচ সে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন। এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।

(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ৯৮২)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রমযান উপস্থিত হলে জান্নাতের দ্বারসমূহকে উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দ্বারসমূহকে রুদ্ধ করে দেয়া হয় আর সকল শয়তানকে করা হয় শৃঙ্খলিত। (বুখারী-১৮৯৯, মুসলিম-১০৭৯)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, রমযান মাসের প্রথম রাত্রি যখন সমাগত হয়, তখন সকল শয়তান ও অবাধ্য জ্বীনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয় না। অন্যদিকে জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করে, 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবত: তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পার)।' এরূপ আহ্বান প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, বায়হাকী, সহীহ তারগীব- ৯৮৪)

৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েই গেল। এ মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঐ রাত্রের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো, সে যেন সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থেকে গেল। আর একান্ত চিরবঞ্চিত ছাড়া ঐ রাত্রের কল্যাণ থেকে অন্য কেউ বঞ্চিত হয় না। (ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৯৮৬)

৭. আবূ উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, প্রত্যহ ইফতারী করার সময় আল্লাহ্ বহু মানুষকেই জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করে থাকেন।
(আহমদ, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব- ৯৮৭)

৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই (রমযানের) দিবারাত্রে আল্লাহর জন্য রয়েছে বহু জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (যাদেরকে তিনি মুক্ত করে থাকেন)। আর মুসলিমের জন্য রয়েছে প্রত্যহ দিবারাত্রের গ্রহণ (কবুল) যোগ্য দুআ। (প্রার্থনা করলে মঞ্জুর হয়ে থাকে।)
(বাযযার, সহীহ্ তারগীব- ৯৮৮)

৩. বিনা ওজরে রমযানের সাওম নষ্ট করার পরিণাম

১. আবূ উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, "আপনি এ পাহাড়ে উঠুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে উঠতে উঠতে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি উঠে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হলো জাহান্নামবাসীদের চিৎকার ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির ওপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হলো তারা, যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত...।

সুতরাং যারা রোযা মোটেই রাখে না অথবা ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে তাদের শাস্তি কি তা সহজেই অনুমেয়।

৪. গীবত, অশ্লীল ও মিথ্যা বলার পরিণাম

১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে (রোযাদার) মিথ্যা কথা এবং অসার কর্ম ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী-১৯০৩, আসহাবে সুনান)

৫. শাওয়ালের ছয় রোযার মাহাত্ম্য

১. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের সাওম পালন করার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি সাওম পালন করে, সে পূর্ণ বছরের সাওম পালন করার সমতুল্য সওয়াব লাভ করে। (বুখারী-১১৬৪, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৬. আরাফার দিনে সাওম পালনের গুরুত্ব

১. আবু ক্বাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরাফার দিনের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, (উক্ত সাওম) গত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের কৃত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।
(মুসলিম- ১১৬২, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিনে সাওম পালন করে তার উপর্যুপরি দুই বছরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়। (আবুয়্যালা, সহীহ তারগীব-৯৯৮)

৭. মুহাররম মাসে সাওম পালনের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের সাওম পালনের পরেই শ্রেষ্ঠ সাওম হলো আল্লাহর মাস মহররমের সাওম। আর ফরয সালাতের পর পরেই শ্রেষ্ঠ সালাত রাত্রের (তাহাজ্জুদের) সালাত। (মুসলিম- ১১৬৩, আবু নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৮. আশূরার সাওমের গুরুত্ব

১. আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আশুরার (১০ মুহাররমের) দিন সাওম পালন করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, (উক্ত সাওম) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেয়। (মুসলিম-১১৬২)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের সাওম পালন করার পর আশুরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না। (তাবারানী আওসাত্ব, সহীহ তারগীব- ১০০৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ

দিনে সাওম পালন করছো?' ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক দিনে সাওম পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে সাওম পালন করে থাকি।)'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমি অধিক হকদার। সুতরাং তিনি ঐ দিনে সাওম পালন করলেন এবং সকলকে সাওম পালন করতে আদেশ দিলেন। (বুখারী-২০০৪, মুসলিম-১১৩০)

অবশ্য যে ব্যক্তি আশূরার সাওম পালন করবে তার জন্য তার একদিন আগেও (৯ তারিখে) একটি সাওম পালন করা সুন্নাত। যেহেতু ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার সাওম রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদী ও নাসারারা তা'যীম করে থাকে।' তিনি বললেন, তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারিখেও সাওম পালন করবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। (মুসলিম–১১৩৪, আবু দাউদ–২৪৪৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ তারিখে সাওম পালন করো।' (বায়হাকী– ৪/১৮৭, আব্দুর রাযযাক– ৭৮৩৯)

পক্ষান্তরে 'তোমরা এর একদিন আগে বা একদিন পরে একটি সাওম পালন করো'– এ হাদীস সহীহ নয়। (ইবনে খুযাইমা- ২০৯৫, আলবানীর টীকা দ্রঃ) তদানুরূপ সহীহ নয় 'তোমরা এর একদিন আগে একটি এবং একদিন পরেও একটি সাওম পালন করো'। (যাদুল মাআদ- ২/৭৬ টীকা দ্রঃ)

বলাবাহুল্য, ৯ ও ১০ তারিখেই সাওম পালন করা সুন্নাত। পক্ষান্তরে কেবল ১০ তারিখে সাওম পালন করা মাকরূহ। (ইবনে বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ- ২/১৭০)

যেহেতু তাতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য সাধন হয় এবং তা মহানবী ﷺ-এর আশার প্রতিকূল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, মাকরূহ নয়। তবে কেউ একদিন (কেবল আশুরার দিন) সাওম পালন করলে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে না।

জ্ঞাতব্য যে, হুসাইন (রা)-এর এ দিনে শহীদ হওয়ার সাথে এ সাওমের নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ বরং তাঁর পূর্বে মূসা নবী ﷺ এ দিনে সাওম পালন করে গেছেন। আর এ দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপ্পর মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাকু মেরে, আত্মপ্রহার ইত্যাদি করে থাকে, তা জঘন্যতম বিদ'আত।

৯. শা'বান মাসে সাওম পালনের গুরুত্ব

১. উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আপনাকে শা'বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কী)?' উত্তরে তিনি বললেন, "এটা তো সে মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হলো রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সে মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল সাওম পালন করা অবস্থায় (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। (নাসাঈ, সহীহ তারগীব- ১০০৮)

১০. প্রত্যেক মাসে তিনটি সাওম পালনের মাহাত্ম্য

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মাসে তিনটি সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালন করার সমতুল্য। (বুখারী- ১৯৭৯, মুসলিম- ১১৫৯)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ধৈর্যের (রমযান) মাসে সাওম আর প্রত্যেক মাসের তিনটি সাওম অন্তরের বিদ্বেষ ও খটকা দূর করে দেয়। (বাযযার, সহীহ তারগীব-১০১৮)

১১. সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম পালনের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার সাওম পালন করা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক। (তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১০২৭)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন, যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার নিজ ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ থাকে; এ দুই ব্যক্তির জন্য (ফেরেশতার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। (মুসলিম–২৫৬৫)

১২. দাউদ (আ)-এর সাওমের মাহাত্ম্য

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় রোযা হলো দাউদ (রা)-এর রোযা। আর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সালাত হলো দাউদ (রা)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে সালাত পড়ে পুনরায় ষষ্ঠভাগে ঘুমাতেন, আর তিনি একদিন পানাহার করতেন ও পরদিন রোযা রাখতেন। (বুখারী- ১১৩১, মুসলিম– ১১৫৯, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

১৩. সেহরী খাওয়ার গুরুত্ব

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরীতে বরকত নিহিত আছে।

(বুখারী- ১৯২৩, মুসলিম- ১০৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন, যারা সেহরী খায়, আর ফেরেশতাবর্গও তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।

(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ১০৫৩)

১৪. সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো

১. যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সে ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-১০৬৫)

১৫. স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল সাওম পালন

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলার জন্য এ হালাল নয় যে, তার স্বামী (ঘরে) উপস্থিত থাকাকালে তার বিনা অনুমতিতে সে (নফল) রোযা রাখে এবং তার বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে কাউকে অনুমতি দেয়। (বুখারী- ৫১৯৫, মুসলিম- ১০২৬ নং)

স্বামীর যৌনসুখে বাধা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে নফল ইবাদত নিষেধ। সুতরাং যারা রোযা না রেখেও স্বামীর যৌনসুখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না অথবা যৌন-মিলনে সম্মত হয় না, তাদের জন্য তা হালাল হবে কি?

১১. হজ্জ ও কুরবানী

১. যুলহজ্জের প্রথম দশদিনের গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ (যুলহজ্জ মাসের) দশটি দিন ছাড়া এমন কোন অন্য দিন নেই, যেদিনের নেক আমল আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয়। লোকেরা বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ্! (অন্যান্য দিনে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। তবে (হ্যাঁ, সে ব্যক্তির আমল ঐ দিনগুলোতে আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হবে) যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে যায়, অতঃপর তার কিছুই নিয়ে সে তার ফিরে আসে না। (বুখারী-৯৬৯)

২. সামর্থ্যবান ব্যক্তির কুরবানী করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অর্থ : অতএব তুমি সালাত পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর। (সূরা কাউছার আয়াত-২)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে ব্যক্তি যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়। (হাকেম, সহীহ তারগীব- ১০৭২)

৩. হজ্জ ও উমরার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)। বলা হয়, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। বলা হলো 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন, গৃহীত (আল্লাহর নিকট কবুল হয় এমন) হজ্জ। (বুখারী- ২৬, ১৫১৯, মুসলিম- ৮৩)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন− রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় ও তাতে কোন প্রকারের যৌনাচার ও পাপাচার করে না, সে ব্যক্তি সে দিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল। (বুখারী-১৫২১, মুসলিম-১৩৫০)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত পাপরাশির কাফফারা। আর গৃহীত হজ্জের বিনিময় জান্নাত বই কিছু নয়। (বুখারী-১৭৭৩, মুসলিম-১৩৪৯)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও উমরাহ উভয়েই দারিদ্র্য ও পাপরাশিকে সেরূপ দূরীভূত করে যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে ফেলে। (সহীহ নাসাঈ- ২৪৬৭)

৫. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, হজ্জ ও উমরাহকারীগণ আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। আল্লাহ্ তাদেরকে (কা'বা শরীফ যিয়ারতের জন্য) আহ্বান করলে তারা সাড়া দিয়ে (উপস্থিত হয়ে) থাকে। আর তারা তাঁর নিকট চাইলে তিনি তাদেরকে দান করে থাকেন।
(বাযযার, সিলসিলাহ সহীহ- ১৮২০, সহীহুল জামে ৩১৭৩)

৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখছি, জিহাদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। অতএব আমরা (মহিলারা) কি জিহাদ করব না? উত্তরে তিনি বললেন, না। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো, গৃহীত হজ্জ।
(বুখারী-১৫২০)

৪. সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ করা

মহান আল্লাহ বলেন−

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থ : মানুষের মধ্যে যার মক্কায় যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তার পক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ (কা'বা) গৃহের হজ্জ করা ফরয। আর যে তা অস্বীকার করবে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতের ওপর নির্ভরশীল নন। (সূরা আলে ইমরান- ৯৭)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজ্জব্রত পালন করতে) আগমন করে না, সে অবশ্যই বঞ্চিত।
(ইবনে হিব্বান- ৩৬৯৫, বাইহাকী- ৫/২৬২, আবু য়্যালা- ১০৩, সিলসিলাহ সহীহাহ- ১৬৬২)

৫. তালবিয়্যাহ্ পাঠের ফযীলত

১. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখনই কোন মুসলিম তালবিয়্যাহ পাঠ করে তখনই (তার সাথে) তার ডানে ও বামের পাথর, গাছপালা ও (পাথুরে) মাটি প্রত্যেকেই তালবিয়্যাহ পড়ে থাকে; এমন কি পূর্ব ও পশ্চিম হতে পৃথিবীর শেষ সীমান্তও (তালবিয়্যাহ পাঠ করে থাকে)।
(সহীহ তিরমিযী- ৬৬২, সহীহ ইবনে মাজাহ- ২৩৬৩)

'তালবিয়্যাহ' হলো ইহরাম বাঁধার পর 'লাব্বাইকা আল্লাহুমা ...' দুআ পড়া।

৬. আরাফাত ময়দানে অবস্থানের গুরুত্ব

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরাফার দিন বান্দাদেরকে জাহান্নাম হতে অধিক হারে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি এদিনে (বান্দাদের) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতামণ্ডলীর নিকট গর্ব করে বলেন, 'ওরা কী চায়?' (মুসলিম-১৩৪৮)

৭. হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দুয়ের নূরকে (প্রভা) নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয়মণির প্রভাকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন তাহলে উদয় ও অস্তাচলকে (দিগদিগন্ত) উভয়ে জ্যোতির্ময় করে রাখত।
(সহীহ তিরমিযী- ৬৯৬, সহীহুল জামে- ১৬৩৩)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই এ পাথর (হাজরে আসওয়াদ) কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে; এর হবে দুটি চক্ষু যদ্দারা সে দর্শন করবে। এর হবে জিহ্বা, যদ্দারা সে কথা বলবে, সেদিন সে ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দান করবে, যে ব্যক্তি যথার্থরূপে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে খুযাইমাহ- ২৩৮২)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।

(নাসাঈ ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ- ২৭৩২)

৮. তাওয়াফের গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ করে দুই রাক'আত সালাত পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।

(সহীহ ইবনে মাজাহ- ২৩৯৩, সিলসিলাহ সহীহাহ- ২৭৫২)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, সাত বার তওয়াফ করার সওয়াব একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান।

(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ- ২৭৩২)

৯. মুযদালিফায় অবস্থানের গুরুত্ব

১. বিলাল ইবনে রাবাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মুযদালিফার সকালে তাঁকে বললেন, 'হে বিলাল! জনমণ্ডলীকে চুপ করতে বল।' অতঃপর তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের এ (মুযদালিফার) অবস্থান ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তির কারণেই গুনাহগারকে প্রদান করেছেন (বহু কিছু)। আর সৎকর্মশীল লোকদেরকে তাই প্রদান করেছেন, যা তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছে। আল্লাহর নাম নিয়ে (মিনার দিকে যাত্রা) শুরু কর। (ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহা- ৬২৪)

১০. রমযানে উমরাহ করার গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আনসার গোত্রের উম্মে সিনান নাম্মী এক মহিলাকে বললেন, আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কে বাধা দিল? মহিলাটি বলল, অমুকের বাপের (স্বামীর) মাত্র দুটি সেচনকারী উট ছিল; তার মধ্যে একটি নিয়ে ওরা বাপবেটায় হজ্জে গিয়েছিল। আর অপরটি দিয়ে আমাদের এক খেজুর বাগান সেচতে হচ্ছিল। (তাই আমার সওয়ার হয়ে যাওয়ার মতো আর উট ছিল না)। তিনি বললেন, তাহলে রমযানে একটি উমরাহ একটি হজ্জের অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমান সওয়াব রয়েছে। (অতএব তা তুমি করে ফেল।) (মুসলিম- ১২৫৬)

১১. হজ্জ বা উমরায় কেশ মুণ্ডন করা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হজ্জের সময় দুআ করে) বললেন, হে আল্লাহ! কেশ মুণ্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর। সকলে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আর কেশ কর্তনকারীদেরকে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কেশ মুণ্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর। লোকেরা বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আর কেশ কর্তনকারীদেরকে? তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! কেশ মুণ্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর। লোকেরা বলল হে আল্লাহর রাসূল! আর কেশ কর্তনকারীদেরকে? এবারে তিনি বললেন, আর কেশ কর্তনকারীদেরকেও (ক্ষমা কর।) (বুখারী-১৭২৮, মুসলিম-১৩০২)

১২. যমযমের পানির গুরুত্ব

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে, সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ। (সহীহ ইবনে মাজাহ-২৮৮৪, ইরওয়াউল গালীল-১১২৩)

২. আবু যার (র) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বরকতপূর্ণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগ নিরাময়ের মহাঔষধ।

(ত্বাবরানী, বাযযার, সহীহুল জামে- ২৪৩৫)

১৩. তিন মসজিদে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বরকত লাভ বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ ও মসজিদে আকসা (প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।

(বুখারী– ১৯৯৫, মুসলিম- ১৩৯৭)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার এ মসজিদে (নববীতে) একটি সালাত মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম–১৩৯৫)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার মসজিদে একটি সালাত মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা'বার মসজিদে) একটি সালাত অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ সালাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (আহমদ, সহীহুল জামে-৩৮৩৮)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আলাইহিস সালাম) যখন বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণ করেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করলেন; তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এমন বিচার মীমাংসা প্রার্থনা করলেন, যা তাঁর মীমাংসার অনুরূপ হয়। তাঁকে তাই দেয়া হলো। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এমন সাম্রাজ্য চাইলেন, যা তাঁর পরে যেন কেউ পেতে না পারে। তাই তাঁকে প্রদান করা হলো। আর তিনি যখন মসজিদ নির্মাণ শেষ করলেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে; যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (ইবনে মাজাহ্-১৪০৮, সহীহ্ নাসাঈ-৬৬৯)

১৪. মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের গুরুত্ব

১. সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (স্বগৃহ হতে ওযু করে) বের হয়ে এ মসজিদে (কুবায়) উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তির একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়ার লাভ হয়।

(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- ১৪১২, সহীহ নাসাঈ- ৬৭৫)

২. উসাইদ ইবনে হুযাইব (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কুবার মসজিদে সালাত পড়ার সওয়াব একটি উমরাহ্ করার সমতুল্য।

(আহমদ, তিরমিযী, বায়হাকী, হাকেম, সহীহুল জামে- ৩৮৭)

১৫. মক্কা মুকাররমার মাহাত্ম্য

পবিত্র মক্কা মুকাররমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ
فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا.

অর্থ : নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তো বাক্কা (মক্কা)র (কা'বা গৃহ)। তা বরকতপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের পথপ্রদর্শক। তাতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে; (যেমন) মাকামে ইবরাহীম (পাথরের ওপর ইবরাহীমের দাঁড়ানোর পদচিহ্ন)। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। (সূরা আলে ইমরান- ৯৬-৯৭)

মাসজিদুল হারামে পাপাচার করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থ : আর যে ব্যক্তি সেখানে (মাসজিদুল হারামে) সীমালংঘন করে পাপকার্য করতে ইচ্ছা করে, তাকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।

(সূরা হাজ্জ-২৫)

১. সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, নিশ্চয়ই এ শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখি) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্য ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না। (বুখারী- ১৫৮৭)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কারোর জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়। (মুসলিম, মিশকাত- ২৭১৭)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কতই না সুন্দর শহর! তুমি আমার নিকট কতই না প্রিয়! আমার কওম যদি তোমার মধ্য থেকে আমাকে বের না করে দিত, তাহলে তোমার মধ্য ছাড়া আমি অন্য কোথাও বাস করতাম না। (তিরমিযী, মিশকাত–২৭২৪)

১৬. মদীনা মুনাওয়ারার মাহাত্ম্য

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে (মুসলিম) ব্যক্তি মদীনার সংকীর্ণতা ও কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব অথবা সাক্ষ্য দেব।

(মুসলিম, তিরমিযী, সহীহ তারগীব- ১১৮৬-১১৮৭)

২. সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি মদীনার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তার কাঁটা তোলা যাবে না এবং তার শিকার হত্যা করা যাবে না। মদীনা তাদের জন্য উত্তম জায়গা; যদি তারা জানত। ... (মুসলিম, সহীহ তারগীব- ১১৮৮)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে। যেহেতু যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব অথবা সাক্ষী দেব।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-১১৯৩-১১৯৭)

৪. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারামরূপে ঘোষণা করেছেন। আর আমি মদীনাকে এবং তার দুই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথের মধ্যবর্তী স্থানকে হারামরূপে ঘোষণা করছি। তাতে কোন খুন-খারাবি করা যাবে না, লড়াইয়ের জন্য কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং পশুকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গাছের পাতা ঝরানো যাবে না।

(মুসলিম, মিশকাত- ২৭৩২)

৫. উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জালের পদার্পণ হবে না। অবশ্য মক্কা ও মদীনা (সে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে) না। কারণ, নগরীদ্বয়ের প্রতি প্রবেশ-পথে ফেরেশতারা কাতার বেঁধে পাহারা দেবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গা) 'সাবাখা'য় অবতরণ করবে। তখন মদীনায় তিনবার কম্পন হবে এবং তার ফলে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিক তার দিকে বের হয়ে যাবে। (মুসলিম- ২৯৪৩)

৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (মক্কা ও) মদীনা প্রহরী ফেরেশতা দ্বারা নিরাপদ। সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

(আহমদ (২/৪৮৩, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ২৭৪১)

আলেমগণ বলেন, মক্কা-মদীনায় ইবাদতের সওয়াব যেমন বহুগুণ, ঠিক তেমনি পাপকাজের গুনাহও বহুগুণ।

১৭. মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পরিণাম

১. সাদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, সে ব্যক্তিই গলে যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

(বুখারী- ১৮৭৭, মুসলিম- ১৩৮৭)

২. উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর ওপর অত্যাচার করে এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করবে তুমি তাকে সন্ত্রস্ত কর। আর এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্ ফেরেশতাবর্গ এবং পুরো মানবমণ্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে কোন তওবা (অথবা নফল ইবাদত) এবং মুক্তিপণ (অথবা ফরয ইবাদত) কবুল করা হবে না।

(ত্বাবারানী আউসাত্ব ও কাবীর সিলসিলাহ সহীহাহ- ৩৫১)

১২. বিবাহ ও দাম্পত্য

১. বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহ মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের যৌন জীবন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য পন্থায় ব্যয় করার একমাত্র মাধ্যম হলো বিয়ে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তার জৈবিক পশু-পাখি ও জানোয়ারের মতো ব্যবহার করার সুযোগ ইসলামে নেই।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। বিবাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا ـ

অর্থ : তবে বিবাহ কর নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভালো লাগে দুই, তিন অথবা চারটি। আর যদি আশঙ্কা কর যে (স্ত্রীদের মাঝে) সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একটি (বিয়ে কর) অথবা অধিকারভুক্ত দাসী (ক্রীতদাসী যা যুদ্ধবন্দিনী দাসী ব্যবহার কর) এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিক সম্ভাবনা আছে। (সূরা নিসা-৩)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

(সূরা নূর-৩২ আয়াত)

১. তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

(সূরা নূর-৩২ আয়াত)

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

(বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, সহীহুল জামে- ৪৩০)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সে ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সে ব্যক্তি, যে বিয়ের মাধ্যমে (অবৈধ যৌনাচার হতে) নিজের চরিত্রের পবিত্রতা কামনা করে।

(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে- ৩০৫০)

২. দাম্পত্যের ব্যবহার

মহান আল্লাহ বলেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰٓ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا .

অর্থ : আর তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (সূরা নিসা -১৯)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে। (মুসলিম, মিশকাত-৩২৪০)

২. খুয়াইলিদ ইবনে উমর খুযাঈ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল, ইয়াতিম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি। (আহমদ- ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ- ৩৬৭৮)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি ব্যতিক্রম বাঁকা হাড় হতে সৃষ্ট। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বাঁকা ও টেরা। অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে (তালাক দেবে)। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে তা বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।

(বুখারী- মুসলিম, মিশকাত-৩২৩৮)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী, সহীহুল জামে- ১২৩২)

৫. আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী করীম ﷺ ঘরে কী করেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি সাংসারিক কাজ করতেন। অত:পর সালাতের সময় হলে সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন। (বুখারী- ৬৯৩৯)

৬. আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি; না কোন স্ত্রীকে, আর না-ই কোন দাস-দাসীকে। অবশ্য আল্লাহর রাস্তায় তিনি জিহাদ করেছেন। তাঁর প্রতি কেউ অন্যায় করলে কোনদিন তার প্রতিশোধ নেননি। অবশ্য আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিসের লংঘন হলে, তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিশোধ নিতেন। (মুসলিম- ২৩২৮)

৭. মু'আবিয়া (রা) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক কী? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যখন খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি পরলে তাকেও পরাবে। তার চেহারায় মারবে না, তার চেহারা বিকৃত হওয়ার বদদোয়া করবে না এবং ঘরে ছাড়া (অন্য জায়গায় রাগে) তাকে বর্জন করবে না। (আবু দাউদ- ২১৪২)

৮. আমর ইবনে আহওয়াস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, শোন, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে মঙ্গলকামী হও। তারা তো তোমাদের নিকট বন্দিনী মাত্র। এছাড়া তোমরা তাদের অন্য কিছুর মালিক নও। (তিরমিযী- ১১৬৩)

৯. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। (খাবার সামনে এলে) রুচি (বা ইচ্ছা) হলে তিনি খেতেন, তা না হলে বর্জন করতেন। (বুখারী- ৫৪০৯, মুসলিম- ২০৬৪)

১০. আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক সফরে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিলাম। অত:পর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম, তখন একবার প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ- ২৫৭৮)

৩. পুণ্যময়ী স্ত্রীর মর্যাদা

মহান আল্লাহ বলেন-

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ .

অর্থ : সুতরাং সাধ্বী নারীরা আনুগত্য এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে। (সূরা নিসা-৩৪)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চবংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও। (বুখারী-৫০৯০)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হলো পুণ্যময়ী স্ত্রী। (মুসলিম-১৪৬৭)

৩. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হলো চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি) আর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি।

(সিলসিলাহ সহীহাহ- ২৮২)

৪. সা'দ ইবনে আবু আক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, সৌভাগ্যবান স্ত্রী সেই, যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয় এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হলো সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর ওপর জিভ লম্বা করে (লানত করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। (ঐ-১০৪৭)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, শ্রেষ্ঠা রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টিপাত করলে, সে তাকে খোশ করে দেয়। কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না। (ঐ- ১৮৩৮)

৪. স্বামীর আনুগত্য করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ্ বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ـ

অর্থ : পুরুষ হলো নারীর কর্তা। কারণ আল্লাহ্ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে থাকে। (সূরা নিসা-৩৪)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ـ

অর্থ : নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব। (সূরা বাক্বারা -২২৮)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তার রমযান মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে, তখন তাকে বলা হয়, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সে দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। (ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে- ৬৬০)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িনী, সন্তানদাত্রী বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে, সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠাণ্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না। (সিলসিলাহ সহীহাহ-২৮৭)

৫. স্বামীকে রাগান্বিত ও অবাধ্যচরণ করার পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের

দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

(বুখারী- ৮৯৩, মুসলিম- ১৮২২৯)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা) বলেন, মু'আয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন, তখন নবী করীম ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, একি মু'আয? মু'আয বললেন, আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তা শুনে তিনি ﷺ বললেন, খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। সে সত্তার শপথ; যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। মহিলা তার প্রতিপালকের (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করেছে। (স্বামীর অধিকার আদায় করলে তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে, নচেৎ না। এমন কি সে যদি (সফরের জন্য) কোন বাহনে আরোহিনী হয়ে থাকে, আর সে অবস্থায় স্বামী তার দেহ-মিলন চায় তাহলে স্ত্রীর না বলার অধিকার নেই। (ইবনে মাজাহ- ১৮৫৩, আহমদ- ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১, যম্‌মার ১৪৬১, সিলসিলাহ সহীহাহ- ১২০৩)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তায়ালা সে মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, অথচ সে তার মুখাপেক্ষিনী।

(নাসাঈ, ত্বাবারানী, হাকেম- ২/১৯০, বাইহাকী- ৭/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাইন- ২৮৯)

* কথায় বলে, মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব। স্বামীর কৃতজ্ঞতা করা স্ত্রীর এক সহজাত অভ্যাস। হাজার করলেও অন্যের স্বামী তার নজরে ভালো লাগে। স্বামীর কৃতঘ্নতা (নাশুকরি) করা, তার অনুগ্রহ ও ইহসান ভোলা, তার বিরুদ্ধে অকারণে নানান অভিযোগ তোলা, তাকে অভিসম্পাত করা এবং সে হিরো হলেও তাকে জিরো ভাবা ইত্যাদি কারণেই নারী জাতির অধিকাংশই জাহান্নামী হবে। (বুখারী- ২৯, ৪৩১, মুসলিম)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, স্বামী যখন নিজ স্ত্রীকে (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) তার বিছানার দিকে ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে, আর এর ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীর উপর অভিশাপ করতে থাকে।

(বুখারী- ৫১৯৩, মুসলিম- ১৪৩৬, আবু দাউদ- ২১৪১, নাসাঈ)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে। (আহমদ ২/২৪৫,৩১৬, বুখারী- ৫১৯৫ মুসলিম, ১০২৬ নং প্রমুখ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, স্বামী বর্তমান থাকলে তার বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। আর স্ত্রী যেন স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়।

৬. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ج وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : তোমরা যতই আগ্রহ রাখ না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই সক্ষম হবে না। তবে তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা-১২৯)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসে যাওয়া অবস্থায় উপস্থিত হবে।
(আহমদ- ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম- ২/১৮৬, ইবনে হিব্বান- ৪১৯৪)

৭. স্বামী-স্ত্রীর কোনো রহস্য প্রকাশ না করা

১. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের ব্যক্তি হলো সে যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অত:পর মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে। (মুসলিম- ১৪৩৭, আবু দাউদ, ৪৮৭০)

২. আসমা ইবনে ইয়াযিদ (রা) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি

বললেন, সম্ভবত: কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবত: কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) বলে থাকে? এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে গেল। আমি বললাম, জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে। অত:পর তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মতো, যে কোন নারী শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। (আহমদ, আবু দাউদ, বাইহাকী আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃ:)

৮. স্ত্রীর অকারণে তালাক চাওয়ার পরিণাম

১. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে, সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, ২২২৬, তিরমিযী, ১১৮৭, ইবনে মাজাহ, ২০৫৫ ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, ৭/৩১৬ সহীহুল জামে, ২৭০৬)

২. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, খোলা তালাক প্রার্থিনী এবং বিয়ে বন্ধন ছিন্নকারিনীরা মুনাফিক মেয়ে।

(আহমদ, নাসাঈ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাইন- ৬৩২)

৯. নারীর ফিতনা হতে ভীতি-প্রদর্শন

১. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা ছেড়ে যাচ্ছি না। (আহমদ, বুখারী-৫০৯৬, মুসলিম–২৭৪০ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, দুনিয়া হলো সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলিফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।

(আহমদ, মুসলিম- ২৭৪২, তিরমিযী, ২১৯১, ইবনে মাজাহ- ৪০০০)

* নারীঘটিত ফিতনা অনেক। তার সঙ্গে গম্য পুরুষের নির্জনবাস ফিতনা, একাকিনী সফর করা ফিতনা, অপ্রয়োজনে ঘর থেকে তার বের হওয়া ফিতনা, পুরুষের পক্ষে নারীর তাবেদারী করা ফিতনা, তার সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে

যাওয়া ফিতনা, তার বেপর্দা হওয়া ফিতনা, পর্দার ব্যাপারে তাদের সাথে অবহেলা প্রদর্শন ফিতনা। আল্লাহ্ আমাদেরকে সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

১০. বেগানা মহিলার সাথে নির্জনবাসের পরিণাম

১. উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে সাবধান থেক। একথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, কিন্তু দেবর সম্বন্ধে আপনার মত কী? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যুস্বরূপ। (বুখারী- ৫২৩২, মুসলিম- ২১৭২, তিরমিযী-১১৭১)

*যেহেতু ভাবী-দেবরে অঘটন ঘটা অধিক সম্ভব, তাই সমাজবিজ্ঞানী নবীর এ সতর্কবাণী।

২. উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী।
(তিরমিযী, ৯৩৪)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়। আমরা বললাম, আর আপনারও রক্ত শিরায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমারও রক্ত শিরায়। তবে আল্লাহ্ শয়তানের বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি।
(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী- ৯৩৫)

৪. মা'কাল ইবনে য়্যাসার (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো। (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে- ৫০৪৫)

* বলাবাহুল্য, মিশ্র শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে, ট্রেনে, বাসে, হাটে-বাজারে মুসলমান এ কথার খেয়াল রেখে চলা অবশ্য কর্তব্য। পর্দাহীনা বা আধুনিকা মহিলা নিজে সতর্ক না হলেও তাকে সতর্ক হতেই হবে। পরিবেশের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে নিশ্চয় গুনাহগার হবে সে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক অতি প্রয়োজনে রোগিনীর দেহ স্পর্শ করতে পারে। নচেৎ অপ্রয়োজনে স্পর্শ করলে সেও পাপী হবে। পুরুষ দর্জি মহিলার কোন জামা থেকে তার দেহের মাপ নেবে। সরাসরি তার দেহ থেকে মাপ নিতে পারবে না। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও কোন পুরুষ কোন বেগানা নারীর গায়ে হাত লাগাতে পারবে না। আর ইচ্ছাকৃত কোন অবৈধ মহিলার দেহ স্পর্শ তো পাপ বটেই।

১১. মহিলাদের সুসজ্জিতা হয়ে বাইরে না যাওয়া

১. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যা মেয়ে)।
(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহুল জামে- ৪৫৪০)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা চাশ্তের সময় তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত হলো। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবু হুরায়রা মহিলাটির উদ্দেশ্যে বললেন, আস সালাম। মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাবে তুমি? সে বলল, মসজিদে। বললেন, কী জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি? বলল, মসজিদের জন্য। বললেন, আল্লাহর কসম? বলল, আল্লাহর কসম। পুনরায় বললেন, আল্লাহর কসম? বলল, আল্লাহর কসম। তখন তিনি বললেন, তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, সে মহিলার কোন সালাত কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে, যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মতো গোসল করে নেয়। অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে আদায় করো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ-১০৩১)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবু ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে। (আহমদ, আবু দাউদ, সহীহুল জামে, ৭৪৫৭)

* সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলা সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদেও যেতে পারে না। সুতরাং যে সব মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন ও পারফিউম ব্যবহার করে বাইরে পুরুষদের ভিড় ঠেলে বাসে ট্রেনে, হাটে-বাজারে বা স্কুল-কলেজে যায়, তারা ও তাদের অভিভাবকরা সচেতন হবে কি?

১২. স্ত্রী-পরিজনের ওপর ব্যয় করা

১. আবু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার পরিবারের ওপর খরচ করে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখে, তখন ঐ খরচ তার জন্য সদকার সমতুল্য হয়। (বুখারী- ৫৫, মুসলিম- ১০৩২)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয়িত তোমার একটি দীনার, দাস মুক্তকরণে ব্যয়িত তোমার

অপর একটি দীনার, নিঃস্ব ব্যক্তিকে দানকৃত তোমার আরো একটি দীনার এবং তোমার পরিবারের ওপর খরচকৃত অপর আরো একটি দীনার; উক্ত দীনারগুলোর মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দীনার হলো সেটাই, যেটা তুমি তোমার পরিবারের ওপর খরচ করে থাক। (মুসলিম-৯৯৫)

১৩. পোষ্যদের উপেক্ষা করার পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার ওপর যার আহারের দায়িত্ব আছে, সে তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে। (মুসলিম- ৯৯৬)

অন্য এক বর্ণনায় ভিন্ন শব্দে বলা হয়েছে, মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যার আহার্য যোগায় তাকে অসহায় ছেড়ে দেয়।

(আহমদ, আবু দাউদ- ১৬৯২, হাকেম, বায়হাকী, সহীহুল জামে- ৪৪৮১)

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বাধীন ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে (কিয়ামতের দিনে) প্রশ্ন করবেন; সে কি তার যথার্থ রক্ষণা-বেক্ষণ করেছে, নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে? এমন কি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকেদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন।

(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান- ৪৪৭৫, সহীহুল জামে- ১৭৭)

১৪. দুটি কন্যা বা বোন প্রতিপালনের ফযীলত

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিয়ে, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মতো পাশাপাশি অবস্থান করব। (আহমদ -৩/১৪৭-১৪৮, ইবনে হিব্বান- ২০৪৫, সহীহাহ- ২৯৬)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট এক মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খণ্ডে ভাগ করে তার দু' মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না। অত:পর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ

একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অত:পর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সে ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।

(বুখারী- ১৪১৮, মুসলিম- ২৬২৯)

* যেহেতু কন্যা-সন্তান অনেক মানুষের কাছে অবহেলিতা, বঞ্চিতা ও অবাঞ্ছিতা এবং নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং অধিকাংশ সময়ে সে কোন না কোন পুরুষের মুখাপেক্ষিনী, সেহেতু ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রতি সুনজর দিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তার প্রতি যত্ন নেয়াতে বৃহৎ প্রতিদান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৫. খারাপ নাম রাখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَبِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর ফাসেকী নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী। (সূরা হুজুরাত-১১)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ্ আয়ালার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হলো শাহানশাহ। (বুখারী-৬২০৬, মুসলিম-২১৪৩)

যে নামে আল্লাহর সমকক্ষতা, মানুষের অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি প্রকাশ পায় সে নাম রাখা বৈধ নয়। শাহানশাহ, এর অর্থ হলো রাজাধিরাজ। আর সার্বভৌম অধীশ্বর হলেন আল্লাহ্। তাই এ নাম কোন মানুষের জন্য রাখা সমীচীন নয়। অনুরূপ আব্দুর রাসূল, আব্দুন্নবী, রাসূল বখ্‌শ, গোলাম নবী প্রভৃতি নামে শিরক হয়। পিতা-মাতার উচিত, সন্তানের সুন্দর নামকরণ করা; নামের অর্থ না জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাম রাখা।

১৬. অন্যের পিতাকে নিজের পিতা দাবি না করা

১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি পরের বাবাকে নিজের বাবা বলে, অথচ সে জানে, সে তার বাবা নয় সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। (বুখারী- ৬৭৬৬, ৬৭৬৭, মুসলিম- ৬৩, আবু দাউদ)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি পরের বাবাকে নিজের বাবা বলে দাবি করে, সে বক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।

(আহমদ- ২/১৭১, ইবনে মাজাহ- ২৬১১, সহীহুল জামে- ৫৯৮৮)

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি পরের বাবাকে নিজের বাবা বলে দাবি করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধে জুড়ে, সে ব্যক্তির ওপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।

(আবু দাউদ, সহীহুল জামে- ৫৯৮)

৪. মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না। (মুসলিম-১৩৭০)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধে দাবি করা অথবা ছোট বা নিচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী। (আহমদ সহীহুল জামে- ৪৯৮৬)

১৭. স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয়ার পরিণাম

১. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমানতের কসম খায়। আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়। (আহমদ-৫/৩৫২, বায্যার, হাকেম-৪/২৮৯, সহীহুল জামে-৫৪৩৬)

১৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও লেন-দেন

১. পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের গুরুত্ব

১. মিকদাম ইবনে মা'দীকারিবা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, নিজ হাতে উপার্জন করে যে খায়, তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন। (বুখারী-২০৭২)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হলো, তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।
(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী, সহীহুল জামে- ১৫৬৬)

২. সৎ ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বরকত

১. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, (বিক্রয়স্থল হতে) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়ের ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং যদি উভয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ–গুণ) প্রকাশ করে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত লাভ হয়। অন্যদিকে যদি তারা মিথ্যা বলেও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (বুখারী-২০৭৯ নং, মুসলিম-১৫৩২)

৩. হারাম উপার্জনের পরিণাম

১. আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী করীম ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সে আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন আম্বিয়ায়ে কেরামকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صٰلِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ -

অর্থ : হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। (সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৫১)

আর তিনি (মু'মিনের উদ্দেশ্যে) বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর।

অত:পর তিনি সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধুলিমলিন বেশে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? (মুসলিম-১০১৫, তিরমিযী- ২৯৮১)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদা কা'ব ইবনে উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, হে কা'ব ইবনে উজরা! সে মাংস কোন দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে। (দারেমী ২৬৭৪)

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী কা'ব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। কা'ব বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, হে কা'ব ইবনে উজরা! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত। (তিরমিযী-৫০১০)

৪. লোক ঠকানো ও ধোঁকা দেয়ার পরিণাম

১. আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূল (বাজারে) এক রাশিকৃত খাদ্য (শস্যের) কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, হে ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার? ব্যাপারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তিনি বললেন, ভিজাগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।

(মুসলিম-১০২, ইবনে মাজাহ- ২২২৪, তিরমিযী-১৩১৫, আবু দাউদ-৩৪৫২)

২. আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে (মানুষকে) ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম-১০১)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে। (ইবনে হিব্বান- ৫৫৩৩, সহীহুল জামে- ৬৪০৮)

৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী- ১৩, মুসলিম- ৪৫, ইবনে হিব্বান- ২৩৫)

৫. তামীমে দারী (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেন, দ্বীন হলো হিতাকাঙ্ক্ষার নাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য। (মুসলিম– ৫৫)

৫. ব্যবসায় মিথ্যা বলার পরিমাণ

১. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের) এখতিয়ার থাকে। সুতরাং তারা যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। অন্যদিকে যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যত তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিনাশ করে দেয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বরকত) বিনষ্ট করে দেয়।"
(বুখারী- ২১১৪ মুসলিম- ১৫৩২, আবু দাউদ- ৩৪৫৯ তিরমিযী- ১২৪৬, নাসাঈ)

২. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, নবী (রা) বলেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বললেন, তারা হলো, এক. যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দ্বিতীয়. দান করে যে 'দিয়েছি দিয়েছি' বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং তৃতীয়. মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।
(মুসলিম- ১০৬, আবু দাউদ- ৪০৮৭, তিরমিযী- ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- ২২০৮)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, (আর তারা হলো,) কথায় কথায় শপথকারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসক।
(নাসাঈ- ৫/৮৬, ইবনে হিব্বান- ৫৫৩২, সহীহুল জামে- ৮৮০)

৬. মিথ্যা কসম করার পরিণাম

১. ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মাল অনাধিকারভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে কসম করে, সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার ওপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথার সমর্থনে আল্লাহর কিতাব থেকে এ আয়াত আমাদের জন্য পাঠ করলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰٓئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অথ : যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা আলে ইমরান- ৭৭, বুখারী- ৬৬৭৬, ৬৬৭৭, মুসলিম- ১১০ আবু দাউদ)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কাবীরা গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, মা-বাবার অবাধ্যচরণ করা এবং মিথ্যা কসম করা। (বুখারী- ৬৬৭৫, তিরমিযী- ৩০২১ নাসাঈ)

৩. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন এমন বিষয়ে (জেনে-শুনে) মিথ্যা কসম খেল, যে বিষয়ে কাফফারা অথবা গুনাহ অনিবার্য, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

(আবু দাউদ- ৩২৪২, হাকেম- ৪/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ- ২৩৩২)

৪. আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা মুসলিমের অধিকার হরণ করে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জাহান্নাম ওয়াজিব এবং জান্নাত হারাম করে দেন।" লোকেরা বলল, 'যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে রাসূলুল্লাহ?" বললেন, "যদিও বা পিলু (গাছের) একটি ডালও হয়।" (মালেক, মুসলিম- ১৩৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- ২৩২৪)

৭. ক্রয়-বিক্রয়ে সরলতা অবলম্বন করা

১. উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, যে ক্রয়-বিক্রয়, বিচার ও ঋণ আদায় করার সময় ছিল অতি সরল।"

(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহু জামে- ২৪৩)

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তিকেই রহম করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়কালে অতি সরল মানুষ।" (বুখারী- ২০৭৬)

৮. ক্রেতার আপত্তিতে মূল্য ফেরত দেয়ার সুফল

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেয়, (অর্থাৎ তার পছন্দ না হলে মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে বস্তু ফেরৎ নেয়) আল্লাহ সে ব্যক্তির অপরাধকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দেবেন।" (আবু দাউদ, সিলসিলাহ সহীহাহ- ২৬১৪)

৯. খাদ্যবস্তু মাপার গুরুত্বারোপ

১. মিকদাম ইবনে মা'দীকারিবা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে রাখ, এতে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে।" (বুখারী-২১২৮)

১০. সকাল-সকাল কাজে যোগদানের গুরুত্ব

১. সখর গামেদী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের সকালে বরকত দাও।" আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সখর (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ-২২৭০)

১১. ঋণ করার পরিণাম

১. উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, নিরাপত্তা লাভের পর তোমরা তোমাদের আত্মাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করো না। সকলে বলল, 'তা কী (দ্বারা) হে রাসূলুল্লাহ!' তিনি বললেন, 'ঋণ (দ্বারা)।' (আহমদ- ৪/১৪৬, ত্ববারানীর কাবীর, আবু য়্যালা- ১৭৩৯, হাকেম- ২/২৬ সহীহুল জামে- ৭২৫৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি লোকের মাল (ঋণ) নিয়ে তা আদায় করার সংকল্প রাখে, সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা আদায় করে দেন। (অর্থাৎ পরিশোধের উপায় সহজ করে দেন)। আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে লোকেদের মাল গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেন। (বুখারী- ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ- ২৪১১)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দণ্ডবিধি) সমূহের কোন হদ্দ কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হলো, সে ব্যক্তি আল্লাহর অনুশাসনের বিরোধিতা করল।

যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেল (সে ব্যক্তি পরকালে তা পরিশোধ করবে)। কিন্তু সেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা) দ্বারা নয় বরং নেকী ও গুনাহ্ দ্বারা (পরিশোধ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে বিতর্ক করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।

আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন মানুষের চরিত্রে এমন কথা বলে, যা তার মধ্যে নেই সে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জাহান্নামের নর্দমায় বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যা বলেছে তা হতে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন আর সে বের হতে পারবে না।" (আবু দাউদ-৩৫৯৭, হাকেম- ২/২৭, ত্বারাবানী, বায়হাকী, সহীহুল জামে- ৬১৯৬)

৪. আবু হুরায়রা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "ঋণ পরিশোধ করার মতো কোন

মালও ছেড়ে যাচ্ছে কি?' উত্তরে যদি তাঁকে বলা হতো যে, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করার মতো মাল ছেড়ে যাচ্ছে' তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।

অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিভিন্ন বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল)। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে ও তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার ওপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে ও তার অধিকারী হবে তার ওয়ারিসরা। (মুসলিম- ১৬১৯)

১২. ঋণ পরিশোধে টালবাহানা না করা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম। আর যখন কোন (ঋণদাতা) ব্যক্তিকে কোন ধনীর বরাত দেয়া হয়, তখন সে যেন তার অনুসরণ করে।

(বুখারী- ২২৮৮, মুসলিম- ১৫৬৪, আসহাবে সুনান)

২. শারীদ ইবনে সুয়াইদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও শাস্তিকে হালাল করে দেয়।" (আহমদ- ৪/২২২, আবু দাউদ- ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- ২৪২৭, ইবনে হিব্বান- ৫০৮৯, হাকেম- ৪/১০২, সহীহুল জামে- ৫৪৮৭)

ঋণ করে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন স্বার্থ তা পরিশোধ করতে টালবাহানা ও ছেঁচড়ামি করলে ঋণদাতার পক্ষে তার এ দুর্ব্যবহারের চর্চা করা বৈধ হয়ে যায়। যেমন বিচার-বিভাগ হতে তার ঐ টালবাহানা ব্যক্তির ওপর শাস্তি বা জেল দেয়া ন্যায়সঙ্গত।

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে জাতি পবিত্র হবে না, যে জাতির দুর্বল ব্যক্তির নিজ অধিকার অনায়াসে অর্জন না করতে পেরেছে। (ইবনে মাজাহ- ২৪২৬, বাযযার আয়েশা (রা) হতে, ত্বাবারানী হযরত ইবনে (রা) মাসউদ হতে, আবু য়্যালা, সহীহুল জামে- ২৪২১)

১৩. ভালোভাবে ঋণ পরিশোধ করার মর্যাদা

১. আবু রাফে' (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি তরুণ উট ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট সদকার উট এল তখন তিনি আবু রাফে'কে ঐ লোকটির তরুণ উট পরিশোধ করে দিতে আদেশ করলেন। আবু রাফে' তার নিকট এসে বললেন, "সপ্তবর্ষীয় বাছাই করা ভালো ভালো উট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।' নবী করীম ﷺ বললেন, "সেখান থেকেই একটিই তাকে দিয়ে দাও। কারণ লোকেদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পরিশোধ করায় উত্তম। (মুসলিম- ১৬০০)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (একটি উট ধার করেছিলেন। তিনি যে বয়সের উট নিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি বয়সের উট দিয়ে ধার পরিশোধ করলেন। আর বললেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী- ২৩৯০, মুসলিম- ১৬০১)

জ্ঞাতব্য যে, ঋণ দিয়ে শর্তের সাথে বেশি নিলে-দিলে সুদ নেয়া-দেয়া হয়। কিন্তু শর্ত ও আশা না করে ঋণ ব্যক্তি যদি পরিশোধের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু বেশি দেয়, তাহলে তা সুদ নয়; বিধায় ঋণদাতার তা গ্রহণ করা বৈধ।

১৪. ঋণী ব্যক্তিকে পরিশোধে অবকাশ দেয়া

মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : যদি ঋণী অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি দান করে (ঋণ মাফ করে) দাও, তবে তা খুবই উত্তম; যদি তোমরা তা উপলব্ধি কর। (সূরা বাক্বারা- ২৮০)

১. হুযাইফা (রা), আবু মাসউদ (রা) ও উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এক বান্দাকে আনা হবে, যাকে তিনি সম্পদ দান করেছিলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করবেন, "তুমি

দুনিয়াতে কী কী আমল করেছিলে?' লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন কিছু আমল করতে পারিনি। তবে আপনি আমাকে যে সম্পদ দান করেছিলেন, তদ্বারা আমি ব্যবসায়-বাণিজ্য করতাম। আর তাতে আমার চরিত্র এই ছিল যে, আমি সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রতি সরলতা প্রদর্শন করতাম এবং সামর্থ্যহীন ব্যক্তিকে (আমার পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম।' তখন মহান আল্লাহ বলবেন, এ ব্যাপারে আমি তোমার থেকে বেশি হকদার। (হে ফেরেশতামণ্ডলী!) আমার বান্দাকে তোমরা মুক্তি দাও। (সহীহুল জামে-১২৫)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি কোন দিন কোন নেক আমল করেনি। তবে সে লোককে ঋণ দান করত এবং নিজের তহসীলদার দূতকে বলত, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং ক্ষমা করে দাও। সম্ভবত আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' অতঃপর লোকটি যখন মারা গেল, তখন আল্লাহ্ তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন দিন কোন ভালো কাজ করেছ?' লোকটি বলল, 'না। তবে আমার একজন (তহসীলদার) কিশোর ছিল। আমি মানুষকে ঋণ দান করতাম। আর আমি যখন তাকে সেই ঋণ আদায় করতে পাঠাতাম, তখন বলতাম, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবত আল্লাহ্ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' আল্লাহ্ বললেন, 'আমিও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে- ২০৭৮)

৩. হুযাইফা (রা) ও আবু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একটি লোকের জান কবজ করতে মালাকুল মওত উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন নেক আমল করেছ?' সে বলল, 'আমি (কোন ভালো কাজ করেছি বলে) জানি না।' ফেরেশতা বললেন, ভেবে দেখ।' লোকটি বলল, 'আমি এমন কিছু জানি না। তবে আমি লোকের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের কাজ করতাম। আর অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে (পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম।' সুতরাং আল্লাহ্ এ আমলের উসীলায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

(আহমদ, বুখারী, মুসলিম, ইবনে, মাজাহ, সহীহুল জামে- ২০৭৯)

৪. আবুল ইয়াসা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

(আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহুল জামে- ৬১০৬, ৬১০৭)

৫. আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি খুশীর সাথে এ কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই দেন, সে ব্যক্তির উচিত, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ সহজ করে দেয়া অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়া। (মুসলিম, মিশকাত- ২৯০২)

৬. আবু কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে অথবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।

(মুসলিম, মিশকাত- ২৯০৩)

১৫. সুদী লেন-দেন না করা

মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ـ

অর্থ : যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির মতো দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে 'বেচা-কেনা তো সুদের মতোই।' অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং

যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সুদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাক্বারা, ২৭৫-২৭৬)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ، وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তাহলে জেনে রাখ যে, এ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও না। (সূরা বাক্বারা- ২৭৮)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা সে আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান -১৩০)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক। সকলে বলল 'হে রাসূলুল্লাহ! সে গুলো কী কী?' তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন, তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মু'মিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেয়া। (বুখারী-২৭৬৬, মুসলিম-৮৯)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, (পাপে) ওরা সকলেই সমান। (মুসলিম- ১৫৯৮)

৩. আবু জুহাইফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ চামড়ায় দাগ দিয়ে নকশা করা ও করে এমন মহিলাকে, সুদখোর ও সুদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন।

(বুখারী- ২২৩৮, আবু দাউদ- ৩৪৮৩)

৪. যাঁকে ফেরেশতা শেষ গোসল দিয়েছিলেন, সে হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জেনে শুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম সুদ খাওয়া আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।

(আহমদ- ৫/৩৩৫, ত্বারাবানী ও আউসাত, সহীহুল জামে- ৩৩৭৫)

অর্থাৎ, এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়ার গুনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার গুনাহ অপেক্ষা অধিক গুরুতর ও বড়। বরং সুদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট গুনাহ হলো নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান।

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সুদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হলো, নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো। (ইবনে মাজাহ- ২২৭৮, ইবনে মাজাহ- ১৮৪৪)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিই বেশি-বেশি সুদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।

(ইবনে মাজাহ- ২২৭৯, হাকেম- ২/৩৪, ইবনে মাজাহ- ১৮৪৮)

সুদখোর সুদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশিই করুক না কেন, পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বরকত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

১৬. পশুপালনের গুরুত্ব

১. উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন, বাড়িতে ছাগল পালন কর। কারণ তাতে বরকত আছে। (ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ- ৭৭৩)

২. উরওয়াহ বাকেরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'উট তার পালনকারীর জন্য সম্মান ও ইজ্জত, ভেড়া-ছাগল হলো বরকত। আর কিয়ামতে পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধা আছে কল্যাণ। (ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ-১৭৬৩)

১৭. ক্রীতদাস মুক্ত করার মর্যাদা

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ - يَّتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ . اَوْ مِسْكِيْنًا ذَامَتْرَبَةٍ . ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ .

অর্থ : কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না (কষ্টসাধ্য পরিত্রাণ ও মঙ্গলের পথ অবলম্বন করল না।) তুমি কি জান গিরি সংকট কী? এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে পিতৃহীন আত্মীয়কে অথবা ধুলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে আহার্য দান। তদুপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা মু'মিন এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়াদাক্ষিণ্যের; তারাই সৌভাগ্যশালী।

(সূরা বালাদ-১১-১৮)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি একটি মু'মিন দাস স্বাধীন করে আল্লাহ ঐ দাসের প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির অঙ্গসমূহকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তারও লজ্জাস্থানকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। (বুখারী-৬৭১৫, মুসলিম-১৫০৯)

১৮. খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করার ভয়াবহতা

১. মা'মার ইবনে আবু মা'মার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাপী ছাড়া অন্য কেউ (দুষ্প্রাপ্যতার সময়) খাদ্য গুদামজাত করে না।

(মুসলিম- ১৬০৫, আবু দাউদ- ৩৪৪৭, তিরমিযী- ১২৬৭, ইবনে মাজাহ- ২১৫৪)

বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্যতার সময় খাদ্য গুদামজাত করে রেখে দাম বাড়ানো বৈধ নয়। মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে পয়সা দিয়েও খাদ্য পায় না, তখন তা আটকে রাখা অবশ্যই হারাম। অবশ্য দুষ্প্রাপ্যতার বাজার না হলে খাদ্য-শস্য আটকে রেখে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা বিক্রয় করা অবৈধ নয়।

১৯. স্থাবর সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিণাম

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধ হাত পরিমাণও জমি জবর দখল করবে, (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির নিচের সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

(বুখারী- ২৪৫৩, মুসলিম- ১৬১২)

২. ইয়্যা'লা ইবনে মুরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকের বিচার শেষ হবে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!

(আহমদ- ৪/১৭৩, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে হিব্বান- ৫১৪২, সহীহুল জামে- ২৭২২)

২০. গর্বের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ঘর-বানানোর পরিণাম

১. হারেসাহ ইবনে মুযার্রি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা)-এর নিকট তাঁর অসুখে দেখতে এলাম। তখন তিনি (চিকিৎসার জন্য) নিজ দেহে সাত সাত বার দাগ নিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'আমার অসুখ লম্বা সময় ধরে রয়ে গেল। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, তোমরা মৃত্যু কামনা করো না।" তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

তিনি আরো বলেছেন, "মানুষের সমস্ত প্রকার খরচে সওয়াব লাভ হয়, কিন্তু মাটি অথবা ঘর-বাড়ির খরচে নয়। (তিরমিযী- ২৪৮৩)

ইমাম ত্বাবারানী খাব্বাব (রা) হতে হাদীসটিকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন, ঘর-বাড়ি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বান্দা যে অর্থই ব্যয় করে, সে অর্থেই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়। (সহীহুল জামে- ৪৫৬৬ ও ৮০০৭)

২১. মজুরকে মজুরি না দেয়ার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হলো সে ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি করল। অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হলো সে ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য খেল। আর তৃতীয় হলো সে ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরি (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।

(আহমদ- ২/৩৫৮, বুখারী- ২২২৭ ও ২২৭০, ইবনে মাজাহ- ২৪৪২)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সে ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিয়ে করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার সম্পদ বিনা কারণে আত্মসাত করে। (দ্বিতীয় হলো) সে ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরি আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হলো) সে ব্যক্তি, যে বিনা প্রয়োজনে পশু হত্যা করে। (হাকেম, বায়হাকী, সহীহুল জামে-১৫৬৭)

৩. আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, আনাস ও জাবের (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" (সহীহুল জামে- ১০৫৫)

১৪. পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য

১. গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে না পরা

মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ .

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না।

(সূরা লুক্বমান- ১৮)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজ পরিহিত কাপড় (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। (বুখারী- ৫৭৮৩, মুসলিম- ৫৭৮৩)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, লুঙ্গির যেটুকু অংশ গাঁটের নিচে হবে সেটুকু (অঙ্গ) জাহান্নামে যাবে। (বুখারী- ৫৮৮৭, নাসাঈ)

৩. আবু জার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে (পাপ হতে) পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। আমি বললাম, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে রাসূলুল্লাহ?' তিনি বললেন, "তারা হলো, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে, 'দিয়েছি-দিয়েছি' বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।

(মুসলিম- ১০৬, আবু দাউদ- ৪০৮৭, তিরমিযী- ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- ২২০৮)

অহংকারবশে যে পুরুষ তার পরনের কাপড় গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরবে তার শাস্তি হলো, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাকে (পাপ হতে) পবিত্রও করবেন না এবং তার জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে অহংকারের সাথে নয়; বরং

অভ্যাসগতভাবে তা পরবে তার শাস্তি হলো, প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গির যেটুকু অংশ গাঁটের নিচে হবে কেবল সেটুকু (অঙ্গ) জাহান্নামে যাবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ মানুষ জেনে শুনেও উক্ত পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। গাঁটের উপর তুলে কাপড় পরে মানুষের কাছে হ্যাংলা হওয়ার ভয় করে, অথচ জাহান্নামের আগুনকে ভয় করে না! পক্ষান্তরে মহিলারা ঐ আমল করে এবং হাঁটু পর্যন্ত সূর্যের আলো দেখিয়ে 'আলোকপ্রাপ্তা' সাজে!

২. বেশি পাতলা কাপড় না পরা

মহান আল্লাহ বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

অর্থ : মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে ও লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যা প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের (অন্যান্য) সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (উড়না অথবা চাদর) দ্বারা আবৃত করে। (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে, যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলো সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক; যদ্দারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো সে মহিলা দল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (যেন পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হেলে যাওয়া উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে। (মুসলিম–২১২৮)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার শেষ যমানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে, যারা ঘরের মতো জিন (মোটর গাড়ি) তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে সালাত পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উটের কুঁজের মতো (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্ত! (আহমদ- ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহ– ২৬৮৩)

৩. রেশমবস্ত্র ও সোনা ব্যবহারের পরিণাম

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা রেশমের কাপড় পরো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা দুনিয়াতে পরবে, সে ব্যক্তি আখেরাতে পরতে পারবে না।" (বুখারী-৫৮৩৩, মুসলিম-২০৬৯, তিরমিযী, নাসাঈ)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত জাহান্নামের অঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী করীম ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হলো, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো তা গ্রহণ করব না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।' (মুসলিম-২০৯০)

আংটিটা কুড়িয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য কাজে লাগানোতে অথবা আত্মীয় মহিলাকে দেয়াতে কোন গুনাহ ছিল না। তবুও সাহাবী (রা) রাসূল ﷺ এর তা'যীমে তা গ্রহণ করলেন না। বলাবাহুল্য, এটা হলো রাসূলের চরম আনুগত্যের প্রকৃষ্ট নমুনা।

৪. বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বনের পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের বেশধারিণী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন।

(বুখারী- ৫৮৮৫, আসহাবে সুনান)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহ সে পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সে নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।"

(আবু দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে- ৫০৯৫)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।"

(নাসাঈ, হাকেম- ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে- ৩০৬৩)

৫. বিজাতীয় বেশ ধারণ না করা

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۔

অর্থ : "তোমরা সীমা লংঘনকারীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ো না, অন্যথায় অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর এ অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু থাকবে না এবং তোমরা সাহায্যও পাবে না।" (সূরা হূদ : আয়াত-১১৩)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে, আমাদেরকে ছেড়ে অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।"

(তিরমিযী- ২৬৯৫)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সে জাতিরই দলভুক্ত।"

(আবু দাউদ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব হযরত হুযাইফাহ হতে, সহীহুল জামে- ৬১৪৯)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (রা) বলেছেন, "যে যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথে (কিয়ামতে) অবস্থান করবে।" (মুসলিম-২৬৪০)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মতো। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।"

(আহমদ, বুখারী, মুসলিম- ২৬৩৮, আবু দাউদ, মিশকাত- ৫০০৩)

বলাবাহুল্য, একজন মুসলিমের হৃদয় আদর্শ মুসলিমের লেবাস পোশাক, আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও চাল-চলনের প্রতিই আকৃষ্ট হওয়া উচিত, কোন কাফেরের প্রতি নয়। বহু বিষয়েই আমাদের নবী করীম (সা) আমাদেরকে বিজাতির বিপরীত কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন।

৬. গর্ব ও অহংকারী পোশাকের পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) প্রসিদ্ধিজনক পোশাক পরবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে জাহান্নামের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করবে না।" (আহমদ-২/৯২,১৩৯, ইবনে মাজাহ-৩৬০৭, আবু দাউদ ৪০২৯, সহীহুল জামে-৬৫২৬)

কেবল প্রসিদ্ধ লাভের উদ্দেশ্যে, লোকমাঝে চর্চা হবে এ উদ্দেশ্যে অথবা গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন বিস্ময়কর অদ্ভুত পোশাক ব্যবহার করলে ঐ শাস্তি রয়েছে কিয়ামতে। তাতে সে পোশাক অত্যন্ত মূল্যবান হোক অথবা মামুলী মূল্যের। কারণ মামুলী মূল্যের লেবাস পরেও পরহেযগারী ও দুনিয়া-বৈরাগ্যে প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হতে পারে। অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরিধান করাবেন।

৭. দাড়ি রাখার গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, "তোমরা গোঁফ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (কমপক্ষে এক মুঠো পরিমাণ)। আর এ কাজ করে তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।" (বুখারী-৫৮৯৩, মুসলিম-২৫৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "গোঁফ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।" (মুসলিম-২৬০)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, গোঁফ ছেঁটে ফেলো, পাকা চুল রঙিয়ে ফেলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" (আহমদ, সহীহুল জামে-১০৬৭)

প্রকাশ থাকে যে, দাড়ি রাখা সকল আম্বিয়ার সুন্নাত (তরীকা) এবং তা ওয়াজিব। বলাবাহুল্য, দাড়ি চাঁছা, ছিঁড়া বা ছোট করে ছাঁটা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর তা হলো পৌরুষ ও সম্মানের নিদর্শন, পুরুষের সৌন্দর্য ও সমীহপূর্ণ ভূষণ। পক্ষান্তরে দাড়ি সাফ করার অপকর্মে কয়েকটি বিরুদ্ধাচরণ করছে।

১. দাড়ি বর্ধনের ওপর রাসূলের আদেশ অমান্য এবং তাতে তাঁর বিরোধিতা।
২. কাফেরদের প্রতিরূপ ধারণ। অথচ মহানবী (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি সে জাতির সাদৃশ্য ধারণ করে, সে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত।"
৩. নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন। অথচ তিনি নারীদের আকৃতি ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।
৪. (আল্লাহর বিনা অনুমতিতে) আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং শয়তানের প্রতিজ্ঞার আনুগত্য।

৮. গোঁফ লম্বা করার পরিণাম

১. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার গোঁফ ছোট করে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।

(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে- ৬৫৩৩)

লক্ষ্যণীয় যে, গোঁফ ছোট করা বা ছাঁটা হলো শরীয়তসম্মত ও বিধেয়। পক্ষান্তরে তা চেঁছে ফেলা বিধেয় নয়। ভালো মনে করে করলে তা বিদ'আত হবে।

৯. চুল পাকার মাহাত্ম্য ও শুভ্র কেশধারীর মর্যাদা

১. আমর ইবনে আবাসাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির ইসলামে (জিহাদ, আল্লাহর ভয় প্রভৃতি কারণে) একটি চুল পাকে, সে ব্যক্তির জন্য ঐ সাদা চুলটি কিয়ামতের দিন জ্যোতি হবে।

(তিরমিযী, নাসাঈ, সিলসিলাহ সহীহ- ১২৪৪)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শুভ্র কেশ মু'মিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে, সে ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে। (ইবনে হিব্বান, সিলসিয়াহ সহীহাহ ১২৪৩)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের দিনে নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সে ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গুনাহ ঝরিয়ে দেবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব- ২০৯৬)

১০. চুল-দাড়িতে কলপ ব্যবহারের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা পাকা চুল-দাড়ি রাঙায় না, তোমরা (তা রঙিয়ে) তাদের বিরোধিতা কর। (বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআত, সহীহুল জামে- ১৯৯৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে পাকা চুল-দাড়ি রাঙিয়ে থাক, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো, মেহেদি ও কাতাম। (আহমদ, সুনানে আরবাআহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে-১৫৪৬)

'কাতাম' এক শ্রেণীর গাছের নাম, যার পাতা থেকে লালচে কালো রঙ প্রস্তুত করা হয়।

৩. জাবের (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হলো। তখন তাঁরা চুল-দাড়ি ছিল 'ষাগামা' ফুলের মতো সফেদ (সাদা)। নবী করীম ﷺ বললেন, কোন রঙ দিয়ে এ সফেদিকে বদলে ফেল। আর কালো রঙ থেকে তাকে দূরে রাখ। (মুসলিম, মিশকাত-৪৪২৪)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা পায়রার ছাতির মতো কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

(আবু দাউদ- ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে- ৮১৫৩)

প্রকাশ থাকে যে, কালো কলপ ব্যবহার হারাম। তবে কালচে লাল, বাদামী প্রভৃতি রঙ হারাম নয়।

১১. পরচুলা উল্কি করা ইত্যাদির পরিণাম

১. আসমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মেয়ের হাম হয়েছিল। যার ফলে তার মাথায় চুল (অনেক) ঝরে গেছে। আর তার বিয়েও দিয়েছি। অতএব তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি কি?' নবী করীম ﷺ বললেন, পরচুলা যে লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগিয়ে দেয়া হয় এমন উভয় মহিলাকেই আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আসমা বলেন, 'যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী করীম ﷺ অভিশাপ করেছেন।' (বুখারী- ৫৯৪১, মুসলিম- ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, '(হাত বা চেহারায়) শরীরে যারা নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে, সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘষে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামক এক মহিলার নিকট এ খবর পৌছলে সে এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলল, 'আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যাদের উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?' উম্মে ইয়াকূব বলল, 'আমি

(কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।' আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, 'তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۔

অর্থ : রাসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর-৭)

উম্মে ইয়াকূব বলল, 'অবশ্যই পড়েছি।' আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, 'তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।' মহিলাটি বলল, কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।' আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।'

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবি অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) তাকে বললেন, 'যদি তাই হতো, তাহলে আমি তার সাথে মিলিতই হতাম না।' (বুখারী-৪৮৮ নং, মুসলিম-২১২৫, আসহাবে সুনান)

৩. হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর হজ্জের বছরে মিম্বরের উপর তাঁকে বলতে শুনেছেন। তিনি এক প্রহরীর হাত থেকে এক গোছা পরচুলা নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলেমগণ? আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মুখে শুনেছি, তিনি এ জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, "বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হলো যখন মেয়েরা এই (পরচুলা) ব্যবহার শুরু করল।"

(মালেক, বুখারী- ৩৪৬৮, মুসলিম- ২১২৭, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

বুখারী ও মুসলিমে ইবনুল মুসাইয়িব হতে এক বর্ণনায় আছে যে, মু'আবিয়া (রা) মদীনায় এসে আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। আর (তারই মাঝে) এক গোছা পরচুলা বের করে বললেন, 'ইয়াহুদীরা ছাড়া অন্য কোন (মুসলিম) ব্যক্তি এ জিনিস ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। আল্লাহ্ রাসূল (সা)-এর নিকট এ (পরচুলা ব্যবহারের) খবর পৌছলে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, 'জালিয়াতি!'

(বুখারী- ৫৯৩৮)

১৫. পানাহার

১. সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার না করা

১. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কারণ, তা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য। (বুখারী-৫৬৩৩, মুসলিম-২০৬৭)

২. উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, আসলে সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢকঢক করে পান করে। (বুখারী- ৫৬৩৪, মুসলিম- ২০৬৫)

২. বাম হাতে পানাহার না করা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা অবশ্যই না খায় এবং পানও না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, (ইবনে উমর (রা)-এর স্বাধীনকৃত দাস তাবেয়ী) নাফে' (র) দুটি কথা আরো বেশি বলতেন, কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু না নেয় এবং অনুরূপ তদ্দ্বারা কিছু না দেয়। (মুসলিম-২০২০, তিরমিযী-১৮০০, আবু দাউদ-৩৭৭৬)

২. উমর ইবনে আবী সালামাহ (রা) বলেন, আমি শিশুবেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে (বসে খাবার সময়) আমার হাত পাত্রের যেখানে-সেখানে পড়লে তিনি আমাকে বললেন, ওহে বৎস! আল্লাহর নাম নাও, তোমরা ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের তরফে একধার থেকে খাও। (বুখারী, মুসলিম-২০২২)

৩. সালামাহ ইবনে আকওয়া' হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাম হাত দিয়ে কিছু খাচ্ছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে তাকে বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, 'আমি পারি না।' রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যেন

না পার। অহংকারই ওকে (আদেশ পালনে বিরত রেখেছে।) সালামাহ্ বলেন, 'সুতরাং (এ বদদোয়ার ফলে) সে আর তার হাতকে মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।' (মুসলিম- ২০২১)

৩. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা

১. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই শয়তান (মুসলিমের) খাবার খেতে সক্ষম হয়; যদি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বলা হয়। (মুসলিম-২০১৭, আবু দাউদ-৩৭৬৬)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন খাবার খাবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে কেউ তা বলতে ভুলে গেলে সে যেন (মনে পড়লে বা) শেষে বলে, 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহ্। (আবু দাউদ-৩৭৬৭, তিরমিযী-১৮৫৮)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" (মুসলিম- ২০১৮, আবু দাউদ-৩৭৬৫)

খাবার সময় আরো মান্য আদব এই যে, খাবার পর 'আল হামদু লিল্লাহ' বা নির্দিষ্ট দুআ পড়তে হয়। খাবার পাত্রের মাঝখান হতে খেতে হয় না। খাবার যেমনই হোক তার কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে হয় না। খাদ্যাংশ নিচে পড়ে গেলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলা কর্তব্য। কারণ, তাতেই বরকত নিহিত থাকতে পারে। এ ছাড়া খাবার শেষে পাত্র ও আঙ্গুল চেঁটে খেতেও শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

৪. দাঁড়িয়ে পানাহার থেকে বিরত থাক

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে।" (মুসলিম- ২০২৬)

২. আনাস (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। আনাস (রা)-কে দাঁড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো আরো খারাপ ও আরো নোংরা।'

(মুসলিম-২০২৪)

পানি পান করলে তিন শ্বাসে পান করতে হয় এবং দাঁড়িয়ে পান করতে হয় না। যেমন পানপাত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু বসার জায়গা না থাকলে অথবা অন্য কোন অসুবিধায় বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা হারাম নয়। যেহেতু দাঁড়িয়ে পান বৈধ হওয়ার হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

৫. পেট পুরে খাওয়ার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুসলিম একটি মাত্র অন্ত্রে খায়, পক্ষান্তরে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।"

(বুখারী-৫৩৯৬, মুসলিম-২০৬২, ইবনে মাজাহ)

২. মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশি খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।"

(তিরমিযী-২৩৮০, ইবনে মাজাহ-৩৩৪৯, হাকেম-৪/১২১, সহীহুল জামে-৫৬৭৪)

৬. দাওয়াত এবং দাওয়াতে না আসা অপরাধ

১. আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হলো সে ওলীমার খাবার, যার জন্য ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হলো এবং বাদ দেয়া হয় গরীবদেরকে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।' (বুখারী- ৫১৭৭, মুসলিম- ১৪৩২)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হলো সে ওলীমার খাবার, যাতে তাদেরকে আসতে নিষেধ করা হয় (বা দাওয়াত দেয়া হয় না), যারা তা খেতে চায় এবং যার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হয়, যারা তা খেতে চায় না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের নাফরমানী করে।"

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "মুসলিমের ওপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে, সালামের জবাব দেয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা প্রদান করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ্' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহু' বলা।'

(বুখারী-১২৪০, মুসলিম-২১৬২)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খেতে পারে, না হলে না খেতে পারে।" (মুসলিম-১৪৩০)

মুসলিম ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। অবশ্য দাওয়াত-স্থলে কোন প্রকার আপত্তিকর অবৈধ কিছু থাকলে তা উপদেশের মাধ্যমে অপসারণ না করতে পারলে ভিন্ন কথা।

১৬. শাসন ও বিচার

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা বিচারকের মর্যাদা

যাকে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমতা দান করেন তার উচিত ন্যায়পরায়ণতার সাথে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা তথা সুবিচার করা। সুবিচারকে আল্লাহ্ পাক তাকওয়ার নিকটতর বলে পবিত্র কুরআনে অভিহিত করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى .

অর্থ : আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। (সূরা নাহল : আয়াত-৯০)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন অন্যত্র বলেন–

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৮)

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আন'আমে ইরশাদ করেন–

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى .

অর্থ : আর তোমরা যখন কথা বলবে, তখন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও তা ন্যায্যভাবে বলবে। (সূরা আন'আম : আয়াত-১৫২)

ঈমানদারদেরকে ডাক দিয়ে আল্লাহ্ বলেন–

يَـاَيُّهَا الَّذِيْـنَ اٰمَنُوْا كُوْنُـوْا قَوّٰمِيْـنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ـ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ـ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তবে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১৩৫)

ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

فَاِنْ فَـآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

অর্থ : (বিবাদমান দুই গোষ্ঠী) যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর এবং সুবিচার কর। আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-৯)

১. আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" (বুখারী-৭৩৫২, মুসলিম-১৭১৬)

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহ্র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ, তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের ওপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের

বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" (মুসলিম- ১৮২৭)

ইসলাম প্রত্যেক ব্যাপারেই ইনসাফ ও নায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করে। নিজের সন্তানদের জন্যও মহানবী (সা)-এর নির্দেশ হলো, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর। (বুখারী-২৬৫০, মুসলিম-১৬২৩)

২. দুর্বল ব্যক্তিদের বিচার, শাসন ও রাজকার্য গ্রহণ করার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারক পদ গ্রহণ করল অথবা যাকে লোকদের (কাযী বা) বিচারক নিযুক্ত করা হলো, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবাই করা হলো।"

(আবু দাউদ-৩৫৭১, তিরমিযী-১৩২৫, ইবনে মাজাহ-২৩০৮, সহীহ জামে-৬৫৯৪)

২. বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী।

জান্নাতী হলো সে বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সে অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানানো সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।

(আবু দাউদ- ৩৫৭৩, তিরমিযী- ১৩২২, ইবনে মাজাহ- ২৩১৫, সহীহ জামে- ৪৪৪৬)

৩. আবু মারয়্যাম আযদী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত হলো, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।) (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ জামে- ৬৫৯৫)

৪. আবু যার (রা) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোন শাসনকার্যে নিয়োগ করবেন না কি?' এ কথা শুনে তিনি আমার কাঁধে হাত মারলেন, অতঃপর বললেন, "হে আবু যার! তুমি একজন দুর্বল মানুষ। আর শাসনকার্য এক প্রকার আমানত এবং কিয়ামতের দিন তা হলো লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। অবশ্য সে ব্যক্তির জন্য নয়, যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে গ্রহণ করবে এবং তাতে তার সকল কর্তব্য যথারীতি পালন করবে।" (মুসলিম-১৮২৫)

৩. ন্যায়পরায়ণ শাসককে অমান্য জামাআত থেকে বিচ্ছিন্নের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। যে ব্যক্তি আমীর (নেতা বা শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

আর ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক) তো ঢালস্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। সুতরাং সে যদি আল্লাহভীরুতার আদেশ দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে এর বিনিময়ে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। নচেৎ সে যদি এর বিপরীত কর্ম করে তবে তার পাপ তার ঘাড়ে।"

(বুখারী- ২৯৫৭, মুসলিম- ১৮৪১)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কর্ম দেখে, সে যেন তাতে ধৈর্যধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তিই জামা'আত হতে আধহাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যাবে, সে ব্যক্তিই জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।" (বুখারী-৭০৫৪, মুসলিম-১৮৪৯)

উল্লেখ্য উক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত, আমীর ও জামা'আতের অর্থ বর্তমানের কোন দলনেতা, জামাত, সংগঠন বা দল নয়। ঐ আমীরের অর্থ হলো, ক্ষমতাসীন মুসলিম গভর্নর বা শাসক। আর জামা'আতের অর্থ হলো, সে শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম দল।

৩. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহ্বান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং আর মু'মিকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। (মুসলিম-১৮৪৮)

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার (ঐ কাজের) কোন দলীল বা ওজর থাকবে না।

আর যে ব্যক্তি নিজ ঘাড়ে বায়াত না রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ বরণ করবে।" (মুসলিম- ১৮৫১)

উল্লেখ্য এখানে বায়াত বলতে মুসলিম রাষ্ট্রনেতার হাতে হাত মিলিয়ে আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, তথাকথিত কোন পীরের হাতে বায়াত করা বা মুরীদ হওয়ার কথা উদ্দেশ্য নয়।

৫. হারেশ আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কর্মের আদেশ দিচ্ছি, জামা'আতবদ্ধভাবে (একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাহাবা ও তাঁদের অনুগামীদের অনুসারী হয়ে) বাস কর, শাসকের আদেশ পালন কর, তাঁর অনুগত হও, (প্রয়োজনে) হিজরত কর এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে যেন ইসলামের রশিকে নিজ গলা হতে খুলে ফেলল। তবে যদি সে পুনরায় জামা'আতে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা।

যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের (অন্ধ পক্ষপাতিত্বের) ডাক দেবে সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত; যদিও সে রোযা রাখে, সালাত পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে।" (আহমদ, সহীহ তিরমিযী- ২২৯৮, সহীহ জামে- ১৭২৮)

৪. বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ সৃষ্টি করার পরিণাম

মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا .

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রশি (দ্বীন বা কুরআন)-কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১০৩)

১. নু'মান ইবনে বাশীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "জামাআত (ঐক্য) হলো রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হলো আযাব।"

(মুসনাদে আহমদ, কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী- ৮৯৫, সহীহ জামে- ৩১০)

২. উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা জামা'আতবদ্ধভাবে বাস কর এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থেক। সুতরাং যে জান্নাতের মধ্যস্থল পেতে চায়, সে যেন জামা'আতের সাথে থাকে।" (কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী-৮৯৭)

৩. ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন কর। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, দাঁতে কামড়ে ধর। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেক। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হলো 'বিদ'আত'। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হলো ভ্রষ্টতা।" (আহমদ, আবু দাউদ-৪৬০৭, তিরমিযী-২৮১৫, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-১৬৫)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ও মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিস্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সব ক'টি জাহান্নামী হবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হলো জামা'আত। যে জামা'আত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের ওপর আছি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

(সুনান আরবাআত, মিশকাত- ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ- ২০৩, ১৪৯২)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হকের অনুসারীই হলো জামা'আত, যদিও তুমি একা হও। (ইবনে আসাকের, মিশকাত-১/৬১ টীকা নং ৫)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এ হচ্ছে বিভিন্ন পথ, যার প্রত্যেকটির ওপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।"

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন–

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

অর্থ : নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে

ফেলবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও। (সূরা আন'আম : আয়াত ১৫৩, আহমদ, হাকেম, মিশকাত- ১/৫৯)

৭. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিন কাজ পছন্দ করেন এবং তিন কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এ পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক কর না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের ওপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" (মুসলিম- ১৮৫২)

৮. আরফাজাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে বড় ফিতনা ও ফাসাদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ উম্মতের ঐক্য ও সংহতিকে (নষ্ট করে) বিচ্ছিন্নতা আনতে চাইবে, সে ব্যক্তিকে তোমরা তরবারি দ্বারা হত্যা করে ফেলো; তাতে সে যে হোক না কেন।" (মুসলিম- ১৮৫২)

৯. উক্ত সাহাবী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন তোমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যপূর্ণ, তখন যদি আর এক (শাসক) ব্যক্তি এসে তোমাদের সংহতি নষ্ট করতে চায় এবং জামা'আতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করো।" (মুসলিম- ১৮৫২)

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রনায়কের হাতে বায়াত করল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্থল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সে রাষ্ট্র নায়কের সর্ববিষয়ে) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য এক (নায়ক) তার ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় নায়কের গর্দান উড়িয়ে দাও।" (মুসলিম-১৮৪৪)

৫. মহিলার হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার পরিণাম

১. আবু বাকরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসীগণ তাদের রাজক্ষমতা কিসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি বললেন, "সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।" (বুখারী- ৪৪২৫)

৬. দেশের শাসককে অপমানিত করার পরিণাম

১. যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বাকরাহ (রা)-এর সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিচে ছিলাম। সে সময় ইবনে আমের ভাষণ দিচ্ছিলেন, আর তাঁর পরনে ছিল পাতলা কাপড়। তা দেখে আবু বিলাল বললেন, "আমাদের আমীরকে দেখ, ফাসেকদের লেবাস ব্যবহার করে। তা শুনে আবু বাকরাহ (রা) বললেন, 'চুপ করো'। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর (বানানো) বাদশাকে অপমানিত করবে, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।" (তিরমিযী-১৮১২, সিলসিয়াহ সহীহাহ-২২৯৭)

৭. সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে গালি দেয়ার পরিণাম

যারা ঈমান আনয়ন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায়ই ইনতিকাল করেছেন তাঁরা হচ্ছেন সাহাবা। ইসলামে সাহাবায়ে কিরামের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কোনো ঈমানদারকে গালি দেয়ার পরিণামই যেখানে কঠিন পাপকাজ, সেখানে কোনো সাহাবাকে গালি দেয়া নিঃসন্দেহে মারাত্মক পাপের কাজ। সাহাবাগণের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সৎ বিশুদ্ধভাবে তাদের অনুগমন করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ হলো মহাসাফল্য। (সূরা তাওবাহ : আয়াত-১০০)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবাগণকে গালি দেবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ হোক।" (ত্বাবারানীর কাবীর- ৩৩৪০)

২. আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হলো, আমার ভালোবাসায় সীমা অতিক্রমকারী এবং দ্বিতীয় হলো, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী। (শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ- ৯৭৪)

৮. অত্যাচারী শাসকের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; অত্যধিক কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী রাজা (শাসক)।

(নাসাঈ, ইবনে, হিব্বান, সহীহুল জামে- ৮৮০)

২. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচার তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।"

(আহমদ, বায়হাকী, সহীহুল জামে- ৫৬৯৫)

৩. মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা কোন প্রজাদলের রাজা মনোনীত করেন, সে বান্দা যদি তার মৃত্যুর দিনে নিজ প্রজাদের প্রতি প্রতারণা করা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, "বান্দা যদি হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে (প্রজাদের) তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

(বুখারী- ৭১৫০, মুসলিম- ১৪২)

৯. ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার পরিণাম

ফিতনা-ফাসাদ নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ। ফিতনা শুরু হলে তা শুধু খারাপ লোকদেরকেই গ্রাস করে না; বরং তা সকলকেই গ্রাস করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : তোমরা সেই ফিতনা (পরীক্ষা বা আযাব) থেকে সাবধান থাক, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সকলকেই করবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর। (সূরা আনফাল : আয়াত-২৫)

১. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মতো একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা দেখা দেবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে, সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলো দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উপুড়, কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না।)" (মুসলিম- ১৪৪)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "তোমাদের তখন কী অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত'!

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, (হে ইবনে মাসউদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশি হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশি হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' (তারগীব-১০৫)

৩. আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে যে যুগ আসবে, তার চেয়ে তার পরবর্তী যুগ হবে অধিকতর মন্দ। আর এভাবে মন্দ হতে হতে প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময় এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে।"

(আহমদ, বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহ জামে-৭৫৭৬)

৪. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের নিকট এমন ধোঁকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।

(আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ জামে-৩৬৫০)

৫. সাওবান (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের ওপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে রাসূলুল্লাহ'! তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।"

একজন বলল, "হে রাসূলুল্লাহ! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" (আবু দাউদ- ৪২৯৭, মুসনাদে আহমদ- ৫/২৭৮)

৬. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দণ্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" (মুসলিম-২৮৮৬, মিশকাত-৫৩৮৪)

৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসছে, যখন মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ভেঁড়া-ছাগল; তাই নিয়ে পর্বত-শিখরে ও পানির জায়গাতে চলে যাবে, ফিতনা থেকে নিজ দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।" (বুখারী-৩৬০০)

৮. উহ্বান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসিয়ত করে বলেন, "ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাঠের তরবারি বানিয়ে নিও।" (আহমদ)

৯. আবু যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও।" (আহমদ, আবু দাউদ- ৪২৬১, ইবনে মাজাহ)

"তুমি তাতে আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।"

(আহমদ, হাকেম, ত্বারাবানী, আবু য়া'লা)

১০. ঘুষ লেনদেনের পরিণাম

ঘুষ গ্রহণ করা এবং ঘুষ প্রদান করা উভয়ই কঠিন অপরাধ। ঘুষকে আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

অর্থ : তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং লোকদের ধন-সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের ঘুষ দিও না। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ) আর আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।'

(আবূ দাউদ- ৩৫৮০, তিরমিযী- ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ- ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম- ৪/১০২-১০৩)

ঘুষকে বখশিস বা উপঢৌকন যাই বলুন না কেন, সূদের নাম লভ্যাংশ রাখলে, মদের নাম সূরা রাখলে, লোভনীয় ও পবিত্র নামে তা বৈধ হতে পারে না। আর হারামখোরের দেহ জাহান্নামেরই উপযুক্ত- সে কথা অন্য হাদীসে স্পষ্ট হয়েছে।

১১. অত্যাচার ও অত্যাচারিতের বদ দুআর প্রভাব

অত্যাচার তথা যুলুম করা অত্যন্ত কঠিনতর পাপকাজ। আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর নিকট থেকে মযলুমের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তায়ালা মযলুমের বদ দুআর বিশেষ গুরুত্ব রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- মযলুম (অত্যাচারিতের) (বদ)দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, অত্যাচারিতের দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল বা পর্দা থাকে না।" এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ط اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

অর্থ : আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মর্মন্তুদ, বড়ই কঠোর। (সূরা হুদ : আয়াত-১০২)

১. আবু যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের ওপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের ওপর যুলুম করো না।" (মুসলিম- ২৫৭৭)

২. জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক; কারণ, যুলুম হলো কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বেঁচে থাক। কারণ, কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে, তা তাদেরকে আপোষের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" (মুসলিম- ২৫৭৮)

৩. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।" অতঃপর নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন–

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ط اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

অর্থ : আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মর্মন্তুদ, বড়ই কঠোর। (সূরা হুদ : আয়াত-১০২)

৪. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে মযলুমকে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার (মযলুম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।"

(বুখারী- ৩৫৩৪, তিরমিযী- ২৪১৯)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কাকে বলে?" সকলে বলল, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সে ব্যক্তি যার টাকা-পয়সা নেই এবং কোন সম্পদও নেই।' তিনি বললেন, "কিন্তু আমার উম্মতের মধ্য হতে (প্রকৃত) নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, পক্ষান্তরে সে একে গালি দিয়ে থাকবে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকবে, ওর রক্তপাত ঘটিয়ে থাকবে এবং একে মেরে থাকবে (ইত্যাদি)। ফলে সেদিন তার নেকী তার প্রতিবাদীকে প্রদান করে (প্রতিশোধ) দেয়া হবে। অনুরূপ দেয়া হবে অন্যান্য (মযলুম) প্রতিবাদীকেও। এতে যদি তার বিচার নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই তার সমস্ত নেকী নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রতিবাদীদের গুনাহ্ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম- ২৫৮১, তিরমিযী- ২৮১৮)

৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয (রা)-কে ইয়েমেন প্রেরণকালে বলেছিলেন, "তুমি মযলুম (অত্যাচারিতের) (বদ)দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, অত্যাচারীতের দু'আ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল থাকে না।" (অর্থাৎ সত্বর কবুল হয়ে যায়।)

(বুখারী- ১৪৯৬, মুসলিম- ১৯, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

৭. জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ কা'ব ইবনে উজরাহকে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাকে নির্বোধ আমীরদের শাসনকাল থেকে আশ্রয় দিন।" কা'ব বললেন, নির্বোধ (আমীরদের) শাসনকাল কী?' তিনি বললেন, "আমার পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর আমীর হবে; যারা আমার আদর্শে আদর্শবান হবে না এবং আমার তরীকাও অবলম্বন করবে না। সুতরাং যারা (তাদের দ্বারে দ্বারস্থ

হয়ে) তাদের মিথ্যাবাদিতা সত্ত্বেও তাদেরকে সত্যবাদী মনে করবে এবং অত্যাচারে (ফতোয়া ইত্যাদি দ্বারা) তাদেরকে সহযোগিতা করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। তারা আমার 'হাউজের (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে না।

আর যারা তাদের মিথ্যাবাদিতায় তাদেরকে সত্যবাদী জানবে না এবং অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না, তারা আমার দলভুক্ত, আমিও তাদের দলভুক্ত এবং আমার হাউজের (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে।

হে কা'ব ইবনে উজরাহ! রোযা হলো ঢালস্বরূপ, সদকাহ (দান-খয়রাত) পাপ মোচন করে এবং সালাত হলো (আল্লাহর) নৈকট্যদাতা অথবা তোমার (ঈমানের) দলীল।

হে কা'ব ইবনে উজরাহ! সে মাংস (দেহ) জান্নাতের প্রবেশ করবে না; যা হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। তার জন্য তো জাহান্নামই উপযুক্ত।

হে কা'ব ইবনে উজরাহ! মানুষের প্রাত্যহিক কর্মপ্রচেষ্টা দু ধরনের হয়ে থাকে; কিছু মানুষ তো নিজেদেরকে (সৎকর্মের মাধ্যমে) ক্রয় করে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে নেয়। আর কিছু মানুষ (অসৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিক্রয় করে ধ্বংস করে দেয়।" (আহমদ-৩/৩২১, বাযযার-১৬০৯, তিরমিযী-৫০১)

১২. অপরাধীর সহযোগিতা ও 'হদ্দ' রোধে সুপারিশকারীর পরিণাম

নিজে ভালো কাজ করা এবং ভালো কাজে অপরকে সহযোগিতা করা যেমন সওয়াবের কাজ; ঠিক তেমনি নিজে অপরাধ করা এবং অপরাধীকে সহযোগিতা করা সমান অপরাধ। আর কোনো অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর সে ব্যাপারে আল্লাহর যে হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) রয়েছে তা থেকে অপরাধীকে অব্যাহতি দেয়ার চেষ্টা করা আরো মারাত্মক পাপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا . وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا . وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا .

অর্থ : কেউ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করলে, তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ থাকবে। বস্তুত আল্লাহ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। (সূরা নিসা : আয়াত-৮৫)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দণ্ডবিধি) সমূহ হতে কোন 'হদ্দ' কায়েম করাতে বাধা সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিরোধিতা করে।

(আবু দাউদ- ৩৫৯৭, হাকেম- ২/২৭, ত্বাবারানী , বায়হাকী, সহীহুল জামে- ৬১৯৬)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ে নিজ গোত্রকে সহযোগিতা করে সে ব্যক্তির উদাহরণ সেই উটের মতো যে কোন কুয়াতে পড়ে যায়। অতঃপর তাকে তার লেজ ধরে তোলার অপচেষ্টা করা হয়। (যা অসম্ভব)"

(আহমদ, আবু দাউদ- ৫১১৭, ইবনে হিব্বান, সহীহ জামে-৫৮৩৮)

বলাবাহুল্য, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলে নিজের গোত্রের বা বংশের বা বাড়ির লোকের অন্যায় জেনেও যে তাদেরকে তাদের অন্যায়ে সহযোগিতা করে সে এমন সর্বনাশগ্রস্ত; যার কবল থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর।

১৩. মানুষকে সন্তুষ্ট করতে আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারীর পরিণাম

১. মদীনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, একদা মু'আবিয়া (রা) আয়েশা (রা)-কে এ আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে, 'আমার জন্য একটি চিঠি লিখুন এবং তাতে আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (মন্ত্রণা ও উপদেশ দিন)। আর বেশি ভার দেবেন না।' সুতরাং আয়েশা (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে চিঠিতে লিখলেন, সালামুন আলাইকা। অতঃপর আমি আপনাকে জানাই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকদের কষ্টদানে আল্লাহ যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদের সন্তুষ্টি খোঁজে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকদের প্রতি সোপর্দ করে দেন।" আসসালামু আলাইকা।'

(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ- ২৩১১)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদেরকে সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।" (ইবনে হিব্বান)

১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কঠিন পরিণাম

মিথ্যা সাক্ষ্য না দিতে ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

অর্থাৎ, (রহমানের বান্দা তারা, যারা ...) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।

(সূরা ফুরকান : আয়াত-৭২)

মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

অর্থ : সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কথা বা সাক্ষ্য থেকে দূরে থাক। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-৩০)

১. আবু বাকরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরা) গুনাহের কথা বলে দেব না কি?" এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। শোনো! আর মিথ্যা সাক্ষী দেয়া ও মিথ্যা কথা বলা।

ইতোপূর্বে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত কথাটি বলার সময় হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন। অতঃপর এ কথা তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, শেষ অবধি আমরা বললাম, "হায় যদি তিনি চুপ হতেন।'

(বুখারী- ৫৯৭৬, মুসলিম- ৮৭, তিরমিযী)

১৭. দণ্ডবিধি বা হদ্দ

১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়া

ঈমানদারগণ হচ্ছেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। আর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঈমানদারদের মূল কাজ হচ্ছে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়া। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্যে বাধা দান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১০)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্যে বাধা দান করবে। আর তারাই হবে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ـ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু; এরা (লোককে) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতিই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা : আয়াত-৭১)

১. আবু যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত, কিছু লোক বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ! ধনী ব্যক্তিরাই সমস্ত নেকী লুটে নিল! তারা সালাত পড়ে, যেমন আমরা পড়ি, তারা রোযাও রাখে, যেমন আমরা রাখি। উপরন্তু তারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থাদি সদকা করে থাকে।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি তোমাদেরকে এমন কিছু প্রদান করেননি, যদ্দ্বারা তোমরাও সদকা (দান) কর? (শোন!) প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) হলো সদকা, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) হলো সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) হলো সদকা, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) হলো সদকা, সৎকাজে (মানুষকে) আদেশ (উদ্বুদ্ধ) করা হলো সদকা এবং মন্দকাজে (তাদেরকে) বাধা দেয়াও হলো সদকাস্বরূপ।" (মুসলিম-১০০৬)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানকে ৩৬০টি গ্রন্থির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (প্রত্যহ এর প্রত্যেকটির পক্ষ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদকা।) সুতরাং যে ব্যক্তি ৩৬০ সংখ্যক 'আল্লাহু আকবার' বলে বা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে বা 'সুবহানাল্লাহ' বলে বা 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে বা 'মানুষের পথ থেকে পাথর সরিয়ে দেয় বা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয় বা সৎকর্মের আদেশ দেয়, বা মন্দ কর্মে বাধা প্রদান করে, সে ব্যক্তি (সে দিনের জন্য) জাহান্নাম থেকে নিজেকে সুদূর করে নেয়।" (মুসলিম- ১০০৭)

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা না দেয়ার পরিণাম

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়া শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঈমানদারদের কাজ হওয়ায় এ রকম না করাটা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। যারা একে অন্যকে খারাপ কাজে বাধা দেয় না, তারা নিকৃষ্ট জাতি সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى

ابْنِ مَرْيَمَ ـ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ

عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ـ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা (কুফর) অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাঊদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৭৮)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়তবিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা করবে)। তবে এ হলো সবচেয়ে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" (মুসলিম- ৪৯, আহমদ, আসহাবে সুনান)

২. নু'মান ইবনে বাশীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হলো ঐ সম্প্রদায়ের মতো; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক ওপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।)

সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদেরকে উপর ভাগের আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।' নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে ছিদ্র করে দিই, তাহলে দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেয়া হবে না। এ পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল। তখন যদি উপরতলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যাবে। (উপরতলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপরতলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়। (বুখারী-২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী-২১৭৩)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার পূর্বে যে উম্মতের মাঝেই আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে খাস ভক্ত ও সহচর ছিল, যারা তাঁর তরীকার অনুগামী ও প্রত্যেক কর্মের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন অসৎ উত্তরসূরীদের আবির্ভাব হয়, যারা তা বলে, যা নিজে করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা জিহাদ (সংগ্রাম) করে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে, সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হৃদয় দ্বারা সংগ্রাম করে (ঘৃণা করে) সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে অর্থাৎ ঘৃণা না করলে কারো হৃদয়ে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকতে পারে না।" (মুসলিম- ৫০)

৪. যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ শঙ্কিত অবস্থায় তাঁর নিকট প্রবেশ করে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।) আসন্ন বিপদের দরুণ আরবের মহাসর্বনাশ। আজই ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এ পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে।" এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন (এবং ঐ ছিদ্রের পরিমাপের প্রতি ইঙ্গিত করলেন)। যয়নাব বলেন, এ শুনে আমি বললাম, "হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যখন নোংরামির মাত্রা বেড়ে যাবে।"

(বুখারী- ৩৩৬, মুসলিম- ২৮৮০)

৫. হুযাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অতি অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাঁধা দান করবে, নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের ওপর তাঁর কোন আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে; কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করবেন না।" (আহমদ, তিরমিযী, সহীহ্ জামে-৭০৭০)

৬. আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজ পুত্র, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়তম হতে পেরেছি।" (বুখারী-১৫, মুসলিম-৪৪, নাসাঈ)

বলাবাহুল্য, কোন আপনজন মুহাম্মাদী আদর্শ ও নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করলে তার প্রতি কোন প্রকার তোষামোদ অবলম্বন করার মানেই হলো তার ঈমান পরিপক্ক নয়। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের দুশমানে তারা মু'মিনের কে?

৭. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তখন সে ব্যক্তিকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে তাদের জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" (আহমদ- ৪/৩৬৪, আবূ দাউদ- ৪৩৩৯, ইবনে মাজাহ- ৪০০৯, আবূ দাউদ- ৩৬৪৬)

৮. কাইস ইবনে আবু হাযেম (রা) বলেন, একদা আবু বকর (রা) দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা অবশ্যই এ আয়াত পাঠ করে থাক–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (সূরা মায়িদা : আয়াত-১০৫)

কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "লোকেরা যখন কোন গর্হিত (শরীয়ত-পরিপন্থী) কাজ দেখেও তার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হয় না, তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর কোন শাস্তিকে ব্যাপক করে দেন।" (আহমদ, আসহাবে সুনান, ইবনে হিব্বান, ইবনে মাজাহ- ৩২৩৬)

৯. জারীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে কোন সম্প্রদায়ের যখন পাপাচার চলতে থাকে, তখন তারা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে, তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ করে থাকেন।" (ইবনে মাজাহ- ৩২৩৮)

১০. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মতো একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা আসতে থাকবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তা নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে, সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলো দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা, এমন হৃদয় আকাশ পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধিকাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মতো ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" (মুসলিম-১৪৪)

বলাবাহুল্য, 'যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার ত্যাগ করবে' বলে কেউ রেহাই পাবে না। বরং কাউকে কাঠ খেতে দেখে চুপ থাকলে, বাধা না দিলে, প্রতিবাদ না করলে, অথবা কমপক্ষে ঘৃণা না জানালে দেখনে-ওয়ালাকেও আঙ্গার ত্যাগ করতে হবে। পেষণ যখন আসবে তখন 'হেঁটকার সাথে মসুরিও পেষা' হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : তোমরা সে ফিতনা (পরীক্ষা বা আযাব) থেকে সাবধান থেকো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সকলকেই করবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তি দানে বড় কঠোর।" (সূরা আনফাল : আয়াত-২৫)

সুতরাং অনাচারীর বিরুদ্ধে সদাচারীকে প্রতিবাদে নামতে হবে। নচেৎ, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে। তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

৩. নিজে না করে অন্যকে আদেশ ও নিষেধ করা

ঈমানদারদের কাজ যেমন সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান করা; ঠিক তেমনি তার নিজের জন্যও উচিত সৎকাজ করা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকা। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দানকারীর জন্য নিজে তার বিপরীত করা নিঃসন্দেহে গর্হিত ব্যাপারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা (নিজে) কর, না তা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা (নিজে) কর না তোমাদের তা (অপরকে করতে) বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ : আয়াত-২-৩)

১. উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারপাশে সেরূপ ঘুরতে

থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে জাহান্নামবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, ওহে অমুক! কী ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?" সে বলবে,' "(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদের্শ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম, কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" (বুখারী- ৩২৬৭, মুসলিম- ২৯৮৯)

৪. মুসলিমের সম্ভ্রম লুণ্ঠন ও দোষ অনুসন্ধানের পরিণাম

১. আবু বারযাহ আসলামী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে সে সব মানুষের দল! যারা মুখে ঈমান এনেছ এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ্ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।" (আহমদ- ৪/৪২০, আবু দাউদ- ৪৮৮০, আবু য়ালা, সহীহ জামে-৭৯৪)

৫. আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনের পরিণাম

আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনকারীকে পবিত্র কুরআনে যালিম নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন—

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

অর্থ : এ সব আল্লাহ্র সীমা রেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে তারাই অত্যাচারী।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

অর্থ : আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা : আয়াত- ১৪)

১. সাওবান (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।

সাওবান (রা) বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত কর, তেমনি তারাও করবে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে।" (ইবনে মাজাহ- ৩৪২৩)

৬. দণ্ডবিধি কার্যকরণে বৈষম্যমূলক আচরণের পরিণাম

১. আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামা তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন।)

এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহের এক দণ্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে, তারা

তাকে (দণ্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন নিম্নবংশীয়, গরীব বা দুর্বল লোক চুরি করলে, তারা তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" (বুখারী- ৬৭৮৮, মুসলিম, ১৬৮৮- আসহাবে সুনান)

৭. মদ পান, ক্রয়-বিক্রয়, প্রস্তুত ও পরিবেশনের পরিণাম

মদ পান করা, তা ক্রয়-বিক্রয় করা, প্রস্তুত ও পরিবেশন ইত্যাদি করাকে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে শয়তানী কাজ তথা খারাপ কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ইত্যাদিকেও শয়তানী কাজ বলা হয়েছে। কোনো ঈমানদারের উচিত নয় নিজেকে শয়তানি কাজ-কর্মে নিয়োজিত রাখা। এগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

অর্থ : লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিত) উপকারও রয়েছে, তবে ওগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক বড়। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২১৯)

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর তো ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানী কাজ। সুতরাং সে সব হতে তোমরা দূরে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? (সূরা মায়িদা : আয়াত-৯০-৯১)

১. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" (বুখারী- ২৪৭৫, মুসলিম- ৫৭, আসহাবে সুনান)

কাবীরা গুনাহ্ করা অবস্থায় মু'মিনের ঈমান বুক থেকে উড়ে যায়। পুনরায় পাপ থেকে বিরত হলে ঈমান ফিরে আসে। অন্যথা কাবীরা গুনাহের গুনাহ্গার ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়।

২. ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বাহন করা হয় তাকে আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন।" (আবূ দাউদ- ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ- ৩৩৮০)

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" (সহীহ জামে-৫০৯১)

৩. উক্ত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক প্রমত্ততা (জ্ঞানশূন্যতা) আনয়নকারী বস্তুই হলো মদ এবং প্রত্যেক প্রমত্ততা আনয়নকারী বস্তুই হলো হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে করতে তাতে অভ্যাসী হয়ে মারা যায়, সে ব্যক্তি আখেরাতে (জান্নাতে পবিত্র) মদ পান করতে পাবে না।" (জান্নাতে যেতে পারবে না)

(বুখারী- ৫৫৭৫, মুসলিম- ২০০৩)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম। হিরোইন, মদ, ভাং, আফিং, তাড়ি ছাড়াও গুল, তামাক, গাঁজা, হুকা প্রভৃতি (বেশি পরিমাণ সেবন করলে) মাদকতা আনে। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত যে, "যে বস্তুর বেশি পরিমাণ মাদকতা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম।"

বিড়ি-সিগারেট অধিক মাত্রায় কোন্ অনভ্যস্ত ব্যক্তি পান করলে যদি তাতে তার মধ্যে মাদকতা আসে, তাও উক্ত বিধান অনুসারে হারাম। তাছাড়া এসব বস্তুতে রয়েছে নিশ্চিন্তভাবে অর্থ ও স্বাস্থ্যগত নানা ধরনের ক্ষতি। আর ক্ষতিকর বস্তু সেবন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

৪. আবু দারদা (র) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না– যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করে, তার ওপর থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যায়। আর মদ পান করো না, কারণ মদ হলো প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।"(ইবনে মাজাহ- ৩০৪৩, ইবনে মাজাহ- ৩২৫৯)

সালাত ত্যাগ করলে 'দায়িত্ব' উঠে যায়, অর্থাৎ সে কাফেরদের মতো হয়ে যায়। কারণ, কাফেরদের ওপর আল্লাহর দায়িত্ব থাকে না।

৫. মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে চাবুক লাগাও। (তিনবার চাবুক মারার) পরও) যদি চতুর্থবার পুনরায় পান করে তবে তাকে হত্যা করে দাও।" (তিরমিযী- ১৪৪৪, আবু দাউদ- ৪৪৮২, ইবনে হিব্বান- ৪৪২, ইবনে মাজাহ- ২৫৭৩, হাকেম- ৪/৩৭২, সহীহ জামে- ৬৩০৯)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে, সে ব্যক্তির ৪০ দিনের সালাত কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। আর যদি সে পুনরায় পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করে নেবেন। আর যদি সে তৃতীয়বার পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের সালাত কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। আর যদি সে চতুর্থবার তা পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের সালাত কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী' থেকে পানীয় পান করাবেন।'

ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আবু আব্দুর রহমান! 'খাবাল-নদী' কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'তা হলো জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।' (তিরমিযী, হাকেম-৪/১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে-৬৩১২-৬৩১৩)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মতো (পাপী) হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (সিলসিলাহ সহীহাহ- ৬৭৭)

৮. যৌনাঙ্গের হিফাযতকারীর মর্যাদা

১. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গের (জিহ্বার) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (যৌনাঙ্গের) জামিন হবে (যাতে হারামে ব্যবহার না হয়।) তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব। (বুখারী- ৬৪৭৪)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না, তন্মধ্যে একজন সে ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।" (বুখারী- ৬৬০, মুসলিম- ১০৩১)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের তিনজন লোক সফরে বের হলো। এক স্থানে তারা এক পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হলো। তারা গুহায় প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর পর্বতের চূড়া থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা থেকে গেল ভিতরে। তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন। সে ছিল আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়। একদিন আমি তার সাথে ব্যভিচার করতে চাইলে সে সম্মত হলো না। অতঃপর এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাধ্য হয়ে সে আমার নিকট এল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমাকে তার দেহ সমর্পণ করে দেবে। একদা সে তাই করল।

অতঃপর যখন আমি তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, অতঃপর আমি যখন তার দুই পায়ের ফাঁকে বসলাম) তখন সে আমাকে বলল, 'আল্লাহকে ভয় কর। আর অবৈধভাবে তুমি আমার কৌমার্য নষ্ট করে দিও না।' এ কথা শোনামাত্র আমি তার সাথে যৌন-মিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। আমি তাকে ছেড়ে সরে গেলাম। অথচ সে আমার নিকট একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। আর যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে প্রদান করেছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, আমি একাজ কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছি তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর পাথরটি (একটু) সরে গেল। ..." (বুখারী- ২২৭২, মুসলিম- ২৭৪৩)

৯. প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের পরিণাম

ব্যভিচার করা তথা যিনা করা কবিরা গুনাহসমূহের অন্যতম। এর পরিণতিতে দুনিয়াতে কী শাস্তি হওয়া প্রয়োজন তা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন। এছাড়া ব্যভিচারকে বলা হয়েছে অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاۤءَ سَبِيْلًا .

অর্থ : ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

(সূরা বনী ইসরাইল- ৩২)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককেই (অবিবাহিত হলে) একশত বেত্রাঘাত কর। যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহর বিধান কার্যকারীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে ফেলে। আর মু'মিনদের একটি দল যেন ওদের (ঐ) শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(সূরা নূর : আয়াত-২)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমের খুন (কারো জন্য) বৈধ নয়, বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামা'আত ত্যাগী।"

(বুখারী- ৬৮৭৮, মুসলিম-১৬৭৬, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "এ যে, তোমার সাথে খাবে– এ ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা

করা।” আমি বললাম, “অতঃপর কোন পাপ?’ তিনি বললেন, “প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।”

আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا.

অর্থ : (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে যুক্ত করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।

(সূরা ফুরকান-৬৮-৬৯; বুখারী-৪৪৭৭, ৭৫৩২, মুসলিম-৮৬)

৩. বুরাইদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে থাকে তাদের পক্ষে মুজাহিদগণের স্ত্রীরা তাদের মায়ের মতো অবৈধ। যারা ঘরে থেকে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুজাহিদের পরিবারে তার প্রতিনিধিত্ব (তত্ত্বাবধান) করে অতঃপর তাদের ব্যাপারে তার খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ঐ মুজাহিদের সামনে দাঁড় করানো হবে, অতঃপর সে (মুজাহিদ) নিজের ইচ্ছা ও খুশীমত তার নেকীসমূহ নিতে পারবে।”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, “অতএব কী ধারণা তোমাদের?” (তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে কি?)

(মুসলিম-১৮৯৭, আবু দাউদ-২৪৯৬, নাসাঈ)

১০. নিষিদ্ধ পন্থায় মিলনের পরিণাম

সমকামিতা (পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে মিলন), পশুর সাথে সহবাস, স্ত্রী পায়ু-মৈথুন করা নিঃসন্দেহে মারাত্মক কবিরা গুনাহ। এর পরিণাম ভয়াবহ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ

النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থ : আর লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলেছিল, 'এদেরকে (লূত ও তার অনুসারীদেরকে) শহর থেকে বের করে দাও, এরা তো সাধু সাজতে চায়।' অতঃপর আমি তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য করা।
(সূরা আরাফ- ৮৩-৮৪)

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ.

অর্থ : অতঃপর আমি নগরগুলোকে উল্টি দিলাম এবং তাদের ওপর (আকাশ থেকে) কাঁকর বর্ষণ করলাম। (সূরা হিজর-৭৪)

১. জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের ওপর যে পাপাচারের সবচেয়ে অধিক আশঙ্কা করি তা হলো, লূত নবী (আ)-এর উম্মতের কর্ম।" (সমলিঙ্গে ব্যভিচার বা পুরুষে-পুরুষে যৌন মিলন।) (ইবনে মাজাহ- ২৫৬৩, তিরমিযী, হাকেম- ৪/৩৫৭, সহীহুল জামে'–১৫৫২)

২. বুরাইদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যখনই কোন জাতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখনই তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যখনই কোন জাতির মাঝে অশ্লীলতা আত্মপ্রকাশ করে, তখনই সে জাতির জন্য আল্লাহ মৃত্যুকে আধিপত্য প্রদান করেন। (তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়)। আর যখনই কোন জাতি যাকাত দান থেকে বিরত হয়, তাই তাদের জন্য (আকাশের) বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়।" (হাকেম-২/১২৬, বায়হাকীয়-৩/৩৪৬, বাযযার-৩২৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ-১০৭)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মতো সমকামে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেল।" (আহমদ, আবু দাউদ- ৪৪৬২, ইবনে মাজাহ- ২৫৬১)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" (তিরমিযী, হাকেম, সহীহ জামে-৬৫৮৮)

বলাবাহুল্য যে, একান্ত পশুর ন্যায় মনোবৃত্তি যার, কেবল সে এরূপ কাজ করতে পারে। তবে এমন অপরাধীকে হত্যা কেবল শাসন ও বিচার বিভাগই করতে পারে। নচেৎ হিতে বিপরীত হতে পারে।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের অথবা কোন স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে।

(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহ জামে-৭৮০১)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী স্ত্রীর (মাসিক অবস্থায়) সাথে সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) (আহমদ-২/৪০৮, ৪৭৬, ইবনে মাজাহ-৫২২)

১১. বিনা কারণে প্রাণী হত্যার পরিণাম

আল্লাহর নির্ধারিত ক্ষেত্র ছাড়া কোনো মানুষ বা যে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা কবিরা গুনাহসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۔ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا - وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ .

অর্থ : এ কারণেই বনী ইসরাঈলকে এ বিধান দিয়েছিলাম যে, যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের বদলা নেয়া ছাড়া কাউকে

(অন্যায়ভাবে) হত্যা করে, সে যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারো প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে।

(সূরা মায়েদা-৩২)

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অর্থ : আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।

(সূরা নিসা-৯৩)

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হলো খুন।

(বুখারী- ৬৫৩৩, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

প্রকাশ থাকে যে, বান্দার অধিকার-বিষয়ক সর্বপ্রথম বিচার হবে খুনের। আর আল্লাহ্র অধিকার-বিষয়ক সর্বপ্রথম বিচার হবে সালাতের। নিয়ামত বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে সুস্বাস্থ্য ও ঠাণ্ডা পানি সম্পর্কে।

২. মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

(আহমদ, নাসাঈ, হাকেম- ৪/৩৫১, আবু দাউদ, সহীহ্ জামে'-৪৫২৪)

৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "একজন মুসলিমকে খুন করার চেয়ে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ্র নিকট অধিক সহজ।" (তিরমিযী- ১৩৯৫, নাসাঈ- ৩৯৮৭)

৪. ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন খুন হয়ে নিহত ব্যক্তি তার খুনীকে তার মাথা ও কপালের চুল ধরে উপস্থিত করবে। আর সে সময় তার শিরাগুলো থেকে রক্তের ফিনকি ছুটবে। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, কেন আমাকে খুন করেছে?' পরিশেষে সে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।"

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, সহীহুল জামে- ৮০৩১)

৫. উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে হত্যা করে তা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে। সে ব্যক্তির নফল, ফরয, কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না।" (আবু দাউদ, সহীহ জামে'-৬৪৫৪)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।"

(আহমদ, বুখারী- ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

১২. আত্মহত্যার পরিণাম

আত্মহত্যা মহাপাপ। এ জন্য যে, প্রাণ দিয়েছেন আল্লাহ আর সে প্রাণ নেয়ার মালিকও আল্লাহ, এতে কোনো মানুষের অধিকার নেই, আল্লাহর দেয়া জীবনকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

অর্থ : আর আত্মহত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(সূরা নিসা-২৯)

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে সর্বদা ও চিরকালের জন্য অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামে সর্বদা পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখণ্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে ঐ লৌহখণ্ড দ্বারা সর্বদা নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।"

(বুখারী- ৫৭৭৮, মুসলিম- ১০৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজ নিজে) আযাব ভোগ করবে।"

(বুখারী-১৩৬৫)

৩. আবু কিলাবাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, সাবেত ইবনে যাহহাক তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (হুদাইবিয়ার) গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে

বাই'আত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের ওপর বিধর্মী হওয়ার কসম করবে (অর্থাৎ বলবে যে, 'এরূপ যদি না হয়, তাহলে আমি মুসলমান নই, ইয়াহুদী ইত্যাদি) তাহলে সে যা বলবে তাই (অর্থাৎ বিধর্মী বা ইয়াহুদী ইত্যাদিই) হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিকে সে জিনিস দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে। যে বস্তু মানুষের মলিকানাধীন নয়। সে বস্তুর নযর তার জন্য পূরণীয় নয়।" (যেমন যদি বলে আল্লাহ্ আমার এ রোগ ভালো করলে ঐ বাগানের ফল দান করে দেবে। অথচ ঐ বাগান তার মালিকানাধীন নয়। এমন নযর পূরণ করা অসম্ভব।)

মু'মিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমান। কোন মু'মিনকে 'কাফের' বলে অপবাদ দেয়াও তাকে হত্যা করার সমান (পাপ)। আর যে ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিকে অস্ত্র দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে।" (বুখারী- ১৩৬৩, মুসলিম, ১১০, আবু দাউদ-৩২৫৭, নাসাঈ, তিরমিযী)

১৩. ছোট ছোট পাপ থেকে সতর্ক থাকা

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাপ হতেও সাবধান থেক। কারণ আল্লাহর পক্ষ হতে তাও (লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা) নিযুক্ত আছেন।"

(আহমদ- ৬/৭০, ইবনে মাজাহ- ৪২৪৩, সিলসিলাহ সহীহা- ৫১৩, ২৭৩)

২. সাহল ইবনে সা'দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেক। কেননা, ছোট ও তুচ্ছ গুনাহসমূহের উপমা হলো এরূপ, যেরূপ একদল লোক (সফরে গিয়ে) এক উপত্যাকার মাঝে (বিশ্রাম নিতে) নামল। অতঃপর এ একটা কাঠ, ও একটা কাঠ এনে জমা করল। এভাবে অবশেষে তারা এত কাঠ জমা করল, যদ্দারা তারা তাদের রুটি পাকিয়ে নিতে পারল। আর ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে। তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।"

(আহমদ, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহ জামে- ২৬৮৬)

বলা বাহুল্য যে, বিন্দু বিন্দু পানি দ্বারাই সিন্ধুর সৃষ্টি। এক বিন্দু পানিতে একটি ফুলের কোমল পাপড়ীও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। কিন্তু একটার পর একটা বিন্দু জমে কখনো দেশও ভাসিয়ে দেয়। এ জন্যই জ্ঞানীরা সর্বপ্রকার পাপ থেকে সতর্ক থাকেন। ছোট হলেও তা তো পাপই বটে।

৩. আনাস (রা) বলেন, "তোমরা এমন কতকগুলো কাজ করছ, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও তুচ্ছ। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে ঐ কাজগুলোকেই আমরা সর্বনাশী কার্যসমূহের শ্রেণীভুক্ত মনে করতাম।" (বুখারী- ৬৪৯২)

১৪. পাপ করে তা বলে বেড়ানোর পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ ক্ষমা করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরনের এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! গত রাতে আমি এ কাজ করেছি।'

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে। (বুখারী-৬০৬৯, মুসলিম)

পাপ করা এক অপরাধ। তারপর তা প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানো বরং তা নিয়ে গর্ব প্রদর্শন ও আস্ফালন করা দ্বিগুণ অপরাধ। অতএব যারা প্রকাশ্যে লোকের সামনে বড় বড় পাপ করে; যেমন গান-বাজনা করে ও লোকমাঝে শোনে, মাদকদ্রব্য লোকের সামনে বসে খেয়ে আমেজ দেখায়, লোকের সামনেই অশ্লীলতা প্রদর্শন করে, অবৈধ প্রণয়ের কথা মজিয়ে মজিয়ে বলে, তাদের ধৃষ্টতা কত বড় তা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপ আর একদল মানুষ যারা গোপনে পাপ করে জনসমক্ষে, বন্ধুমহলে গর্বের সাথে সে পাপের কথা, খুন ও ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করে তাদের পাপ নিশ্চয় কঠিনতর।

১৮. আত্মীয়তার-বন্ধন ও পরোপকারিতা

১. পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব

পিতা-মাতা সন্তানের নিকট পরম শ্রদ্ধেয়। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের ওপর ফরয। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে (বিরক্তিসূচক) 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। আর অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (সূরা বনী ইসরাইল-২৩-২৪)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি হিজরত ও জিহাদের ওপর আপনার নিকট বায়াত করতে চাই। আর এতে আমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা করি।' তিনি বললেন, "আচ্ছা তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি?" লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত।' তিনি বললেন, "আর তুমি

আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা কর?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।" (মুসলিম-২৫৪৯)

২. জাহেমাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' একথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ (রা) বলেন, "হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" (ইবনে মাজাহ, নাসাঈ- ২৯০৮)

২. পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তির নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসিরত হোক, আবার তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ সে (তাদের সেবার মাধ্যমে আল্লাহর) ক্ষমা লাভ করতে পারল না।" (মুসলিম-২৫৫১)

২. হাসান ইবনে মালেক ইবনে হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতাসহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, 'আমীন।' অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, 'আমীন'। অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, 'আমীন।' অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না, আল্লাহ্ তাকে দূর করুন।' তখন আমি (প্রথম) 'আমীন' বললাম। তিনি আবর বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আমীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ্ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।' (ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব-৯৮২)

এটি একটি বিশাল দুআ। জিবরীল (আ) দুআ করেছেন এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তথা শ্রেষ্ঠ নবী তার ওপর 'আমীন' বলেছেন। এ দুআ কি আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

৩. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (তিনটি কাজকে) হারাম করেছেন, মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা এবং অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা।

আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কাজ), ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা। (বুখারী-৫৯৭৫)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" (বুখারী- ৬৬৭৫)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)

আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি। (আহমদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে- ৩০৭১)

৩. আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (রা) বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি রচনা করলেন। অতঃপর যখন তিনি তা শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার বন্ধন উঠে বলল, '(আমার এ দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' আল্লাহ্ বললেন, 'আচ্ছা। তুমি কি রাজি নও যে, তোমাকে যে অক্ষুণ্ন রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব, আর তোমাকে যে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব?' আত্মীয়তার বন্ধন বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ্ বললেন, তাহলে তাই তোমাকে দেয়া হলো।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা চাইলে পড়ে নাও–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ .

অর্থ : ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিশাপ করেছেন, আর করেছেন বধির ও দৃষ্টি-শক্তিহীন। (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-২২-২৩, বুখারী- ৫৯৮৭, মুসলিম-২৫৫৪)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্ন দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা সালাত পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব-৬১০)

৩. খাছআম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। অতঃপর সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত আমল হলো, তাঁর সাথে শিরক করা। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।" (সহীহুল জামে- ১৬৬)

৪. আবু সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।"

(বায়হাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে -৩৭৬০)

৫. আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযি প্রশস্ত হোক এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (বুখারী, মুসলিম)

৪. রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ . أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ .

অর্থ : ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিসম্পাত করেন এবং করেন কালা ও অন্ধ। (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-২২-২৩)

পবিত্র কুরআনে তিনি আরো ইরশাদ ফরমান–

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

অর্থ : যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা রাদ : আয়াত-২৫)

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।" (বুখারী)

২. আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "রক্তের সম্পর্ক (আল্লাহর). আরশে ঝুলানো আছে। সে বলে, 'যে ব্যক্তি আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।' (বুখারী-৫৯৮৯, মুসলিম-২৫৫৫)

৫. প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের মাহাত্ম্য

১. সাদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হলো চারটি– সতী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি– অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। (সিলসিলাহ সহীহাহ-২৮২)

২. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা বেশি বেশি (নফল) সালাত পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে জাহান্নামে যাবে।" লোকটি আবার বলল, "হে রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা অল্প (নফল) সালাত পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে জান্নাতে যাবে।" (আহমদ-২/৪৪০, হাকেম-৪/১৬৬, সহীহ তারগীব ২৫৬০)

৬. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহর কসম! সে (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মু'মিন হতে পারে না।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সে কে, হে রাসূলুল্লাহ?' তিনি উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" (বুখারী- ৬০১৬, মুসলিম- ৪৬, আহমদ- ২/২৮৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোনো) ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য করে।" (মুসলিম- ৪৫)

৩. ফুযালাহ ইবনে উবাইদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে মু'মিন কে তা বলে দেব না? (প্রকৃত মু'মিন হলো সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হলো সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" (আহমদ-৬/২১, সিলসিলাহ সহীহাহ-৫৪৯)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে জাহান্নাম থেকে নিস্তার লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করে, যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (মুসলিম-১৮৪৪)

৫. শুরাইহ খুযায়ী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন নিজ মেহমানের সাথে উত্তম কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" (মুসলিম-৪৮)

১৯. সদাচার ও সদ্ব্যবহার

১. বিধবা ও দুঃস্থদের দেখাশুনা করা

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "বিধবা ও দুস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য।" এক বর্ণনাকারী বলেন, আর আমার মনে হচ্ছে যে, তিনি এ কথাও বললেন, **"বিরামহীন নামাযী ও বিরতিহীন রোযাদারেরও সমতুল্য।" (বুখারী-৬০০৭, মুসলিম-২৯৮২)**

২. ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.

অর্থ : তুমি ইয়াতীমের প্রতি রূঢ় হয়ো না। (সূরা দুহা : আয়াত-৯)

১. আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি কি চাও, তোমরা হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।" (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৮০)

২. আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (ত্বাবারানীর, আওসাত্ব, সহীহুল জামে- ১৪৭৬)

৩. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।" এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাঁক করলেন।" (বুখারী- ৫৩০৪)

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষাত করা

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে সাক্ষাৎ করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে অথবা তার কোনো লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়েবী আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী-১৬৩৩)

৪. মুসলমানের প্রয়োজন পূর্ণ করা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হলো সে ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হলো, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশিতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোনো কষ্ট দূর করে দেয়া অথবা তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেয়া।

মসজিদে একমাস ধরে ইতিকাফ করার চেয়ে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছলে যাবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে ফেলে।"

(সহীহ তারগীব-২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ-১৪৯৪, সহীহ জামে-১৭৬)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম হতে তার পার্থিব বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিও দূর করে দেবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে তার কিয়ামতের বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিকে দূরীভূত করবেন। যে (ঋণদাতা) ব্যক্তি কোনো নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে অবকাশ (বা সহজ করে) দেবে, আল্লাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালে (সবকিছু) সহজ করে দেবেন। যে

ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।..."

(মুসলিম-২৬৯৯)

৫. রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেয়া

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম অথচ তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করনি!' মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার (অসুস্থতা ও) সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল, কারণ আপনি তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তো তার সাথে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে সাক্ষাৎ দিতে তাহলে তার নিকটেই আমাকেও পেতে?'

(আল্লাহ্ আরো বলবেন,) 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট অন্ন চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অন্নদান করনি!' মানুষ বলবে, 'হে প্রভু! কেমন করে আপনাকে অন্নদান করতাম? আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা!' আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিল? কিন্তু তুমি তাকে অন্ন দান করনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে অন্ন দান করতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?'

(আল্লাহ্ আরো বলবেন) 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসায় পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি!' মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনাকে পানি পান করাতাম? আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা!' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পিপাসায় পানি ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?" (মুসলিম-২৫৬৯)

২. আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যখনই কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় কোনো রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখনই তার সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলায় রোগীর সাথে দেখা করতে আসে, সে ব্যক্তির সাথেও ৭০ হাজার ফেরেশতা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (আহমদ, সহীহ জামে-৫৭১৭)

৬. রোগীর জন্য দুআর গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "মৃত্যু উপস্থিত হয়নি এমন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে ৭ বার নিম্নের দুআ বললে, আল্লাহ ঐ রোগ থেকে ঐ রোগীকে নিরাপত্তা দান করেন–

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ .

অর্থ : আমি মহান আল্লাহ মহা আরশের অধিপতির নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তোমাকে (এ রোগ হতে) নিরাময় করুন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ২৬৬৩)

৭. সচ্চরিত্রতার গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্দ ও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" (বুখারী-৬৩৫)

২. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়ালকে ঘৃণা করেন।" (তিরমিযী- ২০০৩, ইবনে হিব্বান- ৫৬৬৪, আবু দাউদ- ৪৭৯৯)

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলোও সংযোজিত রয়েছে। আর অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে।"

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।" আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন অঙ্গ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন, "মুখ এবং যৌনাঙ্গ।"

(তিরমিযী-২০০৪, ইবনে হিব্বান-৪৭৬, বুখারী আদব-২৮৯ ও ২৯৪, ইবনে মাজাহ-৪২৪৬)

৮. লজ্জাশীলতার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ঈমান সত্তরাধিক অথবা ষাটাধিক শাখাবিশিষ্ট। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হলো পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখাবিশেষ।" (বুখারী-৯, মুসলিম-৩৫)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক আনসারী তাঁর ভাইকে লজ্জা ত্যাগ করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন; তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ওকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ, লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ।" (বুখারী)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" (হাকেম, মিশকাত- ৫০৯৪, সহীহ জামে- ১৬০৩)

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" (তিরমিযী- ১৬০৭, ইবনে মাজাহ)

৫. আবু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "প্রথম নবুওয়াতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে, তার মধ্যে একটি বাণী এ যে, তোমার লজ্জা না থাকলে, যা মন চায় তাই কর।"

(আহমদ, বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে- ২২৩০)

৬. আনাস (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হলো লজ্জাশীলতা।"

(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে- ২১৪৯)

৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়। লজ্জা কেবল মঙ্গলই আনয়ন করে।"

(বুখারী- মুসলিম, সহীহুল জামে- ৩১৯৬, ৩২০২)

৯. বিনয়-নম্রতার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

অর্থ : আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল-চিত্ত হয়েছিলে, অন্যথায় যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-হৃদয় হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯)

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।" (বুখারী-৬০২৪, মুসলিম-২১৬৫)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "নম্রতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেয়া হলো, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।"

(মুসলিম- ২৫৯৪, আবু দাউদ- ৪৮০৮)

৩. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত।" (মুসলিম- ২৫৯২, আবু দাউদ ৪৮০৯)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের কথা বলে দেব না, যে জাহান্নামের জন্য অথবা জাহান্নাম যার জন্য হারাম হবে? প্রত্যেক জনপ্রিয়, সরল, বিনম্র ও অকুটিল লোকের জন্য জাহান্নাম হারাম।" (তিরমিযী-২৪৮৮, সহীহুল জামে-২৬০৯)

৫. আয়েয ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিকৃষ্ট রাখাল হলো সেই, যে রাখালিতে বড় কঠোর।" (মুসলিম- ১৮৩০)

৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দান-খয়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না। বান্দা (অপরকে) ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তার সম্মান বর্ধন করেন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ তাকে সুউন্নত করেন।" (মুসলিম- ২৫৮৮)

৭. আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মানুষের মাথায় লাগামের কড়িয়াল (মর্যাদা আছে এক ফেরেশতা হাতে। যখন মানুষ বিনয়ী হয়, তখন ফেরেশতাকে বলা হয় যে, তুমি ওর

(কড়িয়াল তুলে ধর, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখ এবং ওর) মর্যাদা উন্নীত কর। আর যখন সে অহংকারী হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যে, ওর (কড়িয়াল ছেড়ে দাও, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রেখো না এবং ওর) মর্যাদা অবনত কর।"

(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহ জামে- ৫৬৭৫)

১০. গর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

অর্থ : তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা নাহল : আয়াত-২৩)

পবিত্র কুরআনে তিনি আরো ফরমান–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا - إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

অর্থ : তুমি (অহংকারবশে) মানুষকে মুখ বাঁকিও না (অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা লুকমান : আয়াত-১৮)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আযযা অজাল্লা বলেন, "গৌরব ও গর্ব কেবল আমারই গুণ। সুতরাং যে তাতে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" (মুসলিম-২৬২০)

২. হারেসাহ ইবনে ওহাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "আমি তোমাদেরকে দোযখবাসী কারা তা বলে দেব না কি? প্রত্যেক রূঢ়-স্বভাব, দাম্ভিক, অহংকারী ব্যক্তি।" (বুখারী-৪৯১৮, মুসলিম-২৮৫৩)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কী হবে?)' নবী করীম ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোশাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হলো, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।"

(মুসলিম-৯১, তিরমিযী, হাকেম-১/২৬)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলাফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নিচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" (বুখারী-৫৭৮৯, মুসলিম-২০৮৮)

১১. অপরের দণ্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করার পরিণাম

৬. মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।" (আবু দাউদ-৫২২৯, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ-৩৫৭)

১২. ক্ষমা করা ও ক্রোধ সংবরণ করা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ . وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : তুমি ক্ষমার অভ্যাস বানাও, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আরাফ : আয়াত-১৯৯-২০০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : কেউ ধৈর্যধারণ করলে এবং ক্ষমা করে দিলে, তা হবে বীরত্বের কাজ।

(সূরা শুরা : আয়াত-৪৩)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল কাইস গোত্রের সর্দার আশাজ্জুকে বললেন, "তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, সুবিবেক (বা সহনশীলতা) ও ধীরতা।"

(মুসলিম-১৮)

২. সাহল ইবনে মু'আয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো প্রকার ক্রোধ সংবরণ করে, যা সে প্রয়োগ করতে

সমর্থ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টির মাঝে আহ্বান করবেন এবং তার ইচ্ছামত (জান্নাতের) সুনয়না হুরী পছন্দ করার এখতিয়ার দেবেন।"

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ- ৩৯৯৭)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুস্তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হলো সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।"

(আহমদ, বুখারী, মুসলিম- ২৬০৯, মিশকাত- ৫১০৫)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে আরজ করল, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে অসিয়ত (খাস উপদেশ) করুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি রাগ করো না।" অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার অসিয়ত চাইতে আসলে তিনি তাকে ঐ একই অসিয়ত করে বলেন, "তুমি রাগ করো না।" (বুখারী- ৬১১৬)

৫. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রেগে যাবে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে যায়। এতে তার রাগ দূরীভূত হলে ভালো, নচেৎ সে যেন শুয়ে যায়।"

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে- ৬৯৪)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "যখন তোমাদের কেউ রেগে যাবে, তখন সে যেন চুপ থাকে।" (সহীহুল জামে-৬৯৩)

৭. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ-এর কাছে দুই ব্যক্তি গালাগালি করলে ওদের মধ্যে একজনের রাগ চরমে উঠে সে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি এমন একটি মন্ত্র জানি, তা পাঠ করলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে; أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।" (বুখারী- ৫১১৫, মুসলিম- ২৬১০)

১৩. অপরাধীকে ক্ষমা করা

১. উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তির দেহ (কারো অত্যাচারের ফলে) ক্ষত-বিক্ষত হয়, অতঃপর তা সে সদকা করে দেয়, (অর্থাৎ, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়) আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ তার পাপ খণ্ডন করে দেন, যেরূপ সে (ক্ষমা প্রদর্শন করে যে পরিমাণে) সদকা করে থাকে।" (সহীহুল জামে' ৫৭১২)

১৪. জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ- ৪১৩২)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হলো। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এ কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, "হে রাসূলুল্লাহ! জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়া প্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" (বুখারী- ২৪৬৬, মুসলিম- ২২৪৪)

১৫. অকারণে আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম

১. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিকে আল্লাহও দয়া করেন না।"

(বুখারী- ৬০১৩, মুসলিম- ২৩১৯, তিরমিযী)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্যনিষ্ঠ ও বিশস্ত এ হুজরা ওয়ালা আবুল কাসেম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয় না।"

(আহমদ - ২/৩০১, আবু দাউদ- ৪৯৪২, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে- ৭৪৬৭)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি কুরাইশের একদল তরুণের নিকট দিয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলেন; সে সময় তারা একটি পাখি অথবা মুরগিকে বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর ছুঁড়ে হাতের নিশানা ঠিক করা শিক্ষা করছিল। আর (মুরগি বা) পাখিওয়ালার সাথে এ চুক্তি করেছিল যে, যে তীর লক্ষ্যচ্যুত হবে, সে তীর তার হয়ে যাবে। তারা ইবনে উমর (রা)-কে দেখতে পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। ইবনে উমর (রা) বললেন, 'কে এ কাজ করেছে? যে এ কাজ করেছে আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ

সে ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জীবকে (অকারণে তার তীরের) নিশানা বানায়। (বুখারী- ৫৫১৫, মুসলিম ১৯৫৮)

৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, "একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে, যাকে সে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে আযাব দেয়া হয়েছে– যাকে সে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে মারাও গিয়েছিল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল তখন খেতেও দেয়নি এবং পান করতেও দেয়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ (গঙ্গাফড়িং) ধরে খেত।" (বুখারী-২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম-২২৪২)

৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী করীম একটি গাধার পাশ দিয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাগ দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ করুন, যে একে দেগেছে।" (মুসলিম-২১১৬)

৬. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তওবার নবী করীম বলেন, "যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত দাসকে কিছুর অপবাদ দেয়, অথচ সে যা বলছে তা হতে দাস পবিত্র; সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোড়া মারা হবে। তবে সে যা বলেছে তা সত্য হলে (এ শাস্তি তার হবে না)।" (বুখারী-৬৮৫৮, মুসলিম-১৬৬০)

৭. মা'রূর ইবনে সুয়াইদ বলেন, একদা আবু যার (রা)-কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবায়ায় দেখলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তার গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবু যার! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দুটিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবু যার (রা) বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)-কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ -এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবু যার! নিশ্চয় তুমি এমন লোক, যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতোই মানুষ।) আল্লাহ্ ওদের ওপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনমত হবে না, তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।" (আবু দাউদ- ৫১৫৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় আবূ যার (রা)-কে বলেছিলেন, "নিশ্চয় তুমি এমন লোক, যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।" আবূ যার বললেন, 'আমার বৃদ্ধ বয়সের এ সময়েও?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায়; যা সে নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।" (বুখারী- ৬০৫০, মুসলিম- ১৬৬১)

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তাঁর নিকট তাঁর বায়তুল মালের দায়িত্বশীল এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছ কি?' বায়তুল মালের দায়িত্বশীল বলল, 'না'। তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে।"(মুসলিম-৯৯৬)

বলাবাহুল্য, আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়ার এ তো কতিপয় নমুনামাত্র। এ ছাড়াও যত রকমের কষ্ট দেয়া হয় সবই হারাম। দাস-দাসী কোনো অসাধ্য কাজ না পারলে তাকে মারধর করা, গরু-মহিষ গাড়ি টানতে বা হাল বইতে না পারলে অতিরিক্ত মারপিট করা ইত্যাদি হারাম। যেমন, যে কথা দ্বারা কষ্ট পাবে, তাকে কথা দ্বারা আঘাত করাও আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়ায় শামিল।

বলাবাহুল্য যে, ইসলাম হলো দয়া ও রহমতের ধর্ম। আমাদের প্রতিপালক দয়াবান, আমাদের নবী দয়াবান এবং মুসলিমরা আপোসেও একে অন্যের প্রতি দয়াবান। আর দয়াবান আল্লাহ দয়াবান মানুষকে দয়া করে থাকেন।

১৬. অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন করা

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুনিয়াতে বান্দা (অপরের) দোষ-ত্রুটি গোপন করলে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে নেবেন।" (মুসলিম-২৫৯০)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে চড়ে উচ্চশব্দে বলেন, "হে (মুনাফিকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট

দিও না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তিনি তাকে অপদস্থ করেন, যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।" (তিরমিযী-২০৩২)

৩. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না, তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে-২৬৭৯)

১৭. কারো মুখোমুখি প্রশংসা না করা

১. আবু বাকরাহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি একজনের মুখোমুখি প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!" এরূপ বারবার বলার পর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, আমি ওকে এরূপ মনে করি, –যদি জানে যে সে প্রকৃতই এরূপ 'এবং আল্লাহ্ তার হিসাব গ্রহণকারী।' আর আল্লাহর জ্ঞানের ওপর কারো প্রশংসা (সার্টিফাই) করি না।' (বুখারী, মুসলিম- ৩০০০)

২. আবু মূসা (রা) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির (সামনা-সামনি) অতিরিক্ত সীমাহীন প্রশংসা করতে শুনে বললেন, "তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন অথবা তাকে ধ্বংস করে ফেললে।"(মুসলিম-৩০০১)

৩. হাম্মাম ইবনে হারেস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি ওসমান (রা)-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিকদাদ হাঁটুর ওপর ভর করে চলে তাকে মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। ওসমান তাঁকে বললেন, 'কী ব্যাপার তোমার?' বললেন, 'রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিও।" (মুসলিম-৩০০২)

৪. মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেয়া হতে দূরে থাক, কারণ তা যবাই।" (সহীহুল জামে-২৬৭৪)

১৮. সন্ধি-স্থাপনের গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মানুষের অস্থির প্রত্যেক জোড়ের পক্ষ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদকা। দুই (বিবদমান) ব্যক্তির মাঝে তার সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা এক সদকা। নিজ সওয়ারীর ওপর অপরকে চড়িয়ে নেয়া অথবা তার সামগ্রী বহন করে দেয়া সদকা। ভালো কথা সদকা। সালাতের উদ্দেশ্যে (মসজিদের প্রতি) চলার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা এবং পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদকা।" (বুখারী- ২৮৯ ও ১০০৯)

১৯. আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতির মাহাত্ম্য

১. আবু উমামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য (কাউকে) ঘৃণা করে আল্লাহর জন্যে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্যই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" (আবু দাউদ-৩৯১০)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন (তাঁর আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোনো ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে সে দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এ বন্ধুত্বের ওপরেই তারা মিলিত হয় ও তারই ওপর চিরবিচ্ছিন্ন (পরলোকগত) হয়।" (বুখারী- ৬৬০, মুসলিম- ১০৩১)

২০. সালাম দেয়ার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا - ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ .

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয় ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা নূর : আয়াত ২৭-২৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا .

অর্থ : আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা অনুরূপই করবে।" (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "বেটা! তুমি তোমার পরিবারে প্রবেশ করলে সালাম দিও; এতে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকত হবে।" (তিরমিযী–২৬৯৮)

২. আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, 'কোন ইসলাম উত্তম? (ইসলামের কোন কোন কাজ উত্তম কাজ?) উত্তরে তিনি বললেন, "(অভাবীকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া।" (বুখারী-৬২৩৬, মুসলিম-৩৯)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মু'মিন হয়েছ। আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিনও হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না, যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা তোমাদের আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" (মুসলিম- ৫৪)

৪. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।' তিনি তার জওয়াব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে নবী ﷺ বললেন, '১০টি সওয়াব এর জন্য। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।' তিনি তার উত্তর দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, "২০টি (সাওয়াব এর জন্য)"। অতঃপর তৃতীয় আরেকজন এসে বলল,

'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।' (অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর করুণা ও তাঁর সমূহ বরকত বর্ষণ হোক।) অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, "৩০টি (সওয়াব এর জন্য)।" (তিরমিযী, আবু দাউদ-৪৩২৭)

২১. মুসাফাহার (করমর্দন) ফযীলত

১. বারা' (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখনই কোনো দুই মু'মিন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে আপোসে মুসাফাহা (করমর্দন) করে, তখন তাদের পৃথক হয়ে প্রস্থান করার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

(তিরমিযী, আবু দাউদ- ৪৩৪৩)

২২. হাসিমুখে সাক্ষাত করা

১. জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, " প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হলো সদকা (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কূয়া থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র (কলসি ইত্যাদি) ভরে দেয়াও কল্যাণমূলক (সৎ) কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" (আহমদ, তিরমিযী, হাকেম)

২. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" (মুসলিম- ২৬২৬)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা বেশি বেশি হেসো না। কারণ, বেশি হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।"

(আহমদ, ইবনে মাজাহ- ৪১৯৩, সহীহুল জামে-৭৪৩৫)

হো-হো করে অধিক পরিমাণে হাসলে হৃদয় মৃত হয়ে যায়; কঠোর হয়ে যায়। আর তখন সে হৃদয় কারো কোন হিতোপদেশ গ্রহণ করে না, কারো নসীহতে তাসীর হয় না। পক্ষান্তরে, আমাদের মহানবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল মৃদু হাসা।

২৩. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঈমান ষাটাধিক অথবা সত্তরাধিকর শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা (কাণ্ড) হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া।" (বুখারী-৯, মুসলিম-৩৫)

২. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "একদা আমার নিকট উম্মতের ভালো ও মন্দ সকল আমল পেশ করা হলো। তার ভালো আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর তার মন্দ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, মসজিদে ফেলা কফকে পরিষ্কার না করা।" (মুসলিম-৫৫৩)

২৪. অবৈধ বস্তু দেখা হতে চক্ষু অবনত রাখা

১. উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হয়ে যাব। কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোনো আমানত রাখা হলে, তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।" (আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ- ১৪৭০)

২৫. কারো বাড়িতে উঁকি না দেয়া

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا- ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ـ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা নূর : আয়াত-২৭-২৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

অর্থ : তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো অনুমতি প্রার্থনা করে। (সূরা নূর : আয়াত-৫৯)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে, সে ব্যক্তির চোখে ঢিলে ছুঁড়ে তাকে কানা করে দেয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।"
(বুখারী- ৬৮৮৮, মুসলিম- ২১৫৮, আবু দাউদ, নাসাঈ)

২. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অনুমতি তো দৃষ্টির জন্যই করা হয়েছে।" (বুখারী- ৬২৫০, মুসলিম- ২১৫৫)

৩. আবু মূসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তিন তিনবার (কারো বাড়িতে প্রবেশের) অনুমতি নেয় এবং তাকে অনুমতি না দেয়া হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।"
(বুখারী- ৬২৪১, মুসলিম- ২১৫৬)

পরের ঘরে অথবা যাকে দেখা হারাম তার রুমে চোরা নজরে অথবা না জানিয়ে সরাসরি প্রবেশ করে অথবা জানালা-দরজা থেকে উঁকি-ঝুঁকি বা লাফ মেরে দেখা এক বড় অপরাধ। আর এমন অভ্যাস বা নজরবাজি হারাম।

২৬. আঁড়ি পাতার চেষ্টা না করা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি; সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোনো ছবি (বা মূর্তি) তৈরি করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেয়া হবে অথবা ঐ ছবিতে (বা মূর্তি) রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" (বুখারী-৭০৪২)

২৭. কথাবার্তা বন্ধ ও বিদ্বেষ পোষণ না করা

১. হাদরাদ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে এক বছর যাবৎ বর্জন করল (অর্থাৎ তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করল এবং সম্পর্ক ছিন্ন রাখল) সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল।" (আবু দাউদ-৪৯১৫, আহমদ, হাকেম-৪/১৬৩, সিলসিলা সহীহাহ-৯২৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। সে সময় প্রত্যেক (শিরকমুক্ত) মু'মিন বান্দার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। তবে সে বান্দাকে মাফ করা হয় না, যার (কোনো মুসলিম) ভাইয়ের সাথে তার বিদ্বেষ আছে। উভয়ের জন্য বলা হয়, "ওদের উভয়কে মিটমাট না করে নেয়া পর্যন্ত বর্জন কর।" (মুসলিম- ২৫৬৫, ইবনে মাজাহ- ১৭৪০, আবু দাউদ, তিরমিযী)

উল্লেখ্য যে, কারো পাপাচার বা বিদ'আত কর্ম দেখে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ পর্যায়ের নয়। বরং তা কখনো বিধেয়ও বটে। অবশ্য তার সাথে সংশোধনের চেষ্টাও রাখতে হবে।

২৮. কোনো মুসলিমকে ভয় না দেখানো

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি কোনো লৌহদণ্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ অভিশাপ করেন, যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গুনাহর কাজ।) (মুসলিম-২৬১৬)

২. আবু বাকরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "দুজন মুসলিম তাদের তরবারিসহ যখন মুখোমুখি হয়ে খুনাখুনি করে তখন হন্তা ও হত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "দুজন মুসলিম যখন একে অপরের ওপর অস্ত্র চালনা করে, তখন তারা জাহান্নামের কিনারায় অবস্থান করে। অতঃপর যখন তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, তখন উভয়েই জাহান্নামে যায়।"

আবু বাকরাহ (রা) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা)! হন্তা (হত্যাকারী) না হয় জাহান্নামে যাবে, কিন্তু (যাকে হত্যা করা হলো সে) হত

ব্যক্তির কী দোষ (যে, সেও জাহান্নামে যাবে)?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেও তার বিরোধীকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল।" (মুসলিম-২৮৮৮)

মনে মনে পাপের ইরাদা ও ইচ্ছা হলে তা ধর্তব্য নয়। পাপকর্ম সংঘটিত না করার পূর্বে পাপ লিখা হয় না। কিন্তু পাপ করার দৃঢ়সংকল্প করে চেষ্টার পর তা সংঘটিত না করতে পারলে ঐ সংকল্পের জন্য সে দায়ী ও পাপী হবে। উক্ত হাদীসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২৯. অশ্লীল ও নোংরা কথা পরিহার করা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ - وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। (সূরা নূর : আয়াত-২১)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে। (আহমদ- ২/৫০১, তিরমিযী,হাকেম- ১/৫২, সহীহুল জামে- ৩১৯৯)

২. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) মানুষের সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর কিছু নেই। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়ালকে ঘৃণা করেন।" (তিরমিযী- ২০০৩, ইবনে হিব্বান- ৫৬৬৪, আবু দাউদ- ৪৭৯৯)

৩. আবু ছা'লাবাহ খুশানী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সে লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা, যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।" (আহমদ-৪/১৯৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ-৭৯১)

৩০. কবি ও কবিতার ভালো-মন্দ

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ـ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ـ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ـ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ـ

অর্থ : বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে এবং তারা যা বলে, তা করে না? তবে যারা ঈমান এনে সৎ কাজ করে, আল্লাহকে অনেক অনেক স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের কথা ভিন্ন। আর অচিরেই অত্যাচারীরা জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?

(সূরা শুআরা : আয়াত-২২৪-২২৭)

১. উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে মুসাফির আল্লাহ ও তাঁর জিকর নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, ফেরেশতা তার সঙ্গী হন। আর যে কাব্য-চিন্তা নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, শয়তান তার সঙ্গী হয়।"

(সহীহুল জামে-৫৭০৬)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।"

(বুখারী-৬১৫৪, মুসলিম-২২৫৮)

৩. উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "অবশ্যই কিছু কবিতায় হিকমত (জ্ঞান) আছে।" (বুখারী-৬১৪৫)

বলাবাহুল্য যে, কবিতার ভালো তো ভালোই এবং তার মন্দ মন্দই। কবিতা হলো অস্ত্রের মতো, যা ভালো কাজে ব্যবহার করা যায় এবং অন্যায় কাজেও। যে কবিতায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল, দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদেরকে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা হয় অথবা নারীর রূপ বা যৌন কোনো বিষয় নিয়ে অশ্লীল কথা লিখা হয় অথবা অসার ও বাজে কথা লিখা হয় তা অবশ্যই শয়তানের সাহায্যপ্রাপ্ত অবৈধ কবিতা। পক্ষান্তরে, যে কবিতায় দ্বীন, জিহাদ ও সুন্দর চরিত্রের দিকে আহ্বান থাকে, নিশ্চয়ই তা বাঞ্ছিত ও বৈধ, আরো লক্ষ্যণীয় যে, ভালো কবিতায় জ্ঞান বাড়ে। খারাপ কবিতা বা গানে জ্ঞান বাড়ে না।

৩১. উত্তম কথা বলা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

অর্থ : আর মানুষের সাথে উত্তম কথা বল। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-৮৩)

১. আবু হুরায়রা (রা) ও আবু শুরাইহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "জান্নাতে এমন এক কক্ষ আছে, যার বাইরের অংশ ভিতর হতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হতে পরিদৃষ্ট হবে।" একথা শুনে আবু মালেক আশ'আরী (রা) বললেন, "সে কক্ষ কার জন্য হবে হে রাসূলুল্লাহ?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম (ও মিষ্টি) কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, আর লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত থাকে, তখন যে সালাত কায়েম করে রাত্রি অতিবাহিত করে।"
(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব- ৬১১)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "... আর উত্তম কথা বলাও সদকা (করার সমতুল্য)।" (বুখারী-২৯৮৯, মুসলিম-১০০৯)

৩২. জিহ্বা সংযত রাখা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

অর্থ : মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে। (সূরা ক্বাফ : আয়াত-১৮)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যে ব্যক্তিকে তার দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বার) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (যৌনাঙ্গের) অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী-১৯৬৪)

২. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম?' তিনি বললেন, "যার হাত ও জিব হতে অন্যান্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে?' (বুখারী- ১১, মুসলিম- ৪২)

৩. উক্ববাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! পরিত্রাণের উপায় কী?' তিনি বললেন, "তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজের আয়ত্তাধীন কর, স্বগৃহে অবস্থান কর, আর তোমার পাপের ওপর (আল্লাহর নিকট) রোদন কর।" (তিরমিযী-১৯৬১)

৪. আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু যারের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আবু যার! তোমাকে আমি এমন দুটি আচরণের কথা বলে দেব না কি, যা কার্যক্ষেত্রে অতি সহজ এবং (নেকীর) মীযানে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক ভারী?' আবু যার (রা) বললেন, 'অবশ্যই, হে রাসূলুল্লাহ!' তিনি বললেন, "তুমি সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ তোমার চরিত্র সুন্দর হোক ও তুমি কথা খুবই কম বলো।) কারণ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। সারা সৃষ্টি ঐ দুয়ের ন্যায় কোনো আমলই করেনি।" (আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, বায়হাক্বীর সিলসিলা সহীহাহ- ১৯৩৮)

৩৩. সত্যবাদিতা অবলম্বন করা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে জান্নাতের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুণ সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে জাহান্নামের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।

(বুখারী-৬০৯৪, মুসলিম-২৬০৭)

২. আবু উমামাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের জামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কাতর্কি বর্জন করে। সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের জামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উর্ধ্বদেশে এক গৃহের জামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।" (আবু দাউদ- ৪০১৫, তিরমিযী)

৩৪. মিথ্যা বলার পরিণাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ .

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত (হেদায়েত) করেন না। (সূরা মু'মিন : আয়াত-২৮)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে জান্নাতের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুণ সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।"

(বুখারী- ৬০৯৪, মুসলিম- ২৬০৭, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী করীম ﷺ বলেন, "মুনাফিকের লক্ষণ হলো তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা দিলে খেলাপ করে এবং চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে।" (বুখারী- ৩৩, মুসলিম- ৫৯)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এক কথা বেশি আছে, "যদিও সে ব্যক্তি সালাত পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।"

৩. মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুর্ভোগ তার জন্য, যে লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা (বানিয়ে) বলে। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।" (আবু দাউদ- ৪৯৯০, সহীহুল জামে- ৭১৩)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! (বাইরে যেও না, আমার নিকট) এসো, তোমাকে একটি মজা দেব। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি ওকে কি দেবে ইচ্ছা করেছ?' মা বললেন, 'খেজুর।' তখন রাসূল ﷺ বললেন, "জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও, তাহলে তোমার ওপর একটি মিথ্যা লিখা হবে।" (আবু দাউদ-৪৯৯১, সিলসিলাহ সহীহাহ-৭৪৮)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "মানুষের মিথ্যা ও পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।"

(সহীহুল জামে-৪৩৫৬, ৪৩৫৮)

৬. আবু দাউদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "ওরা মনে করে" (এ বলে কোনো কথা প্রচার করা) মানুষের কত নিকৃষ্ট অসীলা।"

(সহীহুল জামে- ২৮৪৩)

৩৫. দু'রকম কথা বলার পরিণতি

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা দেখবে মানুষ খনিজ সম্পদের মতো। (খনির কিছু তো লোহার হয়, কিছু সোনার, আবার কিছু তো কয়লার। অনুরূপ মানুষও, কিছু ভালো, কিছু মন্দ।) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, ইসলামী যুগেও তারাই উত্তম হবে, যখন তারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে।

আর এ (সরকারি পদ) গ্রহণকে যারা খুবই অপছন্দ করবে, তাদেরকেই তোমরা ভালো লোক হিসেবে দেখতে পাবে।

পক্ষান্তরে, সবচেয়ে মন্দ লোক হিসেবে তাকে পাবে, যে দু'মুখো (সাপ); যে এ দলে মিশে এক মুখে কথা বলে এবং অপর দলে মিশে আরেক মুখে কথা বলে।" (মালেক, বুখারী- ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, মুসলিম- ২৫২৬)

২. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুনিয়াতে যে ব্যক্তির দুটি মুখ হবে (দু'মুখে কথা বলবে) কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির আগুনের দু'টি জিভ হবে।" (আবু দাউদ- ৪৮৭৩, সিলসিলাহ সহীহাহ- ৮৯২)

৩৬. কোনো মুসলিমকে 'কাফের' না বলা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'এ কাফের' বলে (ডাকে), তখন উভয়ের মধ্যে একজনের ওপর তা বর্তায়। সে যদি তাই হয়, যেমন সে বলেছে, নচেৎ ঐ (গালি) তার (বক্তার) নিজের প্রতি ফিরে যায়।" (অর্থাৎ সে নিজে কাফের হয়।)

(মালেক, বুখারী- ৬১০৪, মুসলিম- ৬০, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "...আর যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে অথবা 'এ আল্লাহর দুশমন' বলে, অথচ সে তা নয়; তাহলে সে ব্যক্তির ঐ (গালি) তার নিজের ওপর বর্তায়।"

(বুখারী-৬০৪৫, মুসলিম-৬১)

৩. আবু কিলাবাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, সাবেত ইবনে যাহহাক তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (হুদাইবিয়ার) গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বাই'আত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "... মু'মিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমান। কোনো মু'মিনকে 'কাফের' বলে অপবাদ দেয়া ও তাকে হত্যা করার সমান (পাপ)। আর যে ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিকে সে অস্ত্র দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে।"

(বুখারী-১৩৬৩, মুসলিম-১১০, আবু দাউদ-৩২৫৭, নাসাঈ, তিরমিযী)

কোনো ব্যক্তি বা জামা'আত বিশেষকে চোখ বন্ধ করে 'কাফের' বলা সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু যাকে 'কাফের' বলা হবে, সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয়, তাহলে বক্তা নিজে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, কাফেরকে কাফের না মানলেও কাফের হতে হয়। যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালায় যে কাফের বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে কাফের না মানলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালাকে অমান্য করা হয়। আর তাতে মুসলিম কাফের হয়ে যায়।

৩৭. গালাগালি করার পরিণাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا.

অর্থ : আল্লাহ কোনো মন্দ কথা প্রকাশ করাকে পছন্দ করেন না। তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা নিসা : আয়াত-১৪৮)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুজন পরস্পর গাল-মন্দকারী যা বলে, তা তাদের প্রথম সূচনাকারীর ওপর বর্তায়। তবে মজলুম যদি সীমালঙ্ঘন করে (বদলার বেশি বলে, তবে তারও ওপর পাপ বর্তায়)।"

(মুসলিম- ২৫৮৭, আবু দাউদ- ৪৮৯৪, তিরমিযী)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকি কর্ম এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি কাজ।" (বুখারী- ৬০৪৪, মুসলিম- ৬৪, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৩. ইয়ায ইবনে হিমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার চেয়ে ছোট হয়েও কোন লোক যদি আমাকে গালিগালাজ করে, তাহলে আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারি কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে।" (আহমদ-৪/১৬২, বুখারীর ,সহীহুল জামে- ৬৬৯৬)

৩৮. অভিসম্পাত করার অপকারিতা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সত্যবাদীর জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সঙ্গত নয়।" (আহমদ, মুসলিম-২৫৯৭)

২. আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে না এবং সাক্ষীও হবে না।" (মুসলিম- ২৫৯৮)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (রা) বলেছেন, "মু'মিন কারো মনে ব্যথাদানকারী (কুৎসা, অপযশ ইত্যাদি ধরে বা রটিয়ে কারো সম্ভ্রমে খোঁটাদানকারী), অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়াড়) হয় না।"
(তিরমিযী, সহীহ জামে- ৫২৫৭)

৪. সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (রা) বলেন, "মুমিনকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার মতো।" (বুখারী-৬৬৫২, মুসলিম-১১০)

৫. আবু দারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বান্দা যখন কোনো কিছুকে অভিশাপ করে, তখন সে অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়। কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে না দিয়ে আকাশের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে সেখান হতে তা পুনরায় পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। কিন্তু তাকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর দরজাসমূহকেও বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তা ডানে-বামে বিচরণ করতে থাকে। পরিশেষে কোনো গতিপথ না পেয়ে অভিশপ্তের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু (যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে) অভিশপ্ত (সঙ্গত কারণে) অভিশাপযোগ্য না হলে, তা অভিশাপকারী ঐ বান্দার দিকে ফিরে যায়।" (অর্থাৎ নিজের করা অভিশাপ নিজের ওপরই লেগে বসে!)
(আবু দাউদ, ৪৯০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ-১২৬৯)

৩৯. সময়কে গালি দেয়ার পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, বলে– 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ! সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' কারণ, আমিই তো যুগ (যুগের আবর্তনকারী)। যুগের রাত ও দিনকে আমিই আবর্তন করে থাকি। অতঃপর আমি যখন চাইব, তখন উভয়কে নিশ্চল করে দেব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ বলেন) "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কালকে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন করে থাকি।" (মুসলিম- ২২৪৬)

৪০. ঝড়-বাতাসকে গালি না দেয়া

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। যেহেতু তা আল্লাহ তা'আলার আশিস, যা রহমত আনে এবং আযাবও। বরং তোমরা আল্লাহর নিকট ওর মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সহীহুল জামে-৭১৯৩)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "হাওয়াকে অভিশাপ দিও না। যেহেতু হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত, (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ। আর যে ব্যক্তি কোনো নির্দোষ নিরপরাধ বস্তুকে অভিশাপ করে, তার প্রতিই সেই অভিশাপ প্রত্যাবৃত্ত হয়।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ জামে-৭৪৪৭)

৩. উবাই ইবনে কা'ব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা হাওয়াকে গালি দিও না। যদি তার অপ্রীতিকর কিছু দেখ, তাহলে বল, 'হে আল্লাহ! আমরা এ হাওয়ার মঙ্গল, এর মধ্যে নিহিত মঙ্গল এবং যার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আর এ হাওয়ার অমঙ্গল, এর মধ্যে নিহিত অমঙ্গল এবং যার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে তার অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(তিরিমিযী, সহীহ জামে- ৭৩১৫)

৪১. শয়তানকে গালি না দেয়া

১. আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা শয়তানকে গালি দিও না বরং ওঁর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

(সহীহ জামে-৭৩১৮)

২. আবূ মালীহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (কোনো বিপদকালে) বলো না যে, 'শয়তান ধ্বংস হোক।' যেহেতু এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, 'আমি নিজ শক্তিতে ওকে বিপদগ্রস্ত করেছি।' বরং তুমি বলো, 'বিসমিল্লাহ।' এ কথা বললে সে মাছির মতো ছোট হয়ে যায়।

(আহমদ, আবু দাউদ- ৪৯৮২, সহীহ জামে- ৭২৭৮)

৪২. গায়রুল্লাহর নামে কসম না খাওয়া

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে কা'বার নামে কসম খেতে শুনে বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া যাবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেল, সে অবশ্যই কুফরী অথবা শিরক করল।"

(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম-১/৫২, সহীহ জামে-৬২০৪)

২. বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমানতের কসম খায়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ-৩২৫৩, আহমদ-৫/৩৫২)

৩. বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কসম করে বলে, '(যদি এ করি, তাহলে) আমি মুসলমান নই!' সে ব্যক্তি যদি (তার কসমে) মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে যা বলেছে তাই। (অর্থাৎ, সে মুসলমান থাকবে না) কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে ইসলামের দিকে কখনই নিরাপদে ফিরবে না।" (আবু দাউদ-৩২৫৮, ইবনে মাজাহ-২১০০, হাকেম-৪/২৯৮, আবু দাউদ -২৭৯৩)

বলাবাহুল্য, যদি কেউ তার কসমকে সত্য প্রমাণিত করে; যেমন যদি বলে যে, 'আমি যদি অমুক কাজ করি, তাহলে আমি মুসলমান নই', অতঃপর সে সত্যই জীবনেও ঐ কাজ না করে, তবুও তার ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা মুখে আনাও পাপ।

৪৩. আল্লাহর ওপর কসম না খাওয়া

১. জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ অমুককে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'কে সে আমার ওপর কসম খায় যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি অমুককেই ক্ষমা করলাম। আর তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিলাম।" (মুসলিম-২৬২১)

৪৪. চোগলখোরী না করা

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ.

অর্থ : আর অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় কসম খায়, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়।

(সূরা আল ক্বামার : আয়াত-১০-১১)

১. হুযাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।" (বুখারী- ৬০৫৬, মুসলিম- ১০৫, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "এ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোনো কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গুনাহের। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হতো না ...।" (বুখারী-২১৮, মুসলিম-২৯২)

৪৫. কাউকে গীবত ও অপবাদ না দেয়া

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমান হলো গুনাহর কাজ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজরাত : আয়াত-১২)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন বহন করে। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৮)

১. বারা' (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সুদ (খাওয়ার পাপ হলো) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হলো মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সুদ হলো নিজ (মুসলিম) ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" (ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ- ১৮৭)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম ﷺ-কে বললাম, 'সাফিয়ার ত্রুটির জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এটুকু।' কিছু বর্ণনাকারী বলেন, 'অর্থাৎ বেঁটে।' শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বললে যে, তা যদি সমুদ্রের পানিতে ঘুলে দেয়া হতো, তাহলে (সে অথৈ) পানিকেও ঘোলা (নোংরা) করে দিত!"

আয়েশা (রা) বলেন, একদা তাঁর নিকট এক ব্যক্তির কথা অভিনয় করে নকল করলাম। এর ফলে তিনি বললেন, "আমাকে যদি এত এত (প্রচুর অর্থ) দেয়া হয়, তবুও আমি কারো নকল করাকে পছন্দ করব না।"

(আহমদ- ৩/২২৪, আবু দাউদ- ৪৮৭৮, সহীহ আবু দাউদ- ৪০৮২)

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন এমন একদল লোকের পাশ

বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম, যাদের ছিল তামার নখ; যদ্দারা তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, 'ওরা কারা হে জিব্রাইল? তিনি বললেন, 'ওরা হলো সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায়।" (আহমদ-৩/২২৪, আবু দাউদ-৪০৮২)

৪৬. মুসলিমের গীবত খণ্ডন ও সম্মান রক্ষা করার গুরুত্ব

১. আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করে) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এ অধিকার পায় যে, তিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।" (আহমদ, সহীহুল জামে-৬২৪০)

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে।" (আবু দাউদ- ৪৪৮৪, সহীহুল জামে- ৫৬৯০)

৪৭. অধিক কথা বলা ব্যক্তিকে হুঁশিয়ারী

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "বান্দা নির্বিচারে এমনও কথা বলে, যার দরুণ সে পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর স্থান জাহান্নামে পিছলে যায়।" (বুখারী- ৬৪৭৭, মুসলিম- ২৯৮৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "মানুষ এমনও কথা বলে, যাতে সে কোনো ক্ষতি আছে বলে মনেই করে না; অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।" (তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ-৫৪০)

৩. বিলাল ইবনে হারেস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে, যার মঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুণ কিয়ামত দিবস অবধি তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি

লিপিবদ্ধ করেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে, যার অমঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুণ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন।"

(মালেক, আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ- ৮৮৮)

৪৮. হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হতে ভীতি প্রদর্শন

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "কোনো মু'মিন বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের অগ্নিশিখা একত্রে জমা হতে পারে না এবং কোনো বান্দার পেটে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না।"

(আহমদ-২/৩৪০, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে-৭৬২০)

২. যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। আর বিদ্বেষ হলো মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না যে, তা কেশ মুণ্ডন করে, বরং দ্বীন মুণ্ডন (ধ্বংস) করে ফেলে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ ! তোমরা জান্নাতে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান এনেছ। আর (পূর্ণ) ঈমানও ততক্ষণ পর্যন্ত আনতে পারবে না; যতক্ষণ না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা বাতলে দেব না; যা তোমাদের ঐ সম্প্রীতিকে দৃঢ় করবে? তোমরা আপোসে সালাম প্রচলন কর।"

(তিরমিযী, বাযযার, বায়হাকীর শুআবুল ঈমান, তিরমিযী-২০৩৮)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমাদের আপোসে (এক অপরের বিরুদ্ধে) বিদ্বেষ পোষণ করা হতে দূরে থেকো। কারণ, তা হলো (দ্বীন) ধ্বংসকারী।" (তিরমিযী-২০৩৬)

৪৯. খেয়ানত ও প্রতারণা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যাপর্ণ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৫৮)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করো না এবং তোমাদের আপোসের আমানতেরও খেয়ানত করো না। (সূরা আনফাল : আয়াত-২৭)

১. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ কিছু লোকের এক মজলিসে বয়ান করছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বয়ান করতেই থাকলেন। অতঃপর বয়ান শেষ করে তিনি বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়?' লোকটি বলল, 'এই যে আমি, হে রাসূলুল্লাহ!' তিনি বললেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।" লোকটি বলল, 'আমানত কীভাবে নষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "যখন কোনো অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।" (বুখারী)

২. আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, "যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।" (আহমদ, বায়হাকী, সহীহুল জামে-৭১৭৯)

৫০. মানুষকে হত্যা বা জুলুম থেকে ভীতি প্রদর্শন

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا.

অর্থ : আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। কারণ, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৪)

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (সূরা মায়েদা : আয়াত-১)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন পূর্বের ও পরের সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন, তখন প্রত্যেক (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী) প্রতারকের জন্য একটি করে পতাকা উড্ডয়ন করা হবে, আর বলা হবে, 'এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণা।" (মুসলিম-১৭৩৫)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী হব; তন্মধ্যে প্রথম হলো সে ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি করল, অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হলো সে ব্যক্তি, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হলো সে ব্যক্তি, যে কোনো মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল, অথচ সে তার মজুরি (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।"

(বুখারী-২২২৭, ২২৭০)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো সন্ধি অথবা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) মানুষকে হত্যা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরের অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" (আহমদ, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে- ৬৪৫৭)

৫১. জ্যোতিষী ও গণকের নিকট গমনের পরিণতি

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শিরক করা, জাদু করা, ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন, তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্রে হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী মু'মিন নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।" (বুখারী-২৭৬৬, মুসলিম-৮৯, আবু দাউদ, নাসাঈ)

২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোনো বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি জাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) জাদু করা হয়।

(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে- ৫৪৩৫)

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় পত্নী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোনো (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়েবী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তির ৪০ দিনের সালাত কবুল হয় না।"

(মুসলিম-২২৩০)

এখানে লক্ষণীয় যে, গণক বা জ্যোতিষীকে কোনো ভাগ্য-ভবিষ্যৎ বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের কথা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করার ঐ শাস্তি। নচেৎ জিজ্ঞাসার পর সে যা বলে তা সত্য মনে করার পাপ আরো ভীষণ। এ ব্যাপারে পরবর্তী হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে, তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (রা)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।" (আহমদ, হাকেম, সহীহ জামে'-৫৯৩৯)

অর্থাৎ, এমন দাজ্জালের ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়েবী কথায় বিশ্বাস করা হলো কুরআন অমান্য করার নামান্তর। কারণ, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থ : বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। (সূরা নামল : আয়াত-৬৫)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কিছু পরিমাণও জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করল, সে ব্যক্তি আসলে জাদু-বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। আর এভাবে যত বেশি সে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করবে, আসলে তত বেশিই জাদু-বিদ্যা শিক্ষা করবে। (আর এ কথা বিদিত যে, জাদু শিক্ষা করা হলো ইসলাম ও ঈমান-বিনাশী আমল।)

(আহমদ-১/২২৭, ৩১১, আবু দাউদ- ৩৯০৫, ইবনে মাজাহ-৩৭২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ-৭৯৩)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শিরক। কিছুকে অপয়া মনে করা শিরক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শিরক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই ওপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।"

(আহমদ- ১/৩৮৯, ৪৪০, আবু দাউদ- ৩৯১০, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ- ৪৩০)

৫২. জীব-জন্তুর ছবি তৈরি এবং তা টানানোর পরিণাম

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে সব লোকেরা এ সকল মূর্তি বা ছবি বানায় তাদেরকে কিয়ামতের শাস্তি দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণদান কর।"
(বুখারী-৪৯৫১, মুসলিম-২০১৮)

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কোনো সফর থেকে নবী করীম ﷺ ঘরে ফিরে এলেন। তখন আমি ঘরের একটি তাকের ওপর ছবিযুক্ত একটি (পাতলা) পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ঐ পর্দাটি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা (রাগে) রঙিন (লাল) হয়ে গেল। তিনি (তা ছিঁড়ে ফেলে) বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিনতম আযাবের উপযুক্ত তারা, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকারিতায় সাদৃশ্য অবলম্বন করে।"

আয়েশা (রা) বলেন, পরে আমরা ঐ পর্দাটিকে কেটে একটি অথবা দু'টি তাকিয়া (ঠেস দেওয়ার বালিস) তৈরি করলাম। (বুখারী-৫৯৫৪, মুসলিম-২১০৭)

৩. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি একজন (শিল্পী) মানুষ, এ সকল মূর্তি বা ছবি তৈরি করে থাকি। সুতরাং এর (বৈধ-অবৈধতার) ব্যাপারে আপনি আমাকে ফতোয়া দিন।' ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, 'আমার নিকটবর্তী হও।' লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "আরো কাছে এসো।' লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনেছি, তাই তোমাকে জানাব, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে, তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" পরিশেষে ইবনে আব্বাস বললেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও, তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও। (বুখারী-২২২৫, ৫৯৬৩, মুসলিম-২১১০)

৪. আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাদের (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।" (বুখারী-৫৯৫৮, মুসলিম-২১০৬, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু'টি চোখ, যদ্দারা সে দর্শন করবে, দু'টি কান; যদ্দারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে, যদ্দারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, 'তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শিরক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করেছে।" (আহমদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ-৫১২)

৫৩. পাশা জাতীয় খেলার পরিণাম

১. বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করল।"

(মুসলিম-২২৬০, আবু দাউদ-৪৯৩৯, ইবনে মাজাহ-৩৭৬৩)

২. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা জাতীয় খেলা খেলল, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।"

(আবু দাউদ- ৪৯৩৮, ইবনে মাজাহ- ৩৭৬২, হাকেম- ১/৫০, সহীহুল জামে- ৬৫২৯)

উক্ত হাদীসদ্বয়ে 'নার্দ বা নার্দশীর' খেলাকে স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। 'নার্দ' হলো পাশা দাবা জাতীয় এক প্রকার পারস্যদেশীয় খেলা। এ খেলা সাধারণত কুঁড়ে ও অকর্মণ্য লোকেদের খেলা। অনুরূপ খেলা ডাইস পাশা, দাবা, তাস, কেরামবোর্ড প্রভৃতি। যেমন জায়েয নয় পায়রা উড়িয়ে খেলা। এ সবে টাকা-পয়সার বাজি থাকলে তো জুয়ায় পরিণত হয়।

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে পায়রা উড়িয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, "শয়তান শয়তানের অনুসরণ করছে।"

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৫০৬)

মোট কথা, যে খেলায় জিহাদের অনুশীলন হয়, অথবা মুসলিমের দ্বীন, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য-রক্ষায় এবং শারীরিক সুস্থতায় উপকার লাভ হয়, সে খেলা ছাড়া কোনো প্রকার খেলাধুলা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য এতেও শর্ত হলো, তা যেন সালাত, আল্লাহর স্মরণ ও অন্যান্য ইবাদত থেকে উদাসীন ও গাফেল না করে এবং তাতে যেন শরীয়তবিরোধী লেবাস, যেমন হাঁটুর ওপর কাপড় না হয়।

৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ও জাবের ইবনে উমাইর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সেই কর্ম (খেলা) যা আল্লাহর স্মরণের পর্যায়ভুক্ত নয়, তা অসার, ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে খেলা করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।" (নাসাঈ, ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ-৩১৫)

৫৪. গান-বাজনা করা ও শোনার পরিণাম

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

অর্থ : "এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অসার বাক্য ক্রয় করে (বেছে নেয়) এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"

(সূরা লুকমান : আয়াত-৬)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তিন তিনবার কসম খেয়ে বলেছেন, "উক্ত আয়াতে 'অসার বাক্য' বলতে গানকে বুঝানো হয়েছে।" (তাফসীর ইবনে কাসীর-৩/৪৪১)

২. মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মহানবী ﷺ মাতম করা, মূর্তি বা ছবি, হিংস্র জন্তুর চামড়া, (মহিলার) নগ্নতা ও পর্দাহীনতা, গান (পুরুষের জন্য) সোনা ও রেশমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।" (সহীহুল জামে-৬৯১৪)

৩. আবু মালেক আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশম বস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।" (বুখারী- ৫৫৯০, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সহীহুল জামে- ৫৪৬৬)

৪. আবু মালেক আশ'আরী (র) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শুকরে পরিণত করবেন।"

(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বারাবানী, সহীহুল জামে- ৫৪৫৪)

৫. আনাস (র) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে ধ্বংস করা হবে। আর এর শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।" (সহীহুল জামে-৩৬৬৫, ৫৪৬৭)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।" (আহমদ, সিলসিলাহ সহীহাহ-১৭০৮)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মদের মূল্য হারাম, ব্যভিচারের উপার্জন হারাম, কুকুরের মূল্য হারাম, তবলা হারাম।"
(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ- ১৮০৬)

৮. উম্মে হাবীবাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ফেরেশতা সে কাফেলার সঙ্গী হন না; যে কাফেলায় ঘন্টার শব্দ থাকে।"
(আহমদ, সহীহুল জামে- ৭৩৪২)

৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ঘন্টা বা ঘুঙুর হলো শয়তানের বাঁশি।" (মুসলিম- ২১১৪, আবু দাউদ- ২৫৫৬)

১০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইহ-পরকালে দুটি শব্দ-ধ্বনি অভিশপ্ত; সুখ ও খুশির সময় বাঁশির শব্দ এবং মুসীবত, শোক ও কষ্টের সময় হা-হুতাশ ধ্বনি।" (সহীহুল জামে-৩৮০১, সিলসিলাহ সহীহাহ-৪২৭)

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বলেন, 'ঢোলক হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশিও হারাম।' (বায়হাকী)

১২. হাসান বসরী (র) বলেন, 'ঢোলক মুসলিমদের ব্যবহার্য নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সহচরগণ ঢোলক দেখলে ভেঙে ফেলতেন।" (আলবানী)

৫৫. অসৎ সঙ্গীর সাথে সম্পর্কের পরিণাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ . وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : যখন তুমি দেখবে যে, তাঁরা আমার নিদর্শন (আয়াত) সম্বন্ধে (সমালোচনামূলক) নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে যাবে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে (এ কথা) ভুলিয়ে ফেলে, তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।
(সূরা আনআম : আয়াত-৬৮)

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

অর্থ : আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি (এ বিধান) অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বসবে না। নতুবা তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। অবশ্যই আল্লাহ মুনাফিক (কপট) ও কাফেরদের (অবিশ্বাসী) সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১৪০)

১. আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সুসঙ্গী ও কুসঙ্গীর উপমা তো আতর-ওয়ালা ও কামারের মতো। আতরওয়ালা (এর পাশে বসলে) হয় সে তোমার দেহে (বিনামূল্যে) আতর লাগিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে। তা না হলেও (অন্ততঃপক্ষে) তার নিকট থেকে এমনিই সুবাস পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে, কামার (এর পাশে বসলে) হয় সে (তার আগুনের ফিনকি দ্বারা) তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তার নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধ পাবে।" (বুখারী-২১০১, মুসলিম-২৬২৮)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "মানুষ নিজ বন্ধুর ধর্মমতে গড়ে ওঠে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককে খেয়াল করে দেখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" (তিরমিযী-২৩৯৭)

৩. শারীদ ইবনে সুয়াইদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমার নিকট এলেন। তখন আমি এমন ঢঙে বসোছিলাম যে, বাম হাতকে

পশ্চাতে রেখেছিলাম এবং (ডান) হাতের চেটোর ওপর ভর দিয়েছিলাম। এ দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, "(আল্লাহর) ক্রোধভাজন (ইয়াহুদিদের বসার মতো বসো না।" (আহমদ- ৪/৩৮৮, আবু দাউদ- ৪৮৪৮, ইবনে হিব্বান, হাকেম- ৪/২৬৯, সহীহ আবু দাউদ-৪০৫৮)

৪. আবু ইয়ায হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "(রোদে ও ছায়ার মাঝে বসা হলো) শয়তানের বৈঠক।"

(আহমদ- ৩/৪১৩, হাকেম- ৪/২৭১, সিলসিলাহ সহীহ- ৮৩৮)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "(এক সাথে) তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে যেন দুজনে গোপনে কথা না বলে।" (কারণ এতে তৃতীয়জনের মনে সন্দেহ আসে এবং ভাবে যে, এ ফিসফিসানি হয়তো তারই বিরুদ্ধে।) (মুসলিম-২১৮৩)

৫৬. অপ্রয়োজনে বুকে শয়নের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তখন সে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। তিনি নিজ পা দ্বারা তাকে স্পর্শ করে বললেন, "এ ঢঙের শয়নকে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লা পছন্দ করেন না।

(আহমদ- ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম- ৪/২৭১, সহীহ জামে-২২৭০)

৫৭. হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ এবং হাইকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তখন প্রত্যেক সেই মুসলিমের উচিত- যে সেই হামদ শোনে, সে যেন তার উদ্দেশ্যে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। পক্ষান্তরে, হাই হলো শয়তানেরই তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে। যেহেতু তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান হাসে।" অন্য এ বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন 'হ্যাঁ'- বলে, তখন শয়তান হাসে।" (বুখারী-৬২২৩, ৬২২৬, মুসলিম-২৯৯৪)

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন নিজ মুখের ওপর হাত রেখে নেয়। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে থাকে।' (মুসলিম- ২৯৯৫)

হাই আসে অলসতা ও জড়তার কারণে। আর এ সব আসে শয়তানের কাছ থেকে। সুতরাং শয়তানের এ চক্রান্তকে যথাসাধ্য রোধ করা উচিত। তাতে শয়তান রাগান্বিত হয়। আর কেউ যখন আলস্য প্রকাশ করে 'হা হা' বা 'হো-হো' বলে হাই তোলে, তখন শয়তান নিজের কাজের সফলতা দেখে হাসে। সুতরাং সে সময় শব্দ করে শয়তান হাসানো উচিত নয়।

৫৮. শিকারি ও প্রহরী ব্যতীত কুকুর না পোষা

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি শিকার অথবা (মেঘ ও ছাগ-পালের) পাহারার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর (বাড়িতে) পালে, সে ব্যক্তির সওয়াব হতে প্রত্যহ দুই ক্বীরাত পরিমাণ কম হতে থাকে।" (মালেক, বুখারী- ৫৪৮১, মুসলিম- ১৫৭৪, তিরমিযী, নাসাঈ)

উক্ত হাদীসে ক্বীরাতের পরিমাণ কত, তা আল্লাহই জানেন। মোটকথা হলো, শখের বশে কুকুর পুষলে প্রত্যহ কিছু পরিমাণ সওয়াব কম হতে থাকবে।

২. আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি (বা ছবি) থাকে।"

(আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ জামে-৭২৬২)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর চাঁটলে তা (প্রথমবার মাটি দিয়ে মেজে) সাতবার ধৌত কর।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৯০)

৫৯. একাকি অথবা দু'জনে সফর করার পরিণাম

১. আমর ইবনে শু'আইবের পিতামহ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে কে ছিল?" লোকটি বলল, "কেউ ছিল না।' এ শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "একাকি সফরকারী শয়তান, দুজন মিলে সফরকারীও দুটি শয়তান। আর তিনজন মিলে সফরকারী হলো (শয়তান মুক্ত) সফরকারী।"

(আহমদ, আবু দাউদ-২৬০৭, তিরমিযী, হাকেম-২/১০২, সহীহ জামে-৩৫২৪)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "লোকেরা যদি একাকিত্বের কষ্ট জানত– যেমন আমি জানি, তাহলে কোনো সফরকারী রাতে একাকি সফর করত না।" (বুখারী- ২৯৯৮)

শয়তান মু'মিনকে একা-দোকা পেয়ে কষ্ট দিতে ভারী সুযোগ ও অত্যন্ত মজা পায়। তাই একলা বা দোকলা সফরকারীকে শয়তান বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, জামা'আতবদ্ধভাবে সফর করলে বিপদ-আপদে সহায়তা লাভ হয় এবং লাঘব হয় সফরের কষ্ট। তাছাড়া সফর ও বিদেশবাস যে কত কষ্ট, তা তো মুসাফির ও প্রবাসীরাই জানে। বলাই বাহুল্য যে, মহিলার একা সফর আরো বিপজ্জনক, আরো ভয়ানক। তাই তো শরীয়তে রয়েছে তারও পৃথক নির্দেশ।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে এবং মাহরাম ছাড়া যেন কোনো মহিলা একাকিনী সফর না করে।" এক ব্যক্তি বলল, "হে রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী (একাকিনী) হজ্জ করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়ে ফেলেছি। (এখন আমি কী করতে পারি?)' তিনি বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।"

(বুখারী- ৩০০৬, মুসলিম- ১৩৪১)

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোনো মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া একাকিনী এক দিন ও রাত সফর করা বৈধ নয়। (বুখারী-১০৮৮, মুসলিম–১৩৩৯)

৬০. কুকুর ও ঘণ্টা সাথে করে সফরের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "(রহমতের) ফেরেশতাবর্গ সে কাফেলার সঙ্গ দেন না, যে কাফেলার সাথে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে।" (মুসলিম-২১১৩, আবু দাউদ-২৫৫৫, তিরমিযী, আহমদ, ইবনে হিব্বান)

২. আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "ঘণ্টা হলো শয়তানের বাঁশি।" (মুসলিম- ২১১৪, আবু দাউদ- ২৫৫৬, আহমদ- ২/৩৬৬, ৩৭২)

পশুর গলায় যে ঘণ্টা বাঁধা হয় তার শব্দ মুসলিমকে আল্লাহর জিকর ও সুচিন্তা থেকে উদাসীন করে ফেলে, তাই তাকে শয়তানের বাঁশি বলা হয়েছে। সুতরাং অনুমেয় যে, বাদ্যযন্ত্র কী?

এতো গেল পশুর গলায় ঘণ্টার কথা। অন্যথা (নূপুর, খুঁটকাঠি, চুড়ি প্রভৃতির) ঘণ্টা বা ঘুঙুর মহিলার সাথে থাকলে সেখানে শয়তানের আধিপত্য ও প্রভাব যে কত বেশি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

৬১. রাস্তায় চলাচলের আদব

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ঈমান হলো ষাট অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, সবচেয়ে ছোট শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা।" (মুসলিম- ৩৫, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে তাতে একটি কাঁটার ডাল পেল, সে সেটিকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ্ তার এ কাজের কদর করলেন এবং তাতে পাপমুক্ত করে দিলেন।"

(বুখারী, মুসলিম- ১৯১৪)

৩. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ, আর তা হলো, ঘাটে, মাঝ-রাস্তার এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব- ১৪১)

৪. হুযাইফাহ ইবনে আসীদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তির ওপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" (ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব-১৪৩)

৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে দূরে থাক।" তা শুনে লোকেরা বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ! কিন্তু রাস্তায় না বসলে তো উপায় নেই। যেহেতু আমরা সেখানে কথাবার্তা বলে থাকি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা না বসতে যদি অস্বীকারই কর, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।" লোকেরা বলল, 'রাস্তার হক কী?" তিনি বললেন, "চক্ষু অবনত রাখা, কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, (উত্তম কথা বলা, পথহারাকে পথ বলে দেয়া) এবং ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।" (বুখারী, মুসলিম- ২১৬১)

৬২. তাওবার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ـ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, খাঁটি তওবা। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।

(সূরা তাহরীম : আয়াত-৮)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন–

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ـ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ـ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : আর যে ব্যক্তি এ সব (মহাপাপ) করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে (জাহান্নামে) তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করবে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করবে। আল্লাহ্ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৮-৭০)

১. আনাস ইবনে মালেক হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এক মুসাফির সফরে তার উটসহ কারো গাছের নিচে ছায়ায় মাথা রেখে শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উট হারিয়ে গেল। উটের ওপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পড়ে জেগে উঠে দেখল, তার উট এখানে নেই। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু বৃথাই হয়রান হলো। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশি কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছুক্ষণপর চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উট তার খাদ্য ও পানীয়সহ দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে সে এত খুশি হলো যে, উটের লাগাম ধরে খুশির উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল, 'আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা। আর আমি তোমার রব!' মহানবী ﷺ বলেন,

(হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে) "তওবা করলে আল্লাহ ঐ হারিয়ে যাওয়া উটওয়ালা অপেক্ষা অধিক খুশি হন।" (বুখারী, মুসলিম-২৭৪৭)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ আয্যা অজাল্লা বলেন, 'আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার নিকটেই থাকি। আমি তার সঙ্গে হই যখন সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্ তার বান্দার তওবা করার সময় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার হারানো উট ও খাদ্যসামগ্রী ফিরে পায়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার প্রতি দুই হস্ত-বিস্তৃত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি সাধারণভাবে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়ে যাই।" (মুসলিম- ২৬৭৫)

৩. আবু সাঈদ খুদরী (র) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি প্রাণ হত্যা করেছিল। সে লোকদের জিজ্ঞাসা করল, 'পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় আলেম কে?" তাকে এক পাদরির কথা বলা হলে সে তার নিকট এসে বলল, সে নিরানব্বইটি প্রাণ হত্যা করে ফেলেছে, অতএব তার কি কোনো তওবা আছে? পাদরি বলল, 'না'।

ফতোয়া শুনে লোকটি তাকেও হত্যা করে সংখ্যায় শত পূরণ করল। পুনরায় সে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় আলেমের কথা লোকদের জিজ্ঞাসা করল। জনৈক আলেমের কথা বলা হলে তার নিকট গিয়ে বলল, সে একশ'টি প্রাণ হত্যা করে ফেলেছে। অতএব তার কি কোনো তওবা আছে? আলেমটি বলল, 'হ্যাঁ, আছে। তোমার ও তওবার মাঝে কে অন্তরায় হবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে এমন বহু লোক আছে, যারা আল্লাহর ইবাদত করে। সুতরাং তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে এস না। কারণ, তা পাপের দেশ।"

লোকটি সেই দেশের দিকে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল, তখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। এবারে তার প্রাণ বহন করার ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাবর্গের মাঝে মতানৈক্য হলো। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন, '(প্রাণ আমরাই বহন করব, কারণ) সে তওবা করে তার হৃদয়সহ আল্লাহ তা'আলার প্রতি অভিমুখী হয়ে (এ দিকে) এসেছে।'

কিন্তু আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, '(প্রাণ আমরা বহন করব, কারণ) সে আদৌ কোনো সৎকর্ম করেনি।'

ইতিমধ্যে মানুষের বেশে এক ফেরেশতা সেখানে উপস্থিত হলেন। ফেরেশতারা সকলেই তাকে সালিশ মানলেন। তিনি তাঁদেরকে মীমাংসা দিয়ে বললেন, "দুই দেশের ভূমি মাপা হোক। অতঃপর যে দেশের প্রতি ও অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেই দেশ হিসেবে তার ফায়সালা হবে। তাঁরা দুই দিকেরই ভূমি মাপলেন এবং দেখলেন, যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সেদিকেরই সে অধিকতর নিকটবর্তী। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তার প্রাণ গ্রহণ করলেন।"

এক বর্ণনায় আছে, "সৎলোকদের দেশের দিকে সে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী ছিল। তাই তাকে ঐ দেশবাসীর দলভুক্ত করা হলো।"

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, " আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু (মৃতের নিজের দেশকে) বললেন, "তুমি দূরে সরে যাও এবং ঐ সৎলোকদের দেশকে বললেন, "তুমি নিকটে হয়ে যাও। আর বললেন, "ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী ভূমি মাপো। সুতরাং তাকে এই সৎলোকের দেশের দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।" (মুসলিম)

৪. ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি দিনে একশ বার করে তওবা করে থাকি।" (মুসলিম- ২৭০২, আবু দাউদ- ১৫১৫)

কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নাম তওবা। তওবা হলো– অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। যে গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ্ ঘৃণা করেন সে জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি ফিরে আসার নাম।

এ তওবার রয়েছে কয়েকটি শর্ত, সে শর্ত পূরণ না হলে তওবা কবুল হয় না–

১. তওবা হবে আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ। অর্থাৎ অন্য কাউকে খুশি করার জন্য অথবা কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তওবা হলে চলবে না।

২. সাথে সাথে পাপ বর্জন করতে হবে। পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা গ্রাহ্য নয়।

৩. বিগত (পাপের) ওপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে। লজ্জিত না হলে উন্নাসিকতার সাথে কোনোরূপ তওবা গ্রহণীয় নয়।

৪. পুনরায় মরণ পর্যন্ত সে পাপের প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। তা না হলে তাওবা বা প্রত্যাবর্তনের অর্থ কী?

৫. কোনো মানুষের অধিকার হরণ করে পাপ করলে সে অধিকার আদায় করে তবে তওবা করতে হবে। তা না হলে কুঁয়াতে বিড়াল মরা ফেলে রেখে পানি তুলে পানি পাক করার ব্যবস্থা নিলে কী লাভ হবে?

৬. তওবা কবুল হওয়ার নির্ধারিত সময়ে (মরণ নিকটবর্তী হওয়ার আগে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে) তওবা করতে হবে।

৬৩. পাপের পরপরই পুণ্য করার গুরুত্ব

১. আবু যার (র) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। পাপ করে ফেললে তার সাথে সাথে পুণ্য কর। আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর চরিত্রের সাথে ব্যবহার কর।" (আহমদ, আবু দাউদ, সহীহুল জামে-৯৭)

২. উক্ববাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে সে ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মতো যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য করলে আরো একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।"

(আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে- ২১৯২)

৬৪. শয়তান থেকে সাবধানতা অবলম্বন

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

অর্থ : হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৬০)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থ : নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহ্বান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়। (সূরা ফাত্বির : আয়াত-৬)

তিনি আরো বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২০৮)

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

অর্থ : আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন সেই কথাই বলে, যা উত্তম। শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৫৩)

তিনি আরো বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না। অবশ্য আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর : আয়াত-২১)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জ্বীন নিযুক্ত নেই।" লোকেরা বলল, 'আপনার সাথেও কি আছে, হে রাসূলুল্লাহ!' তিনি বললেন, "আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি। সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর পরামর্শ দিতে পারে না।" (মুসলিম-২৪১৮)

২. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সমুদ্রের ওপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সে শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশি নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড় পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোনো শিষ্য এসে বলে, 'আমি এ করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিসনি।' অন্যজন বলে, 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ।" (মুসলিম-২৮১৩)

৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব-দ্বীপে সালাত আদায়কারীরা তার ইবাদত করবে। তবে তাদের নিজেদের মাঝে (হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ প্রভৃতি সৃষ্টি করে) ফিতনা বাধাতে সমর্থ হবে।" (মুসলিম-২৮১২)

২০. দুনিয়া ও ঐশ্বর্য্যের লোভনীয়তা

১. দারিদ্র্যের ফযীলত

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম- ২৯৭৯)

২. উসামা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আমি জান্নাতের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। আর ধনবান ব্যক্তিরা (তাদের ধনের হিসাব দেয়ার জন্য) তখনও আটকে আছে। কিন্তু তখন জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ জারি হয়ে গেছে। আর আমি দোযখের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ হলো মহিলা।" (বুখারী-৬৫৪৯, মুসলিম-২৭৩৬)

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "একদা বেহেশত ও জাহান্নামের মাঝে কলহ হলো। জাহান্নাম বলল, 'আমার মাঝে আছে দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিবর্গ।' জান্নাত বলল, আমার মাঝে আছে দুর্বল দরিদ্রশ্রেণীর মুসলিম ব্যক্তিবর্গ।' আল্লাহ তাদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে বললেন, 'তুমি জান্নাত, আমার রহমত (কৃপা); তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে কৃপা করব। আর তুমি জাহান্নাম, আমার আযাব (শাস্তি); তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করব। আর তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্বে।" (মুসলিম-২৮৪৬)

৪. মুস'আব ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর লোকদের কারণেই বিজয় ও রুজি লাভ করে থাক।"

(বুখারী-১৮৯)

২. দুনিয়া-বিরাগ ও আখেরাত–অনুরাগ

১. মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিরত হও, আমি তোমার হৃদয়কে ধনবত্তায় এবং উভয় হাতকে রুযিতে ভরে দেব। হে আদম সন্তান! আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেও না। নচেৎ তোমার হৃদয়কে অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে কর্মব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।"

(হাকেম-৪/৩২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ-১৩৫৯)

২. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন। তার দারিদ্র্যকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন। আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।"

(আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বায়হাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ-৯৫০)

৩. ঐশ্বর্য ও খ্যাতির প্রতি লোভের পরিণাম

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোনো ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে, তার চেয়েও ধনলোভ ও দ্বীনদারীর খ্যাতি লোভ মানুষের অধিক বিনাশ সাধন করে।" (তিরমিযী-২৩৭৬, ইবনে হিব্বান-৩২১৮, সহীহ জামে- ৫৬২০)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়; তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।" (বুখারী-৬৪৩৭, মুসলিম-১০৪৯)

৪. দুনিয়ার প্রতি আসক্তির পরিণাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ، ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتٰعُ الْغُرُوْرِ.

অর্থ : তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ, সজ্জা, পারস্পরিক গর্ববোধ ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভে প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়ে যায়। (কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে দুনিয়াদারীতে মশগুল থাকে তার জন্য) পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর (আখেরাতকামী মু'মিনদের জন্য) রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ বৈ কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ : আয়াত-২০)

অন্যত্র মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

অর্থ : হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা ফাত্বির : আয়াত-৫)

তিনি আরো বলেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا.

অর্থ : কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, যেখানে সে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১৮-১৯)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "দুনিয়া হলো সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলিফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।"

(আহমদ, মুসলিম- ২৭৪২, তিরমিযী- ২১৯১, ইবনে মাজাহ- ৪০০০)

২. ফুযালাহ ইবনে উবাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমি তোমার রাসূল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্য তুমি তোমার সাক্ষাৎ লাভকে প্রিয় কর, তোমার তকদীর তার হক্কে সুপ্রসন্ন কর এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে অল্প প্রদান কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আমি তোমার রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয় না, তার জন্য তোমার সাক্ষাৎ-লাভকে প্রিয় করো না, তোমার তাকদীরকে তার হক্কে সুপ্রসন্ন করো না এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে বেশি বেশি প্রদান কর।" (ত্বাবারানী, সহীহ জামে-১৩১১)

৩. সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি মশা পরিমাণও যদি দুনিয়ার মূল্যমান থাকত তাহলে কোনো কাফের দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান করতে পেত না।" (তিরমিযী, মিশকাত-৫১৭৭)

৪. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কানকাটা মৃত ছাগল-ছানার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "তোমাদের কে এটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনতে চায়?" লোকেরা বলল, 'আমরা তা সামান্য কিছুর বিনিময়েও চাই না।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চেয়ে ও অধিক নিকৃষ্টতর।" (মুসলিম, মিশকাত- ৫১৫৭)

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া মুসলিমদের জন্য কারাগার স্বরূপ। আর কাফেরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ।"

(মুসলিম, মিশকাত-৫১৫৮)

৬. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সকল (পার্থিব বিষয়ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয়, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়।"

(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব-৭)

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর জিকর ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় এবং আলেম (দ্বীনি শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থীরা অভিশপ্ত) নয়।"

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, সহীহ তারগীব-৭০)

৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে না পারুক।

ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।

(বুখারী-২৮৮৭, মিশকাত-৫১৬১)

৫. আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তুমি যতকাল আমাকে আহ্বান করবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে, আমি ততকাল তোমাকে ক্ষমা করে দেব; তাতে তোমার মধ্যে যত ও যে পাপই থাকুক না কেন। আর এতে আমি কোনো প্রকার পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপরাশি (স্তূপীকৃত হয়ে) আকাশের মেঘও ছুঁয়ে থাকে, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা কর, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আর এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমান পাপ করেও আমার সাথে কাউকে শিরক না করে আমার সাক্ষাৎ কামনা কর, তবে আমিও পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।" (তিরমিযী- ২৮০৫)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্লা বলেন, "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ সে আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে, আমি তাকে তেমন ক্ষমা অথবা শাস্তি প্রদান করে থাকি)। আর আমি তার সঙ্গে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে।

(বুখারী-৭৮০৫, মুসলিম-২৬৭৫)

৬. আল্লাহ-ভীতির মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ .

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক পরহেযগার। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

তিনি আরো বলেন–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ .

অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১৯৪)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি মঙ্গলময়।

(সূরা আনফাল : আয়াত-২৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا - وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ . وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ . اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, আল্লাহ্ তার উপায় বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযি দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখে, সে ব্যক্তির জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন।
(সূরা ত্বালাক : আয়াত-২-৩)

তিনি আরো বলেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا - ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا.

অর্থ : যে আল্লাহ্কে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। এ হলো আল্লাহ্র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করে দেন এবং তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা ত্বালাক : আয়াত-৪-৫)

১. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ গুপ্ত মুত্তাকী ধনী বান্দাকে ভালোবাসেন।" (মুসলিম-২৯৬৫)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীমﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি ছিল, যে নিজের প্রতি বড় অন্যায় (পাপ) করত। অতঃপর যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো, তখন সে তার ছেলেদেরকে বলল, 'আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর আমার বাকি দেহাংশ পিষে বাতাসে ছড়িয়ে দিও। কেননা, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে উপস্থিত করতে সমর্থ হন, তাহলে আমাকে এমন আযাব দেবেন, যেমন আযাব তিনি আর কাউকেই দেবেন না।!'

সুতরাং সে মারা গেলে তাই করা হলো। আল্লাহ্ পৃথিবীকে আদেশ করে বললেন, "তোমরা মাঝে (ওর যে দেহাণু আছে) তা জমা কর।' পৃথিবী তাই করল। ফলে লোকটি (আল্লাহর সামনে) খাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি যা করেছ তা করতে তোমাকে কে উদ্বুদ্ধ করল?' লোকটি বলল, 'তোমার ভয়, হে আমার প্রতিপালক!' ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হলো।" (বুখারী-৩৪৮১, মুসলিম-২৫৬৫)

৭. আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : আর তোমরা যদি মু'মিন হও, তাহলে আল্লাহরই ওপর ভরসা কর।

(সূরা মায়িদাহ : আয়াত-২৩)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ.

অর্থ : মূসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাক, তাহলে তোমরা তাঁরই ওপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-৮৪)

অন্যত্র তিনি বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ : আর মু'মিনদের উচিত, আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করা।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১২২)

মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মু'মিনের গুণ বর্ণনা করে বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا. وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ : মু'মিন তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণকালে কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে। (সূরা আনফাল-২ আয়াত)

১. ওমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযি পাবে, যে রকম পাখিরা রুযি পেয়ে থাকে, সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" (আহমদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে-৫২৫৪)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হলো। আমি দেখলাম, কোনো নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুযায়ী) লোক রয়েছে। কোনো নবীর সাথে এক অথবা দুজন লোক রয়েছে। কোনো নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামা'আত আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, এটি হলো মূসা ও তাঁর উম্মতের জামা'আত। অতঃপর দৃষ্টি ফেলতেই আরও একটি বিরাট জামা'আত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো যে, এটি হলো আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাবে ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ জান্নাতী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল। কেউ কেউ বলল, 'ঐ লোকেরা হলো তারা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবত ওরা হলো তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।' আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে ঐ জান্নাতী লোকদের ব্যাপারে খবর দিলেন এবং বললেন, "ওরা হলো তারা; যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, দেহ দাগায় না, কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা রাখে।" (বুখারী-৫২৭০, মুসলিম-২২০)

৮. আল্লাহর ভয়ে কাঁদার ফযীলত

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার চক্ষুতে পানি বয়ে যায়।" (বুখারী- ৬৬০, মুসলিম-১০৩১)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুটি চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না; প্রথমে হলো সেই চক্ষু, যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। আর দ্বিতীয় হলো, সেই চক্ষু, যা আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রিযাপন করে।" (তিরমিযী, সহীহ জামে-৪১১২)

২১. জিহাদ কি সাবিলিল্লাহ

১. জিহাদে বের হওয়ার গুরুত্ব

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহর পথে (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" (বুখারী- ২৭৯২- মুসলিম- ১৮৮০)

২. আবু আইয়ুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা সে (বিশ্বজাহান) অপেক্ষা উত্তম, যার ওপর সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়েছে।" (মুসলিম-১৮৮৩)

২. জিহাদের গুরুত্ব

আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার গুরুত্ব অপরিসীম। এটা এমন এক ব্যবসায়, যার বদৌলতে আল্লাহ জিহাদকারীকে জান্নাত দেবেন। জিহাদের পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; প্রবেশ করাবেন স্থায়ী (আদন) জান্নাতের উত্তম বাসভবনে। এটিই হলো মহাসাফল্য। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর আপনি মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দাও। (সূরা ছাফ ১০-১৩)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তির জন্য জামিন হয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়, (আর বলেছেন) "যে কেবলমাত্র আমার প্রতি ঈমান রেখে এবং আমার রাসূলকে সত্যজ্ঞান করে বের হয়। আমি তাকে সওয়াব অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে ফিরিয়ে আনব, নতুবা, তাকে জান্নাত প্রবেশ করাব। আর আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না করতাম, তবে আমি কোনও সৈন্যদলের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বগৃহে অবস্থান করতাম না এবং এটাই চাইতাম যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয়ে যাই অতঃপর জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, তারপর আবার জীবিত হই এবং তারপরেও আবার নিহত হয়ে যাই।" (বুখারী- ৩৬)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উপমা আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর পথে জিহাদ করে- (অবিরত নফল) রোযা ও সালাত পালনকারীর মতো। আর আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তার প্রাণহরণ করলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নচেৎ সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে তাকে নিরাপদে (স্বগৃহে) ফিরিয়ে আনবেন।" (বুখারী- ২৭৮৭, মুসলিম- ১৮৭৬)

৩. আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতে একশ'টি দরজা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দরজার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মতো।" (বুখারী- ২৭৯০)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমল সর্বাপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ?' তিনি উত্তরে বললেন, "প্রথম ওয়াক্তে (সালাতের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে) সালাত

আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, "পিতামাতার সেবা-যত্ন করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (বুখারী- ২৭৮২, মুসলিম- ৯৫)

৫. মু'আয (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুবার উটের দুগ্ধ দোহন করার মধ্যবর্তী বিরতির সময়কাল পরিমাণ জিহাদ করে, তার পক্ষে জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নিকট তাঁর পথে শহীদী মৃত্যু প্রার্থনা (কামনা) করে, অতঃপর যদি সে (সাধারণ) মারা যায় অথবা খুন হয়ে যায়, তবুও সে শহীদের মতোই সওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তির দেহ আল্লাহর রাস্তায় একটিবারও জখম হয় অথবা আঘাতে ক্ষত হয় (সে ব্যক্তির) ঐ জখম (বা ক্ষত) পূর্বের চেয়ে অধিক রক্তের ফিনকি নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে; যার রঙ হবে জাফরানের এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর। আর আল্লাহর রাস্তায় (থাকা অবস্থায়) যে ব্যক্তির দেহে কোন ঘা বা ফোঁড়া বের হয়, (সে ব্যক্তির দেহের) ঐ ঘায়ের ওপর শহীদদের সীল-মোহর হবে।"

(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে- ৬৪১৬)

৩. জিহাদ ও তার নিয়ত করা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে (জীবনে একটি বারও) জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার ব্যাপারে নিজ মনে কোন নিয়ত (সংকল্প) করল না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম- ১৯১০, আবু দাউদ- ২৫০২, নাসাঈ)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন তোমরা ঈনাহ ব্যবসায় করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।"

(মুসনাদে আহমদ- ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ- ৩৪৬২, বাইহাকী- ৫/৩১৬)

ঈনাহ ব্যবসা হলো– কাউকে ধারে কোন মাল দিয়ে সে মাল কম দামে তারই নিকট থেকে ক্রয় করা। যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হলো। ঋণ কোথাও না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে ৫০ হাজার টাকায় একটি গাড়ি কিনল। অতঃপর সে গাড়িকেই ঐ ডিলারের নিকট

নগদ ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি করল। যার ফলে ১০ হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে সুদী কারবার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষা-কার্যের গুরুত্ব

১. সালমান ফারেসী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "এক দিবারাত্রির (শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে) প্রতিরক্ষা-কার্য এক মাসের রোযা ও সালাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ঐ প্রতিরক্ষা কাজে রত ব্যক্তি) যদি মারা যায়, তাহলে তার সে আমল জারী থেকে যায়; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার জন্য তার রুজী জারী করা হয়; আর (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।" (মুসলিম-১৯১৩)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (শত্রু সীমান্তে) প্রতিরক্ষার কাজে রত থাকা অবস্থায় মারা যাবে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তার সে আমল জারী রাখবেন, যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার রুজীও জারী করা হবে, (কবরের) সকল প্রকার ফিতনা হতে সে নিরাপদ থাকবে, আর আল্লাহ তাকে মহাত্রাস থেকে নির্বিঘ্নে রেখে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন।" (বায়হাক্বী, সহীহুল জামে-৬৫৪৪)

৫. জিহাদের খাতে দান করার প্রতিদান

আল্লাহর পথে জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন−

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই হলো সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের

সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী বাস করবে। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।

(সূরা তাওবাহ : ২০-২২)

জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

অর্থ : তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৫)

১. আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি লাগামবিশিষ্ট উটনী সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, "হে রাসূলুল্লাহ! এটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "ওর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি লাগামবিশিষ্ট সাতশ' উটনী লাভ করবে।" (মুসলিম- ১৮৯২)

২. খুরাইশ ইবনে ফাতেক (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কিছুও অর্থ ব্যয় (দান) করে, সে ব্যক্তির জন্য সাতশ' গুণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।" (আহমদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে- ৬১১০)

৬. আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত হওয়ার মাহাত্ম্য

১. আব্দুর রহমান ইবনে জাবের (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির পদযুগল আল্লাহর রাস্তায় ধুলিধূসরিত হয়, সে ব্যক্তির ঐ পদযুগলকে আল্লাহ তায়ালার জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।" (বুখারী- ৯০৭)

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো আর জাহান্নামের ধুঁয়ো একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।"

(নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে- ৭৬১৬)

৭. আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "দুটি চক্ষুর ওপর (জাহান্নামের) আগুনের স্পর্শকে হারাম করা হয়েছে; (প্রথমত) সে চক্ষু, যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, আর (দ্বিতীয়) সে চক্ষু, যা কাফের দল থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার্থে প্রহরায় রাত্রি কাটায়।" (হাকেম, সহীহুল জামে- ৩১৩৬)

৮. জিহাদে তীর নিক্ষেপের গুরুত্ব

১. আমর ইবনে আবাসাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) একটি মাত্র তীর শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করে, অতঃপর তার ঐ তীর শত্রুর নিকট পৌঁছে ঠিক লক্ষ্যে আঘাত করে অথবা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়, এর বিনিময়ে তার একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।"
(আহমদ, নাসাঈ, বাইহাকী, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে- ৬২৬৭)

২. আবু নাজীহ সুলামী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তির তীর লক্ষ্যভেদ করে (শত্রুকে আঘাত করে) সে ব্যক্তির জন্য তার বিনিময়ে জান্নাতে একটি দরজা লাভ হয়।" আর আমি সেদিন ষোলটি তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ করেছিলাম।

তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ কথাও শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, সে ব্যক্তির জন্য একটি দাসমুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।" (সহীহ নাসাঈ- ২৯৪৬)

৩. উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করে, অতঃপর তা উপেক্ষা (ত্যাগ) করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা সে ব্যক্তি (আমার) নাফরমান।"
(মুসলিম-১৯১৯, ইবনে মাজাহ-২৮১৪)

৪. উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ.

অর্থ : (আল্লাহ বলেন,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর। "শোন! তা হলো নিক্ষেপনই (তীর বা অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ)। শোন! তা হলো নিক্ষেপনই (তীর বা অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ)।" (মুসলিম–১৯১৭)

৯. জিহাদে আহত হওয়ার মর্যাদা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জখমী হয়; আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর রাস্তায় জখমী হয়- সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে, যখন তার ঐ জখম হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহমান থাকবে; (রক্তের) রঙ তো হবে রক্তের মতোই, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর।" (বুখারী-২৮০৩, মুসলিম-১৮৭৬)

২. আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "দুটি বিন্দু ও চিহ্ন অপেক্ষা অন্য কিছুই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়; আল্লাহর ভয়ে কান্নার এক বিন্দু অশ্রু এবং আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বহানো একবিন্দু রক্ত। আর দুটি চিহ্নের একটি হলো, আল্লাহর রাস্তায় (চলার) চিহ্ন এবং অপরটি হলো, আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয (জিহাদ, সালাত, হজ্জ রোযা প্রভৃতি) পালন করার ফলে পড়া (পায়ের বা ক্ষতের) চিহ্ন।" (সহীহ তিরমিযী-১৩৬৩)

১০. সামুদ্রিক জিহাদের গুরুত্ব

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সমুদ্রপথের একটি জিহাদ স্থলপথের দশটি জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সমুদ্র অতিক্রম করে, সে যেন সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করে। আর সমুদ্র মাঝে যার মাথা ঘোরে, সে ব্যক্তি রক্তমাখা (মুজাহিদের) মতো।" (অর্থাৎ এরা সওয়াবে সমান)।
(হাকেম, সহীহুল জামে- ৪১৫৪)

১১. মুজাহিদ সাজানো ও তাকে দায়িত্ব প্রদান

১. যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন মুজাহিদকে (তার রসদ-পথ্যের ব্যবস্থা করে) সাজিয়ে দেয় সে ব্যক্তি যেন নিজেই যুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে (তার অনুপস্থিতিতে তার) ঘর ও পরিবারের দেখাশোনা সৎভাবে করে, সে ব্যক্তিও যেন সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।" (বুখারী- ২৮৪৩, মুসলিম- ১৮৯৫)

২. যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (জিহাদের জন্য) কোন যোদ্ধাকে (তার রসদসহ) সাজিয়ে দেয়, সে ব্যক্তিও ঐ যোদ্ধার সমপরিমাণই সওয়াব লাভ করে, এতে ঐ যোদ্ধার সওয়াবও কিছু পরিমাণ কম হয়ে যায় না। (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে'- ৬১৯৪)

১২. জিহাদে শহীদের মর্যাদা

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "শহীদ খুন হওয়ার সময় ঠিক ততটুকু ব্যথা পায়, যতটুকু ব্যথা তোমাদের কেউ চিমটি কাটাতে পেয়ে থাকে।" (তিরমিযী- ১৬৬৮, সহীহুল জামে'- ৫৮ ১৩)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় (শহীদী) মৃত্যু ঋণ ছাড়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" (মুসলিম- ১৮৮৬)

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও সুখ পেলেও জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কেউই পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি (জান্নাতে) বিশাল মর্যাদা দেখে এ কামনা করবে যে, সে যেন পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যায় এবং (জিহাদে) দশ দশবার শহীদ হয়ে আসে।" (বুখারী-২৮১৭, মুসলিম-১৮৭৭)

৪. মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিবা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, জান্নাতে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (জান্নাতে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিয়ে হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতের দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।" (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে-৫১৮২)

৫. মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ (রা)-কে

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৯)

এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী করীম ﷺ-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তাদের

(শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হলো (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলিতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে।

একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর?' তারা বলল, 'আমরা কি কামনা করব? আমরা তো জান্নাতে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি!' (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে আসতে পারি।'

অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই, তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে।" (মুসলিম- ১৮৮৭)

১৩. আল্লাহর পথে ঘোড়া বাঁধার গুরুত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে ও তাঁর (দেয়া) প্রতিশ্রুতিকে সত্য জ্ঞান করে আল্লাহর পথে ঘোড়া বেঁধে (প্রস্তুত) রাখে, সে ব্যক্তির (ঘোড়ার) খাদ্য, পানীয়, বিষ্ঠা, সূত্র কিয়ামতের দিন তার (নেকীর) পাল্লায় রাখা হবে।" (বুখারী- ২৮৫৩)

১৪. জিহাদের ময়দান থেকে পালানোর ভয়াবহতা

জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কিন্তু জিহাদের ময়দান থেকে যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন কিংবা নিজ সৈন্যদলে আশ্রয় নেয়া ব্যতীত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ - وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখন তোমার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না। সেদিন যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন কিংবা নিজ সৈন্যদলে আশ্রয় নেয়া ব্যতীত কেউ তার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট বাসস্থান। (সূরা আনফাল- ১৫-১৬)

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, "হে রাসূলুল্লাহ! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ্ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পালানো এবং সতী মু'মিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।" (বুখারী- ২৭৬৬, মুসলিম- ৮৯, আবু দাউদ, নাসাঈ)

১৫. গনীমতের মাল খেয়ানত করার পরিণাম

যে কোনো আমানতের খিয়ানত করা জঘন্যতম পাপ। তবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গনীমতের মাল খিয়ানত করা আরো ভয়াবহ পাপ কাজ। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ খিয়ানতকারীর পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

অর্থ : আর যে (গনীমতে) খেয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা আমল করেছে তার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান লাভ করবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

(সূরা আলে ইমরান- ১৬১)

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল দেখাশুনা করার জন্য কারকারা নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "ও তো জাহান্নামী" (একথা শুনে) তার ব্যাপার দেখতে সকলে তার নিকট উপস্থিত হলো, দেখল, একটি আলখাল্লা সে খেয়ানত করে রেখে দিয়েছিল।

(বুখারী- ৩০৭৪, ইবনে মাজাহ- ২৮৪৯)

২. উবাইদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ হুনাইনের দিন গনীমতের একটি উটের পাশে আমাদেরকে নিয়ে সালাত পড়লেন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে উট থেকে কিছু গ্রহণ করলেন। বুঝা গেল, তিনি কিছু লোম হাতে নিয়েছেন। অতঃপর তা দুটি আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন, "হে লোকসকল! এ হলো তোমাদের গনীমতের মাল। সূতরাং অথবা ছুঁচ, এর চেয়ে কোন বেশি দামের জিনিস অথবা কম দামের জিনিস তোমরা আদায় (জমা) করে দাও। কেননা, গনীমতের মালে খেয়ানত হলো কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও জাহান্নামের কারণ।" (ইবনে মাজাহ-২৮৫০, সিলসিলা সহীহাহ-৯৮৫)

৩. যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, খাইবারের দিন নবী করীম ﷺ-এর এক সহচরের মৃত্যু হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" এ কথা শুনে লোকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমাদের ঐ সঙ্গী আল্লাহর পথে খেয়ানত করেছে। (তাই আমি ওর জানাযা পড়ব না)।" আমরা তার আসবাব-পত্রের তল্লাশী নিলাম। তাতে আমরা ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত একটি মাত্র মালা পেলাম; যার মূল্য দুই দিরহামও নয়। (মালেক, আহমদ ৪/১১৪, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহকামুল জানাইয, আলবানী ৭৯ ও ৮৫ পৃঃ)

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবী, বাংলা, ইংরেজী)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	কিতাবুত তাওহীদ	–মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪.	বিষয়ভিত্তিক-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন	–মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৫.	বিষয়ভিত্তিক-২ লা-তাহযান (Don't Be Sad) হতাশ হবেন না	–আয়িদ আল করনী	৪০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক-৩ বুলূগুল মারাম	হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাসি-কান্না ও জিকির	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
৮.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	–ইকবাল কিলানী	১৫০
৯.	রাসূল ﷺ এর প্র্যাকটিকাল নামায	–মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১০.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১১.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	–যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১২.	রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘণ্টা		২২৫
১৩.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	– আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২০০
১৪.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
১৫.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
১৬.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	–সাইয়্যেদ মাসুদূল হাসান	১৪০
১৭	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
১৮.	রাসূল ﷺ লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	–মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	–ইকবাল কিলানী	১৩০
২০.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	–ইকবাল কিলানী	২২৫
২১.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	–ইকবাল কিলানী	২২৫
২২.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	–ইকবাল কিলানী	১৫০
২৩.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	–সাইয়্যেদ মাসুদূল হাসান	১৫০
২৪.	দোয়া কবুলের পূর্বশত	–মো: মোজাম্মেল হক	১০০
২৫.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র		৩৫০
২৬.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	– ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
২৭.	রমযানের ত্রিশ শিক্ষা		

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. কবীরা গুনাহ, খ. আল্লাহর দরবারে ধরণা গ. ঝাড়-ফুঁক ও জাদু টোনা, ঘ. বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান, ঙ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র, চ. আপনার শিশুকে লালন-পালনক করবেন যেভাবে, ছ. ইসলামের ১০০০ ফযীলত

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব	৬০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায	৬০
১৭	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com